আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন

ঢাকা ডেস্ক: নানা কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে রোববার ১০ জানুয়ারী 'জাতির জনক', স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তণ দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে **(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ১৬ || সোমবার || পৌষ ২৭ || ১৪২৭ || জমাদিউল আঃ ২৭ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 16 || 11 January || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

আদম পাচার ঃ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীর ৪৬ মাসের কারাদন্ড

রাজনৈতিক আশ্রয় আইন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক। যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আবেদনে ট্রাম্প প্রশাসন যে নতুন বিধান জারী করেছিল তাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ফেডারেল আদালত। আদালত আজ সোমবার ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আবেদনের নতুন যে বিধান জারী করার কথা ছিল তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। ১৪ পাতার রায়ে আদালত বলেছে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটির দায়িত্বে নিয়োজিত চাদ উলফকে ডিপার্টমেন্টের প্রধান হিসেবে নিয়োগ নিয়মানুযায়ী হয়নি। উল্লেখ্য যে সিনেটের কনফার্মেশন ছাড়াই ট্রাম্প হোমল্যান্ড সিকিউরিটি প্রধান নিয়োগ করেন। যা যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক নিয়মানুযায়ী হয়নি। কোর্ট বলেছে, এর ফলে উলফ কর্তৃক জারীকৃত যেকোন বিধানই অকার্যকর হবে। কারণ আইনগতভাবে তিনি দায়িত্ব নেননি। কোর্টের এই রায়ের ফলে রাজনৈতিক বিধানের ক্ষেত্রে আগের আইনই বহাল হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**



বাইডেনের শপথে ট্রাম্প সমর্থকদের 'হামলার টার্গেট'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক।-যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল ভবনে নজিরবিহীন হামলা চালিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা। এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ধরপাকড়ের মধ্যেই নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শপথ **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**

কংগ্রেসে হামলা 'বড় লজ্জা' ঃ ওবামা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কংগ্রেসে **বাকি অংশ ১৫পাতায়)**

ট্রাম্পের বড় চ্যালেঞ্জ শেষ ১০ দিন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আর ১০ দিন মেয়াদ আছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের, কিন্তু এই ১০ দিন পার করাই তাঁর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীর্ষ ডেমোক্র্যাট নেতারা বলছেন,ট্রাম্পের সামনে দুটি পথ **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**



স্পিকারের টেবিলে পা তুলা হামলাকারী গ্রেফতার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে নজিরবিহীন তাণ্ডবের সময় প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির টেবিলে পা তুলে দেয়া **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

ইমপিচ হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে বুধবারের হামলায় ভূমিকা রাখার অভিযোগে ডেমোক্র্যাট পার্টি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কংগ্রেশনাল বিবচারের প্রক্রিয়া শুরু করছে। কংগ্রেসের নিম্ন-কক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভসের স্পিকার ন্যান্সী পেলসি বলছেন, মি.ট্রাম্প যদি এই মুহূর্তে পদত্যাগ না করেন তাহলে তারা বিচারের লক্ষ্যে একটি সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ নিয়ে কাজ শুরু করবেন। মি.ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে উসকানি দেয়ার অভিযোগটি হাউস ডেমোক্র্যাটরা সোমবার দায়ের করতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। তাদের অভিযোগ, বিদায়ী **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

শপথ অনুষ্ঠানে থাকছেন না ট্রাম্প

ভালো বললেন বাইডেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আমেরিকার নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আগামী ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের না **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

মন্ত্রীদের আমলনামা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী



ঢাকা : বর্তমান সরকারের প্রথম দুই বছরে মন্ত্রিসভা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দপ্তর বদল, পুনর্বণ্টন, একজন প্রতিমন্ত্রীকে পদোন্নতি, নতুন দুই প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ–এমন টুকটাক সিদ্ধান্তেই সীমিত থেকেছেন। গত ৭ জানুয়ারি সরকারের দুই বছর পর মন্ত্রী, **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক সম্পর্কে অজানা ১২ তথ্য

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : জেফ বেজোস, বিল গেটসকে পেছনে ফেলে বিশ্বের ধনীর তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছেন ইলন মাস্ক। স্পেস-এক্স এবং টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্কের মোট সম্পদের অর্থমূল্য ১৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ব্লুমবার্গ **(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)**

কেমন আছেন খালেদা জিয়া



ঢাকা : সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার কারামুক্তির পর কেটে গেছে ৯ মাস ১৭ দিন। গুলশান এভিনিউয়ের 'ফিরোজা'য় কেমন আছেন ৭৫ উর্ধ্ব বেগম খালেদা জিয়া? এমন প্রশ্ন দলীয় নেতাকর্মীর **(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)**

বাংলা পত্রিকা

কীভাবে বোঝা যাবে করোনার অ্যান্টিবডি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : কোভিড-১৯ বা নভেল করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষমতা সবার সমান নয়। কারও অ্যান্টিবডির পরিমাণ বেশি, কারও বা তলানিতে। কিন্তু কী দেখে বোঝা যাবে, **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com

APOLLO BROKERAGE INC.
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ি ও বিজিনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার · ওয়েস্টার্ন ইউইনিয়ন · ডিভিসি · মানি অর্ডার · নোটারী পাবলিক
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com
Shamsher Ali
President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments · Tax Liens · Charge Offs · Garnishment · Inquiries · Collections
Call us: 646-775-7008
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com
Mohammed A Kashem
Credit Consultant

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DOS · 5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
IATA
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
SAUDIA · ETIHAD · KUWAIT · QATAR
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
IATA · ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
আমেরিকার যে কোন স্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
সুপার সেভ $৬৪৯+
QATAR
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

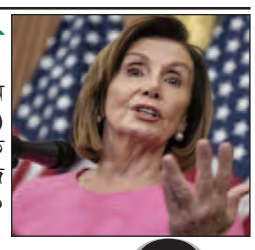
FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

চতুর্থবারের মতো হাউজ স্পিকার হলেন পেলোসি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আবারও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের (হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ) স্পিকার নির্বাচিত হলেন ডেমোক্র্যাট নেত্রী ন্যান্সি পেলোসি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সোমবার (৪ জানুয়ারী) এক ভোটাভুটির মাধ্যমে চতুর্থবারের মতো স্পিকার নির্বাচিত হন তিনি। এদিন ইউএস কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে শুরু হয় ১১৭তম কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক সূচনা। নিম্নকক্ষ হাউজে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখেছে ডেমোক্রেট দল। ২০০৩ সাল থেকে স্পিকারের দায়িত্বে রয়েছেন ন্যান্সি পেলোসি। ৮০ বছর বয়সি আমেরিকান এই রাজনীতিক বলেছেন, আর দুই বছর তিনি স্পিকার (বাকি অংশ ৮ পাতায়)



নিউইয়র্কে জাতীয় পার্টি ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

নিউইয়র্কঃ জাতীয় পার্টির ৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেছে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা। এ উপলক্ষে সংগঠনের উদ্যোগে ১ জানুয়ারী শুক্রবার বিকাল ৫ ঘটিকায় কেক কেটা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এষ্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউ বৈশাখী রেষ্টুরেন্ট মিলনাতনে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আবদুর রহমান এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদসদস্য লিয়াকত আলী, বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য শহীদুর রহমান, জাপার সিনিয়র উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা মাহাবুর রহমান চৌধুরী, জাপার সিনিয়ার সহ সভাপতি জসিম উদ্দিন চৌধুরী, জাপার সহ সভাপতি ও কেন্দ্রিয় সদস্য এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, জাপার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসেফবারী টুটুল, জাপার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রিয় সদস্য মোঃ লুৎফর রহমান, জাপার যুগ্ম প্রচার সম্পাদক ফেরদৌস ওয়াহিদ, নিউইয়র্ক স্টেট সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ হাসান মিলন, জাপার মহিলা সম্পাদক জেসমিন আকতার চৌধরী।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিএনপি ও আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের হাতে হাতকরা পড়িয়ে দিয়েছে। পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি থেকে সংসদীয় পদ্ধতি চালু করেছে। কিন্তু সংবিধান সংশোধন করে তারা ৭০ ধারা যোগ করেছে। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যে দল সরকার গঠন করে সেই দলের প্রধানই হল সংসদীয় দলের প্রধান এবং সরকার প্রধান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে পরে এবং সরকারের জবাব দিহিতা থাকে না। নিয়ন্ত্রনহীন ক্ষমতায় দূনীতি বেড়ে যায়। তাই বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মোট ৫ বার বাংলা দেশে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি শাসন আমলে নেতা কর্মী দুনীর্তি করে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছে। জাতীয় পাটির শাসন আমলে দেশে কোন প্রকার দূনীতি ছিল না। পরিশেষে কেক কাটিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয় এবং প্রয়াত নেতা এরশাদ বর্তমান পার্টির চেয়ারম্যান ও মহাসচিব এর জন্য দোয়া করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কায়কোবাদ সভাপতি, হাশেম সম্পাদক

বাংলাদেশ ডিজএ্যাবিলিটি এফেয়ার্স অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ ডিজএ্যাবিলিটি এফেয়ার্স অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিডিএওএ) কেন্দ্রিয় কার্য নির্বাহী পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সংগঠনের সভাপতি পদে মোঃ কায়কোবাদ আকুঞ্জী ও সাধারণ সম্পাদক পদে মোঃ আবুল হাশেম নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মিঠুন চক্রবর্তী স্বাক্ষরিত ফলাফল থেকে এ তথ্য জানা যায়। নির্বাচনে গোলাপফুল প্রতীকে নির্বাচিত প্যানেলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন: সহ সভাপতি- মোঃ আল আমিন, মোঃ মনসুর আলী, রোজিনা খাতুন ও ফারজানা তাজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- তমালিকা চক্রবর্তী ও আবুল হোসাইন মোহাম্মদ উল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ- ফিরোজ আলম, সহ কোষাধ্যক্ষ- সঞ্জয় মিস্ত্রি, সাংগঠনিক সম্পাদক- আতিয়া সুলতানা, সহ সাংগঠনিক- সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক- মোঃ মেহেদী হাসান, সহ দপ্তর সম্পাদক- মোহাম্মদ জহির, প্রকাশনা সম্পাদক- জোবায়দা গুলশান আরা, সহ প্রকাশনা সম্পাদক- মুসলিমা আকতার মাসুদা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মোহাম্মদ সাহজাহান, সহ সমাজকল্যান সম্পাদক হাবিবা ইয়াসমিন, উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা সম্পাদক নূর শাহী তাজ মিনা, প্রচার সম্পাদক মর্জিনা আক্তার, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক- তারমীম জাহান সেতু, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক- সিতারাই ফেরদৌস, আইন বিষয়ক সম্পাদক- তরফদার সাইফুল ইসলাম, নারী বিষয়ক সম্পাদক- সুলতানা কামরুজ্জাহান চৌধুরী, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক- মোঃ খায়রুল ইসলাম। উল্লেখ্য, সংগঠনের কর্মকর্তা ও সদস্যরা সরকারের সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের জাতীয় প্রতিবন্ধি উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের প্রতিবন্ধি সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিবন্ধি বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।





প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র সহ সাধারণ সম্পাদিকার ভ্রাতৃবিয়োগ



নিউইয়র্ক: প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক-এর সহ সাধারণ সম্পাদিকা নাসরীন চৌধুরীর বড় ভাই, টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক আশরাফ চৌধুরী বাংলাদেশ সময় গত ৫ জানুয়ারী রাত দশটার দিকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলা ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি করটিয়া সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন। তার এক বোন বাংলাদেশে এবং তিন ভাই ও তিন বোন আমেরিকায় বসবাস করেন।

মরহুমের নামাজে জানাজা শেষে টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় কবর স্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়েছে।

এদিকে আশরাফ চৌধুরীর মৃত্যুতে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক-এর কার্যকরী কমিটির সভাপতি আব্দুল হাকিম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিকুর রহমান, সহ সভাপতি খন্দকার জাকির হোসেন, মোঃ তৌফিকুর রহমান ও মোঃ কবির বোখারী, সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ ছানোয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রব, সাবেক সভাপতি মোঃ ফরিদ খান, মোঃ মোজাম্মেল হক ও খন্দকার বদরুজ্জামান পিকলু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহীনুর রহমান ও শরীফ সিকদার এবং সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. ওয়াজেদ আলী খান, খন্দকার আশিক শামীম, ডা. মিনবুর রহমান, আব্দুর রহমান ও খন্দকার আতিকুজ্জামান, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক মীর মাহবুবর রহমান বাবু গভীর শোক প্রকাশ এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

এছাড়াও হককথা.কম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ লেখক আশরাফ চৌধুরীর মৃতুতে শোক ও তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সমর্থকদের প্রতি ট্রাম্প : শান্ত থাকুন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের কারণে বুধবার উত্তাল ছিলো যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল ভবন। ইতোমধ্যে ঐ ভবনে জারি করা হয়েছে লকডাউন। এ নিয়ে ট্রাম্প তার সমর্থকদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। খবর সিএনএন, বিবিসি, রয়টার্স। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক টুইট বার্তায় বলেছেন, 'আমি ক্যাপিটল ভবনের সবাইকে শান্ত থাকতে বলছি। কোন সংঘাত নয়।' তিনি আরেক টুইট বার্তায় লিখেন, 'আমাদের ক্যাপিটাল পুলিশ এবং আইন প্রয়োগকারী বাহিনীকে সমর্থন করুন। তারা সত্যি আমাদের দেশের পাশে। শান্ত থাকুন।'

এর আগে হোয়াইট হাউজের সামনে র্যালিতে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ট্রাম্প অঙ্গীকার করেছেন যে, ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হার তিনি কখনোই স্বীকার করবেন না। সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ট্রাম্প বলেন, আমরা কখনোই হাল ছাড়ব না, আমরা কখনোই স্বীকার করবো না। আমরা জালিয়াতি রুখে দিব।

উল্লেখ্য, গত নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনের বিজয় অনুমোদনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতারা বুধবার কংগ্রেসের এক যৌথ অধিবেশনে বসেন। উভয় কক্ষের এই অধিবেশনে পপুলার ভোটের ভিত্তিতে ইলেকটোরাল কলেজের দেওয়া ভোটগুলো গণনা করা হয় এবং তা চূড়ান্তভাবে প্রত্যয়ন করা হয়। অধিবেশনের কয়েক ঘন্টা আগেই এর বিরোধিতা করে ওয়াশিংটনে জড়ো হন কয়েক হাজার ট্রাম্প সমর্থক, যাদের মধ্যে উগ্রপন্থি বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যরাও রয়েছেন। সেই সমাবেশে বক্তব্যে নভেম্বরের নির্বাচনে পরাজয় মেনে না নেওয়ার ঘোষণা দেন ট্রাম্প।

এই সমাবেশের অল্প একটু দূরে গিয়ে কয়েকশ' ট্রাম্প সমর্থক ক্যাপিটল ভবনে নিরাপত্তা ব্যারিকেড ভেঙে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান। এক পর্যায়ে কংগ্রেসের অধিবেশন চলার মধ্যেই পুলিশের বাধা ভেঙে ক্যাপিটল ভবনে ঢুকে পড়েন তারা। ভবনে ধ্বংসযজ্ঞও চালানো হয়। এক পর্যায়ে টুইটারে ট্রাম্প লিখেছেন, 'ইউএস ক্যাপিটলে অবস্থানরত সবাইকে আমি শান্ত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। কোনও সহিংসতা চলবে না।



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রে বড় ধাক্কা মুছে ফেলতে হবে বিভক্তি রেখা

বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের দেশ হিসেবে সুখ্যাত যুক্তরাষ্ট্রে ঘটেছে এক অভাবনীয় ঘটনা। এক কথায় বললে, বিশ্ববাসীর কাছে এ ঘটনা ছিল এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা, যা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসকে করেছে কলঙ্কিত। পুলিশের নিরাপত্তা ব্যূহ ভেঙে কয়েকশ উগ্রবাদী সশস্ত্র ট্রাম্প-সমর্থক রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল হিলের কংগ্রেস ভবনে চালিয়েছে তান্ডব। এই তান্ডব চলাকালে হয়েছে গোলাগুলি, ভাঙচুর, লুটপাট; নিহত হয়েছেন চার ব্যক্তি। বুধবার (৬ জানুয়ারী) ছিল ইউএস কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট বাইডেনের আনুষ্ঠানিক জয় প্রত্যয়নের দিন। কিন্তু এই প্রত্যয়ন কিছুতেই মানতে পারছিলেন না নির্বাচনে পরাজিত ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিছুদিন আগে থেকে তিনি বাইডেনের আনুষ্ঠানিক জয় প্রত্যয়নের বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছিলেন। ওয়াশিংটনে নিজ সমর্থকদের শোডাউনের ঘোষণাও দিয়েছিলেন তিনি। তার এই উসকানিমূলক ঘোষণার পরই রাজধানীতে জড়ো হতে থাকে তার সমর্থকরা। বাইডেনের জয় সত্যায়নে যথাসময়েই শুরু হয় কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশন। অধিবেশনে নির্বাচনের ফল বাতিলের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছিলেন ট্রাম্প-সমর্থক কয়েজন কংগ্রেসম্যান। এর মধ্যে হঠাৎ করেই ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে হামলা চালান কয়েক হাজার ট্রাম্প-সমর্থক। তাদের অনেকেই ছিলেন সশস্ত্র। হামলার সময় গোটা ক্যাপিটল বিল্ডিং কয়েক ঘণ্টা ধরে কার্যত জিম্মি করে রাখেন তারা। কংগ্রেসের অধিবেশন কক্ষ ও সিনেটরদের কক্ষের দরজা ও জানালায় ভাঙচুর চালান। এ সময় গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়ে কোনো রকমে প্রাণে বাঁচেন সিনেটররা। হামলা চালানো হয় সাংবাদিকদের ওপরও। তাদের মাইক্রোফোন, ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলা হয়। অত্যাশ্চর্য, হামলাকারীদের নিন্দা না করে 'মহান দেশপ্রেমিক' আখ্যা দিয়ে তাদের প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প। অবশ্য পরে চাপে পড়ে তিনি হামলাকারীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

ক্যাপিটল হিলের ঘটনাটি মোটেও বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ৪ বছর যে বর্ণবাদী রাজনীতি করেছেন, তারই চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে এ ঘটনার মধ্য দিয়ে। বস্তুত বর্ণবাদী রাজনীতি যুক্তরাষ্ট্রকে একটি বি-ভাজিত সমাজে পরিণত করেছে। আর এই বিভাজন এতটাই প্রকট যে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তাতেও আঘাত হানা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র এখন মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়েছে। ক্যাপিটল হিলের ঘটনার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তির যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ হতে সময় লাগবে বেশ। হৃত ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গদের 'সাদারাই শ্রেষ্ঠ'-এই আপ্তবাক্য ছেড়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের চর্চা করতে হবে। দেশটির 'ফাউন্ডিং ফাদাররা' গণতন্ত্রের যে পথনকশা এঁকেছিলেন, সেই পথেই হাঁটতে হবে যুক্তরাষ্ট্রবাসীকে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনি ফলাফল মেনে নিতে পারেননি। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে তার তালবাহানা থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের গণতন্ত্রীদের শিক্ষা নিতে হবে। গণতন্ত্রের সৌন্দর্যই হচ্ছে জনগণের রায়ের প্রতি সম্মান দেখানো। খোদ যুক্তরাষ্ট্রেরই এক সময়কার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন: 'জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের সরকারই হচ্ছে গণতন্ত্র।' আমরা চাইব, শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়; পুরো বিশ্বের তাবৎ রাজনীতিক ট্রাম্পের অগণতান্ত্রিক রাজনীতির বিপরীতে সুস্থ ধারার গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা করে এই পৃথিবীর সৌন্দর্যবর্ধনে ভূমিকা রেখে চলবেন।



আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

ট্রাম্পের ব্যর্থ ক্যু আমেরিকান গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

আমেরিকায় যা ঘটে গেল, তার বিশ্লেষণ করলে মনে হয় এটা কোনো সাধারণ দাঙ্গা নয়, ক্যাপিটল হিলে উচ্ছৃঙ্খল জনতার আক্রমণ নয়, এটা পরিকল্পিত ক্যুর প্রচেষ্টা। এই ক্যু ঘটাতে চেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বয়ং। তিনি হামলাকারীদের উসকাচ্ছিলেন। ওয়াশিংটনের পুলিশের একাংশ তার সঙ্গে ছিল। কিন্তু ন্যাশনাল গার্ড ও সেনাবাহিনী ট্রাম্পের সমর্থনে এগিয়ে না আসায় এই ক্যু ঘটানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত আগামী ২০ জানুয়ারী শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হয়েছেন।

তথাপি তাকে কেউ বিশ্বাস করছে না। এমনকি তার বহু আপনজনও নয়। তাকে দ্বিতীয় দফা ইমপিচমেন্টের কথা উঠেছে। সবচাইতে বড় ভয়, তিনি প্রেসিডেন্ট পদাধিকারবলে সেনাবাহিনীর প্রধানও। ইসরাফিলের বাঁশির মতো তার হাতে নিউক্লিয়ার বোমা টেপার চাবিও। হঠকারিতার বশে ইরান বা উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে এই চাবি টিপলে করোনার মতো দ্বিতীয় বিশ্ব ধ্বংসকারী যে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে, তা ভেবে আমেরিকার ডেমোক্র্যাট দল এবং ট্রাম্পেরও রিপাবলিকান দলের অধিকাংশ সদস্য উদ্বিগ্ন।

তাই ট্রাম্পের ওপর চাপ দেওয়া হয়েছিল, তিনি যাতে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে হোয়াইট হাউজ ছেড়ে যান। আরেক রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসনের বেলায় একই ঘটনা ঘটেছিল। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হওয়ার পর ইমপিচমেন্টের মুখে নিকসন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধেও এই দ্বিতীয় দফা ইমপিচমেন্টের ব্যবস্থা হচ্ছে। আমেরিকার ইতিহাসে আর কোনো প্রেসিডেন্ট দুবার ইমপিচমেন্টের সম্মুখীন হননি।

কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্লজ্জ। সারা বিশ্ব কর্তৃক নিন্দিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ। তিনি ইমপিচমেন্টের পরোয়া করেন না। ঘোষণা করেছেন, তিনি জো বাইডেনের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের অভিষেকে থাকবেন না। আমেরিকার ইতিহাসে এ ঘটনাও এই প্রথম। তিনি দাঙ্গাকারীদের নিন্দা করা দূরের কথা, তাদের দেশপ্রেমিক বলে প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, তার 'আমেরিকা ফার্স্ট'-এর আন্দোলন শুরু হলো মাত্র। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদক নিকোলাস ক্রিসটসও সন্দেহ করেন, ওয়াশিংটনে গত বুধবারের (৬ জানুয়ারী) হাঙ্গামা ক্যু ঘটানোর প্রচেষ্টা। গত বৃহস্পতিবারের (৭ জানুয়ারী) নিউ-ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, 'আমি বিশ্বের বহু দেশে attempted coups বা ক্যু ঘটানোর চেষ্টার খবর লিখেছি। এবার আমি নিজের দেশে এই ক্যুয়ের প্রচেষ্টার খবর লিখছি। আমেরিকার ইতিহাসে এমন ভয়ংকর ও লজ্জাজনক ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।' ট্রাম্পের এই ব্যর্থ ক্যুয়ের পেছনে উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্য আমেরিকান সাংবাদিকেরা লিখেছেন, ট্রাম্প সম্ভবত চেয়েছিলেন নিজের দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে বা দমনের নামে ইনসারেকসন অ্যাক্ট অনুযায়ী সামরিক বাহিনীকে তলব করে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বন্ধ করা এবং একই সঙ্গে ইরান বা উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এমন এক সংকট সৃষ্টি করা, যার সুযোগে তার ক্যু সফল করা যায়। এজন্য তিনি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনাপ্রধানদের ডেকে ইরানে বোমাবর্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীর চিফ কমান্ডার হওয়া সত্ত্বেও সেনানায়কদের কেউ তার প্রস্তাবে রাজি হননি।

ট্রাম্প যে তার সমর্থক শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যে বিশ্বাসীদের দ্বারা আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথম একটি ক্যু ঘটাতে চেয়েছিলেন, তা আমেরিকান মিডিয়া মহলেরও বহু সাংবাদিক বিশ্বাস করেন। ট্রাম্পের বিশাল জনবল আছে। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, জনতা কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল দখলে এগিয়ে গেলে সেন-াবাহিনীও তাতে সমর্থন জোগাবে। বাস্তবে ওয়াশিংটন পুলিশের একাংশের সমর্থন ছাড়া তিনি সশস্ত্র বাহিনীর কোনো অংশের সমর্থন পাননি। ফলে তার ক্যু ব্যর্থ হয়ে যায়। ওয়াশিংটন পুলিশের যে অংশ টাম্পের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল,



তারাও দাঙ্গাকারীদের প্রশ্রয় দিয়েছে, তার বেশি কিছু করতে পারেনি। অরাজকতা যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন তারা গুলি চালিয়ে ট্রাম্পের কথিত 'দেশপ্রেমিক'দের চার জনকে হত্যা করে। এখন শোনা যাচ্ছে আহতদের আরেক জনেরও মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ট্রাম্প সেনাবাহিনীকে চিফ কমান্ডার হিসাবে অর্ডার দিয়ে কোনো অঘটন ঘটাতে পারেন, এই আশঙ্কায় সিনেটের স্পিকার সেনাপ্রধানদের ডেকে বৈঠকে বসেন এবং ট্রাম্পের জামার আস্তিনের নিচে নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহারের যে চাবি আছে তা ব্যবহার করে যাতে আরো বড় সর্বনাশ ঘটানোর সুযোগ না পান, তা নিয়ে আলোচনা করেন। ট্রাম্পের কাছ থেকে তার সব ক্ষমতা হরণের মতো নিউক্লিয়ার অস্ত্রের চাবিও সরিয়ে নেওয়ার কথা আলোচনা করা হয়। কেউ কেউ ভাবছেন, ইম্পিচমেন্ট কার্যকর হলে এর সবটাই হয়। এবারের ইম্পিচমেন্টে রিপাবলিকান পার্টির অধিকাংশ সদস্যও সমর্থন দেবেন আশা করা যায়।

ট্রাম্পের ক্ষমতা ত্যাগের আর মাত্র কয়েক দিন (২০ জানুয়ারী) আছে, সুতরাং ইম্পিচমেন্টের দরকার কী, এটা ভেবে যারা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান না, তাদের সতর্ক করে দিয়ে এক মার্কিন সাংবাদিক লিখেছেন, 'ট্রাম্পের মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এ অবস্থায় তিনি যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, যা হবে করোনার চাইতেও সর্বনাশা।' এখন এই মুহূর্তে আমেরিকা কে শাসন করছে? হোয়াইট হাউজ? মোটেই নয়। ট্রাম্পের 'টুইটার' ব্যবহারের সুবিধাও উক্ত কোম্পানি চিরকালের জন্য প্রত্যাহার করেছে। তাহলে পরোক্ষভাবে দেশ শাসন করছে কি কংগ্রেস ও সিনেট? এই মুহূর্তে তারা একটি ভয়ংকর হামলা থেকে আত্মরক্ষা করে নিজেদের গোছাতে বেশি ব্যস্ত। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এখনো আছে। তাহলে পেন্টাগন কি আমেরিকা চালাচ্ছে? তা-ও সম্ভবত শতভাগ সত্য নয়। আমেরিকার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছে সেনাবাহিনী। তারা ট্রাম্পের স্বেচ্ছাচারিতাকে এখন পর্যন্ত আমল দেয়নি। আমেরিকান গণতন্ত্র এবারের মতো টিকে গেছে মনে হয়। আমেরিকান গণতন্ত্র টিকলে পশ্চিমা গণতন্ত্রও টিকবে।

সবচাইতে বড় কথা, পশ্চিমা ক্যাপিট-ালিজমও একটা বড় ধাক্কা থেকে বেঁচে গেল। এখন গণতন্ত্রের খোলসে ভরা যে ধনতন্ত্র কিছুটা হলেও মানবতা ও মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দেয়, হিটলারের নাসিবাদের মতো গণতন্ত্রের খোলসে ভরা ট্রাম্পের ফ্যাসিবাদ (শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ) সেটুকু স্বীকৃতিও দেয় না। সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে মার্কিন সেনাবাহিনী এখনো অটল। এটা মার্কিন গণতন্ত্রের একটা বড় ভরসা। পশ্চিমা গণতন্ত্রেরও। সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়ন ভাঙার জন্য মার্কিন সিআইএ ইয়েলেসিনকে সামনে খাড়া করে যে ক্যু ঘটিয়েছিল, তা সফল হতো না এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ভাঙত না, যদি লালফৌজ মার্কিন ষড়যন্ত্রে সমর্থন না দিত। মস্কোতেও পার্লামেন্ট ভবন অবরুদ্ধ হয়েছিল এবং সোভিয়েট সেন-াবাহিনী পার্লামেন্ট ভবনে অবরুদ্ধ সদস্যদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য তাদের সব সাপ্লাই রুট কেটে দিয়েছিল। অনাহারি পার্লামেন্ট সদস্যরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল। আফগান যুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে সোভিয়েট ইউনিয়ন অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। তখন সোভিয়েট সৈন্যদের বেতন জোগাত আমেরিকা। আমেরিকার নির্দেশ তাই সোভিয়েট সেনাবাহিনী অগ্রাহ্য করতে পারেনি।

বহু বছর আগে মস্কোতে আমেরিকার প্ররোচনায় যে ঘটনা ঘটেছিল; অদৃশ্যের পরিহাস, সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো বর্তমান আমেরিকাতেই। আমেরিকার পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল অবরুদ্ধ হয়েছিল। সেই অবরোধে মার্কিন সৈন্য সমর্থন দেয়নি। তারা রাশিয়ান রুবলে বেতন পায় না এবং আমেরিকাও অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়নি।

ট্রাম্প আমেরিকান গণতন্ত্র তথা পশ্চিমা গণতন্ত্রকে যে প্রচন্ড ধাক্কা দিলেন, এর প্রতিক্রিয়া এখনই বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে আরো পরে। এই ধাক্কা পশ্চিমা ধনতন্ত্রের গায়েও গিয়ে লাগবে। তাছাড়া ট্রাম্প হয়তো নিজে মার্কিন রাজ-নীতি থেকে সরে যাবেন, কিন্তু যে ট্রাম্পইজম বা শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের বিষবৃক্ষ তিনি আমেরিকার রাজনীতিতে রোপণ করে গেলেন, তার মহিরুহ হয়ে ওঠা থেকে মার্কিন তথা পশ্চিমা গণতন্ত্র কতটা রক্ষা পাবে তা বলা মুশকিল।

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

জিনুয়ারী	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ফজর	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৫
সূর্যোদয়	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৭	৭.১৭	৭.১৭	৭.১৬	৭.১৬
জোহর	১২.০৪	১২.০৪	১২.০৫	১২.০৫	১২.০৫	১২.০৬	১২.০৬
আসর	৩.০৯	৩.১০	৩.১১	৩.১২	৩.১৩	৩.১৪	৩.১৫
মাগরিব	৪.৫০	৪.৫১	৪.৫২	৪.৫৩	৪.৫৪	৪.৫৬	৪.৫৭
এশা	৬.১০	৬.১১	৬.১২	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৬

ট্রাম্পকে অবিলম্বে অভিশংসন করা দরকার



টম নিকোলস

ইউএস টুডে-এর একজন নিয়মিত প্রদায়ক হিসেবে গত কয়েক সপ্তাহ আগে ভেবে রেখেছিলাম প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত জো বাইডেনের ইলেকটোরাল কলেজ বিজয়ের বিষয়ে কিছু একটা লিখব। আমার পয়েন্ট হবে নির্বাচনের সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা এবং গণতন্ত্রের রাজনৈতিক গুরুত্ব। তখনই আমার শঙ্কা ছিল, নির্বাচনে হারের পর ট্রাম্প সমর্থকরা রাজধানীতে একটু-আধটু বিক্ষোভ করবেন এবং রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে 'সেডিশন ককাস' নামে যে উপদলটি আছে, তারা হয়তো একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে বক্তৃতার মঞ্চে উলটে দিতে চাইবে; কিছু অর্থহীন ও উদ্দেশ্যমূলক অভিযোগও হয়তো তুলে আনবে তারা। তবে এসব আশঙ্কার পাশাপাশি আমার প্রত্যাশা ছিল, অন্তর্ভুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স তার কর্তব্যকর্ম পালন করে যাবেন নতুন প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব নেওয়ার আগ পর্যন্ত।

দুর্ভাগ্যবশত, ওই নিবন্ধটি লেখার পরিবর্তে আমাকে লিখতে হচ্ছে : আমি দাবি জানাচ্ছি, অতিদ্রুত ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিযুক্তপূর্বক অভিশংসন করে স্বীয় পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। বুধবার (৬ জানুয়ারী) ক্যাপিটল ভবনে যে সহিংসতা ও নৈরাজ্য দেখা গেল, তার একটা আশু প্রতিকার প্রয়োজন। নির্দ্বিধায় বলা যায়, ওই দিনের বিশৃঙ্খলা ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশদ্রোহমূলক উসকানির প্রত্যক্ষ ফল। তাকে মেয়াদের আগেই অতি অবশ্য ওভাল অফিস থেকে সরাতে হবে, যেহেতু, অন্তত তিনি ক্ষমতা নেওয়ার সময় সংবিধানের প্রতি যে শপথ নিয়েছিলেন সেটি ভঙ্গ করেছেন বলে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আচার-আচরণ ও কথাবার্তা হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তাকে। ফলে একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমার সব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির প্রতি আকুল আবেদন, তারা যেন এই প্রজাতন্ত্রটিকে একজন বিহেড প্রেসিডেন্টের কবল থেকে রক্ষা করেন।

এই মুহূর্তে তিনটি পয়েন্ট রয়েছে, যে কারণগুলো দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অভিশংসন করা যায়। আমার এও মনে হয়, অভিশংসনটা অবিলম্বে করা উচিত। দ্রুত সিনেট ও কংগ্রেসকে আহ্বান করে ট্রাম্পকে সরানো দরকার। এ ক্ষেত্রে আইনবেত্তাদের আগে থেকেই মনে করিয়ে দিতে চাই, অভিশংসন প্রলম্বিত কোনো প্রক্রিয়া নয়; এটা দুই ফ্লোরেই অন্য যে কোনো ভোটের মতো একটি ভোট।

যে তিনটি কারণে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অভিশংসন করা দরকার তা হল : পপ্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি ট্রাম্পের মতো প্রেসিডেন্টদের অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্তের জন্য হুমকিস্বরূপ। ক্যাপিটল ভবনটি শুধু তার মতো একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষের কারণেই আক্রান্ত হয়েছে, যা আমেরিকান ইতিহাসে নজিরবিহীন। সহিংসতার কয়েক ঘণ্টা পেরোবার পর যে প্রেসিডেন্ট সন্ধ্যার পর 'প্রতিবাদকারী'দের বাড়ি যাওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন, তিনি শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীন নন, কান্ডজ্ঞান-হীনও বটে। যে মানুষ বাড়িতে আগুন লাগার পর তাতে পানি না ছিটিয়ে ঘি ঢালেন, তাকে আর কী বলব! কল্পনা করা যায়, একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট তার সমর্থকদের বলছেন, এই বিক্ষোভের কারণ সঠিক; কার্যতই নির্বাচনে তার জয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং বিক্ষোভকারীরা ক্যাপিটলে সহিংস প্রতিবাদ জানাতে এসে ঠিক কাজ করেছেন! এমন একজন মানুষকে আমি রাজনীতি করতে দিতে রাজি; কিন্তু তাকে আমি কোনোভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি সামরিক পরাশক্তির কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে দেখতে পারব না, জাতীয় নিরাপত্তার শিক্ষক হিসেবে তো প্রশ্নই আসে না।

দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক কূটকৌশল ও পরিকল্পনা ক্রমেই মানুষের সুস্থ মস্তিষ্কের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সহিংস পন্থায় রাজনৈতিক শৃঙ্খলার পতন ঘটানোর ব্যর্থ চেষ্টাতেই তিনি থেমে থাকবেন বলে বিশ্বাস হয় না। অন্তত তার কথাবার্তা শুনে মনে হয়নি, আমেরিকান ইতিহাসের এ নজিরবিহীন ঘটনাটি তার মনে কোনো রেখাপাত করেছে। বরং মনে হয়েছে, এই ন্যক্কারজনক ঘটনায়ও তিনি নিজ অবস্থান থেকে দমে যাননি; তার মনে কোনো উপলব্ধি আসেনি। যে ব্যক্তি ক্যাপিটলে এমন ঘটনা ঘটাতে পারে, ক্ষমতা দখলের শেষ চেষ্টা হিসেবে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি যে আরও কোনো বেপরোয়া চেষ্টা নেবেন না, তার গ্যারান্টি কে দেবে? আমার অবশ্য বেশি ভয়, তিনি যেসব দেশের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন, তাদের বিরুদ্ধে ২০ জানুয়ারী ক্ষমতা ছাড়ার আগেই যুদ্ধ ঘোষণার মতো কোনো কান্ড ঘটিয়ে বসেন কি না।

তৃতীয় এবং সবর্শেষ বিষয় হলো, সংবিধান তো নিছক একটা দলিল নয়। মানুষের মনে, বিশেষত আইনপ্রণেতাদের কাছে সংবিধানের একটা বাস্তব ও কার্যোপযোগী অর্থ থাকতে হবে। সব আমেরিকান নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের (হোক তা রিপাবলিকান পার্টি বা অন্য কিছু)



চূড়ান্ত বিশ্বস্ততা কিন্তু সংবিধানের প্রতি; আর চূড়ান্ত আনুগত্য আইনের শাসনের প্রতি। এখন একজন ক্ষমতাসীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট তার মন যা চাইবে তা-ই করে যদি পার পেয়ে যান, তাহলে কিন্তু সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ততা আর আইনের শাসনের প্রতি আনুগত্যের দিকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়। দুর্ভাগ্যবশত, একটি আইনসিদ্ধ নির্বাচনের প্রতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত ওইদিকেই গড়াচ্ছে। তবে আমি আশা করি, এ বিষয়টাকে অন্তত ওই শেষ পর্যন্ত যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। আইনপ্রণেতাদের চূড়ান্ত আনুগত্য প্রেসিডেন্টের প্রতি নয়, সংবিধানের প্রতি। আর এ অবস্থান থেকে আমার দাবি : ১০ জানুয়ারী পেরোনোর আগেই ট্রাম্পকে অভিশংসন করা হোক।

ইউএস টুডে থেকে সংক্ষেপিত ভাষান্তর : জায়েদ ইবনে আবুল ফজল

টম নিকোলাস: যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল ওয়ার কলেজের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক অধ্যাপক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration



Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

নীল পাহাড়ের খোঁজে



হাবিব রহমান

আমি পৃথিবীর যে সব দেশে ভ্রমই করতে যাই চেস্টা করি ওয়াকিং টুর নিয়ে সেসব শহরের অলি গলি ঘুরে দেখতে। স্থানীয় গাইডরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে খুঁটিনাটি জিনিষগুলি ঘুরে ঘুরে দেখায়। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে দেখেছি গাইডরা কোন ঐতিহাসিক স্থাপনায় কোথায় প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গুলির আঁচড়টি লেগেছে তারও সন্ধান জানে এবং টুরিস্টদের তা দেখায়। কিন্তু আমি হোম ওয়ার্ক করতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে যা জেনেছি তা দেশটি সম্পর্কে আমাকে খুব লোভনীয় করে তুলেনি। যেমন ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার পরিচয় দেখেছি হিংসুটে জাতি হিসাবে। আর তাও নাকি এক নম্বরে। আমার বিষয় ভ্রমণ তাই সে বিষয়ে বিস্তারিত লেখার কোন ইচ্ছে নেই। তবে একবার একটা লেখা পড়ে জেনেছিলাম আরো একটা বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার স্থান প্রথম কাতারে। তাহলো অনাচারে। বিবিসি'র ফোকাস ম্যাগজিন জানিয়েছিল তথ্যটি। যৌন কামনা, লোভ, গর্ব, ঈর্ষা, অতিভোজন, আলস্য, রাগ ইত্যাদি বিষয়ের উপর জরীপ করে এই তালিকাটি করা হয়েছিলো। যেমন আলস্যের তালিকার শীর্ষে ছিলো আইসল্যান্ড, লোভি দেশের শীর্ষে মেক্সিকো, যৌননকামনার শীর্ষে দক্ষিণ কোরিয়া আর আমি নিজে যে দেশটিতে বসবাস করি সেই যুক্তরাষ্ট্র এক নাম্বার তালিকায় ছিলো অতিভোজনে। অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য আমার কাছে ছিলো তা হলো পাপী দেশের তালিকার শীর্ষেও একবার দেশটির নাম উঠেছিলো। অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ছিলো ৪৬, যুক্তরাষ্ট্র ৩২, কানাডা ২৪ এবং সন্তান মাসুদুল করিম চৌধুরী ১৯৬২ সালে এখানে এসে স্থিতু হন বৈবাহিক সুত্রে। সে প্রসঙ্গ অন্য সময় বিস্তারিত লিখবো।



আজ আমার দর্শনীয় স্থানের তালিকায় ছিলো বন্টু মাউন্টেইন বা নীল পাহাড়। স্থানটি সিডনি শহর থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে। জায়গাটি সী লেভেল থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট উপরে অবস্থিত। আগেই জেনেছিলাম ১০ লক্ষ হেক্টরের এই বিশাল পাহাড়ী অঞ্চলে বেশ কিছু শহর, নদী ও প্রাচীন ইউক্যালিপ্টাস বন, জল প্রপাত, চুনা পাথরের খাড়া পাহাড়ের দেয়াল সৌন্দর্যের ঢালি সাজিয়ে বসে আছে।

ব্লু মাউন্টেইনের এই ট্যুর প্যাকেজটি নিউইয়র্ক থেকেই বুক করে গিয়েছিলাম। সাধারণত গাইডরা হোটেলের লবি থেকেই ট্যুরিস্টদের উঠিয়ে নেয়। তবে এই প্যাকেজের পিক আপ পয়েন্ট ছিলো আমার সিডনি হিলটন হোটেল থেকে অল্প দূরত্বে চায়না টাউনের ম্যাকডোনাল্ডের সামনে থেকে সকাল আট টায়। সময়ের আগেই পৌছে গেলাম ওখানে। ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক ৮ টায় ঝকঝকে একটি বাস এসে থামলো সামলে। গাইড নেমে তার লিস্ট মিলিয়ে আমাদের তুলে নিল।

সারা বিশ্বের জনাপঞ্চাশেক টুরিস্ট বাসের পেটে। তবে আমেরিকান এবং জার্মান টুরিস্টই বেশী। বাস ছুটে চল্লো রাজপথ ধরে। রাস্তা ক্রমসই উপর দিকে উঠতে থাকে। পাহাড়ী পথ হলেও মসৃন রাস্তায় মনে হচ্ছিলো গাড়ী যেন উড়ে চলেছে। দু পাশের পাহাড়ী সৌন্দর্য মুগ্ধতার আবেশ ছড়ালেও ভয়ের কাছে আনন্দ যেন হার মানছিলো। একটু পরেই শুরু হলো গাইডের লেকচার। ভয় কাটাতে গাইডের লেকচারে মনযোগী হলাম।

সিডনি থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে এই ব্লু মাউন্টেইন। আর এই ব্লু মাউন্টেনের ইকো পয়েন্টে গেলে দেখা যায় তিনটি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। যাদের উচ্চতা ছোট থেকে বড় ক্রমান্বয়ে ৯০৬, ৯১৮ ও ৯২২ মিটার। এরাই বলা হয় থ্রি সিস্টারস। এই তিন বোন বা থ্রি সিস্টারস নিয়ে অনেক মিথ বা গল্প প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি মিথ হচ্ছে কাতুম্বা গোষ্ঠীর তিন বোন মিহমি, উইমলাহ এবং গুননেডু, বাস করত জামিসন উপত্যকায়। তারা প্রেমে পড়ে আরেক গোষ্ঠীর তিন ভাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু উপজাতীয় আইনে তাদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহবন্ধন নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই তিন ভাই এই নিয়ম মানতে রাজি ছিল না, যেভাবেই হোক তিন বোনকে তারা বিয়ে করবে। অবশেষে তারা যুদ্ধ বাঁধাল দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। যুদ্ধের মধ্যে তিন বোনের সমূহ বিপদ দেখে কাতুম্বা গোষ্ঠীর এক জাদুকর মন্ত্র বলে তাদের জাদু করে তিন বোনকে তিনটি পাথর বানিয়ে রাখে- যে যুদ্ধ শেষ হলে আবার তাদের আগের রূপে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু জাদুকর নিজেই যুদ্ধে নিহত হয়। আগের রূপে ফিরিয়ে আনার মন্ত্র একমাত্র জাদুকর জানত। সেই থেকে এই তিন বোন তিনটি পাহাড় রূপে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে আছে প্রেম আর যুদ্ধের স্মারক হিসেবে।

এই ব্লু মাউন্টেনের গল্পটাই অন্য একটি বইয়ে অন্যভাবে পড়েছিলাম। তাহলো অনেক কাল আগে ব্লু মাউনটেইন্স-এ তিন বোন মিহমি, উইমলাহ এবং গুননেডু থাকতো। তাদের বাবা ছিলো একজন তান্ত্রিক চিকিৎসক। যে তাইয়াওয়াহ (Tyawah) নামে পরিচিত ছিলো। বুনিপ (Bunyip) নামে সেখানে একটি 'জিনিস' (ভূত-প্রেত জাতীয় কিছু) ছিলো। সে সংলগ্ন গভীর গর্তের ভেতর বাস করতো। সবাই তাকে ভয় পেতো। তাইয়াওয়াহ বাইরে যাওয়ার সময় তার তিন কন্যাকে নিরাপদে রেখে বিদায় নিতো। এরকমই একদিন বাবা কন্যাদের কাছে বিদায় নিয়ে বুনিপের গর্ত পার হয়ে গেলো। হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে কিছু একটা আছড়ে পড়লো নিচে। মিহমি ভয় পেয়ে গেলো। ভীতি থেকে সে নিজেও পাহাড় থেকে পাথর তুলে ছুড়ে মারতে থাকলো। এক পর্যায়ে সমস্ত পাহাড় ভেঙেচুড়ে পড়তে লাগলো বুনিয়াপের গর্তে। বুনিয়াপ ক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে এলো। তিন বোনকে দেখে ভীষণ ক্ষেপে গেলো সে। এবং তাদের শাস্তি দেয়ার জন্যে ছুটে গেলো।

দূর থেকে এই দৃশ্যটি দেখে ফেলে তিন বোনের বাবা তাইয়াওয়াহ। সে নিরূপায় হয়ে বুনিয়াপের অত্যাচার থেকে মেয়েদের রক্ষা করার জন্য তার হাতের জাদুর হাড্ডি দিয়ে তিন বোনকে পাহাড়ে পরিণত করে দিলো। ক্রুদ্ধ বুনিয়াপ এবার আক্রমণ করলো কন্যাদের বাবাকে। তাইয়াওয়াহ বুনিয়াপের হাত থেকে বাঁচার জন্য যাদু বলে পাখি হয়ে আকাশে উড়ে গেলো। সবাই নিরাপদ হলো। কিন্তু জাদুর হাড্ডি পড়ে গেলো তার হাত থেকে। এর মধ্যে বুনিয়াপ চলে গেলো। তাইয়াওয়াহ ফিরে এসে জাদুর হাড্ডি খোঁজা শুরু করলো। কিন্তু পেলো না।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের (Aborigional) মধ্যে কথিত আছে তাইয়াওয়াহ এখনো তার সেই জাদুর হাড়টি খুজে বেড়াচ্ছে। ওটা পেলেই তিন বোন আবার তাদের আগের রূপ ও সতেজ প্রাণ ফিরে পাবে। তারা অপেক্ষায় আছে।

বিদেশে প্রায় সব দর্শনীয় স্হানেই একটি গল্প বা মিথ থাকে। ট্যুর গাইডরা যুগ যুগ ধরে সে গল্প শুনিয়ে টুরিস্টদের আনন্দ যোগায়। রিলাক্সমুডে ছুটির আমেজে সে সব গল্প শুনতে খুব একটা খারাপ না লাগলেও বিশ্বাস করতে কস্ট হয়।

গল্প শুনতে শুনতে পৌছে গেলাম একটা স্পটে। গাইড জানালো জায়গাটার নাম মেরিস লুক আউট। এখানে আছে ক্যাফে রোঁস্তোরা, স্যুভেনির শপ ইত্যাদি। সামনে আদিগন্ত পাহাড়, খাদ দূরে বিস্তীর্ণ আকাশ। চারদিকে হাল্কা নীলের আভা। পাহাড়ের সবুজ গাছ গাছালির সাথে আকাশের নীল মিশে একটা অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ যা ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নয়। মনে হচ্ছিলো একটা নীল পর্দা দিয়ে যেন গোটা পরিবেশটাকে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

গাইড আমাদের নিয়ে গেলো খোলা আকাশের নীচের রেস্তোরায়। সবাই যে যার পছন্দমত খাবারের অর্ডার দিয়ে খেয়ে নিলাম। একটা স্যুভেনির শপে গিয়ে টুক করে কিনে নিলাম কিছু ভিউ কার্ড, চাবির রিং ইত্যাদি। তারপর আবার এসে বসলাম বাসে। একটু পরই বাস এসে থামলো ইকো পয়েন্ট লুক আউট বলে একটা জায়গায়। এখান থেকেই দেখা যাবে আমাদের কাঙ্খিত থ্রি সিস্টার্স বা তিন বোনকে। এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ।

আমরা দূর থেকেই তিন বোনকে দেখতে পেলাম। সময়ের অভাবে গেলাম শুধু এক বোন মিহমিকে দেখতে। বড় রাস্তা থেকে সিঁড়ি বেয়ে একটু নীচে নামতে হলো। একেবারে কাছে না গিয়ে দূর থেকে ছবি তুলে ফিরতে হলো গাইডের তাড়ায়।

আবার গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। সূর্যের আলো কমেই নিভে আসছিলো। চলতি পথেই গাইড আমাদের হাত দেখিয়ে পরিচয় করে দিলো কাতুম্বা ফলস, ওয়েন্ট ওয়ার্থ ফলস, বোটানিক্যাল গার্ডেনের সাথে। কাঁছে যাবার সময় ছিলোনা। বাস ছুটে চল্লো সিডনির দিকে। **লেখক: সাংবাদিক, সিইও বাংলা ট্যুর।**

সৌদি-তুরস্ক সম্পর্কের উত্থান-পতন

মুঃ ওয়াসিউল হক

কথিত আরব বসন্তের পর থেকে সৌদি আরব ও তুরস্কের মধ্যে টানাপড়েন চলছে, তবুও এর মাঝেও দু'দেশের মধ্যে দূরত্ব কমানোর নানা উদ্যোগ নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। একজন সৌদি নারী মানবাধিকারকর্মীকে গ্রেফতার নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত কঠোর এবং রূঢ় কথা বলেছিল কানাডা। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কানাডার অযাচিত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তুরস্ক। সৌদি আরব এটিকে সে দেশের 'একান্ত অভ্যন্তরীণ বিষয়ে' কানাডার নাক গলানোর কথা উল্লেখ করে এর কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কানাডার রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার এবং সে দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থগিত করে। সে সময় অনেকে সৌদি আরব ও তুরস্কের মধ্যে পুনরায় সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি কনস্যুলেটে হত্যা করা হয় প্রখ্যাত সাংবাদিক জামাল খাশোগিকে। এই হত্যাকান্ড দেশ দুটিকে আবারো দুই প্রান্তে নিয়ে যায়। ক্রাউন প্রিন্স সালমান খাশোগির পরিবারকে রাজপ্রাসাদে ডেকে নিয়ে এসে সমবেদনা জানান এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। তবে খবরে প্রকাশ, খাশোগির বাগদত্তা এ হত্যাকান্ডকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আরব বসন্তের আগে সৌদি আরব ও তুরস্ক সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। তখন দুই দেশ বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে একযোগে কাজ করত। মনে রাখতে হবে, তুরস্কের এরদোগান হচ্ছেন বাস্তববাদী নেতা। সম্প্রতি সৌদি আরব ও তুরস্কের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের কিছুটা পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভূমিকম্পে তুরস্কের কয়েকটি শহর লন্ডভন্ড হয়ে গেলে গত নভেম্বরের শুরুতে ত্রাণ পাঠিয়েছিল সৌদি আরব। ওই মাসের শেষদিকে সৌদি বাদশাহ সুলতান বিন আবদুল আজিজের সাথে টেলিফোনে কথা বলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান। উত্তেজনা প্রশমনের উপায় ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়ন নিয়ে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার দাবি করে দু'পক্ষ। এর পর আসে জি-২০ সম্মেলন। বিশ্বের বড় বড় অর্থনীতির ২০টি দেশের এ জোটের সম্মেলনের আয়োজক ছিল সৌদি আরব।

সম্মেলনের প্রাক্কালে বাদশাহ সালমান ফোন করেন এরদোগানকে। সম্মেলনের বিষয় ছাড়াও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তাদের আন্তরিক আলোচনা হয়েছে বলে জানা যায়। সালমান ও এরদোগানের আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশের বিরোধ নিরসনের ব্যাপারেও আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। এই ঘটনার একদিন পর সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজপরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ বলেছেন, আঙ্কারা ও রিয়াদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভালো ও আন্তরিক। আর এই ঘটনাগুলোকে দুই দেশের সম্পর্কের নতুন মাত্রার আভাস হিসেবে দেখা হচ্ছে। অর্থাৎ, অবশেষে তুরস্কের সাথে সৌদি আরবের দীর্ঘদিনের বৈরিতার অবসান ঘটতে যাচ্ছে। বস্তুত রাজতান্ত্রিক শাসন টিকিয়ে রাখার জন্যই সৌদিকে একরকম আপসের পথে যেতে হচ্ছে। গত কয়েক বছরে মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বে সৌদি প্রভাব অনেক কমেছে। এর শুরুটা হয়েছিল মিসরের প্রথম নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতে সর্বাত্মক সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে। সেখানে সৌদি রাজপরিবার স্বৈরাচারী সরকারের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল বলে অভিযোগ। সৌদি মন্দা ছাড়াও ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের নতুন নীতি দেশের ভেতরে ও আন্তর্জাতিক পরিম-লে সৌদি আরবকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন করেছে। যা হোক্ মুসলিম বিশ্বে সৌদি আরবের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সমালোচনা করে বলা হচ্ছে, সৌদি রাজপরিবার একের পর এক ভুলের পথে পা বাড়িয়েছে। সৌদি আরব 'জোর করে' অবরোধ চাপিয়ে দিয়েছে কাতারের ওপর। সৌদি আগ্রাসনে ইয়েমেন পরিণত হয়েছে চরম দারিদ্র্যপীড়িত দেশে। অবস্থান পাল্টে সিরিয়ায় আসাদ সরকারকে রক্ষা করার চেষ্টাও করেছে সৌদি আরব। লিবিয়ার যুদ্ধবাজ নেতা হাফতারকে সহায়তা করে সৌদি সরকার। সর্বশেষ অভিযোগ হচ্ছে, ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিকে তুচ্ছ মনে করে ইসরাইলের সাথে 'গোপন শলাপরামর্শ' শুরু করেছে সৌদি সরকার।



কয়েক বছর ধরেই পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেয়ার পরও কেন হঠাৎ সৌদি আরব ও তুরস্ক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে আগ্রহী হচ্ছে তা নিয়ে সবাই কৌতূহলী। সৌদি বাদশাহ অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় নেতার টেলিফোন আলাপচারিতা কূটনৈতিক অঙ্গনে চমক সৃষ্টি করেছে।। এর একটি কারণ হতে পারে, মধ্যপ্রাচ্যসহ সব মুসলিম দেশে তুরস্কের প্রভাব বৃদ্ধি। সৌদি আরব যেসব জায়গায় তুরস্কের সাথে বিরোধে লিপ্ত হয়েছে, কোনোটাতেই সফল হতে পারেনি। তুরস্ক কাতারকে কিভাবে টিকে থাকতে সহায়তা করেছে তা সবাই দেখেছে। লিবিয়ার যুদ্ধবাজ নেতাকে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষরে বাধ্য করেছে তুরস্ক। এ ছাড়া তুরস্ক আজারবাইজানকে জিতিয়েছে নাগরনো-কারাবাখের যুদ্ধে। যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে এসব দেখে হয়তো সৌদি আরব অনুধাবন করতে পেরেছে যে, তুরস্কের সাথে সুসম্পর্ক রাখাই মঙ্গলজনক। মুসলিম দেশগুলোর রাজনীতিতে তুরস্কের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখ করার মতো। কয়েকটি মুসলিম দেশে তুরস্কের সামরিক উপস্থিতি দেশটির কৌশলগত অবস্থান আরো শক্তিশালী করে তুলেছে। এর ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো তুরস্কের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি এবং হয়তো পারবেও না। কারণ তুরস্কে ৩৫ লাখ উদ্বাস্তু রয়েছে। তুরস্ক হুমকি দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আঙ্কারার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলে ৩৫ লাখ উদ্বাস্তুকে ইউরোপের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।

মূলত তুরস্কের কূটনীতিকদের কাছে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে সৌদি আরব। সৌদি রাজপরিবারের জন্য সর্বশেষ আঘাত এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে। পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত সাংবাদিক খাশোগি হত্যার 'বদলা নেয়া'র অঙ্গীকার করেছেন। তিনি ইয়েমেনে আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন।

মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের সময়ও তুরস্ক ও সৌদি আরবের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক ছিল। বাগদাদ চুক্তি, স্নায়ুযুদ্ধ, ইরান-ইরাক যুদ্ধসহ বিভিন্ন ইস্যুতে উভয়ে একই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। এ সময় বিভিন্ন ইস্যুতে দ্বিমত থাকলেও কখনো তা বৈরিতায় রূপ নেয়নি। বরং দু'দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক ক্রমেই বেড়েছে। কিন্তু সব কিছু পাল্টে দেয় কথিত আরব বসন্ত। এ বসন্তটিও পশ্চিমাদের পরিকল্পনা মাফিক এসেছে। তিউনিসিয়ার এক নিরীহ গোবেচারা যুবকের গায়ে আগুন দিয়ে পরিকল্পনা মাফিক সারা আরব বিশ্বে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে দিয়ে মুসলিম বিশ্বকে আসলে তছনছ করে ফেলা হয়েছে। অবশ্য আরব বিশ্বের কোনো কোনো দেশে বছরের পর বছর একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র কায়েম ছিল। এ দিকে অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়ে হয়তো বা রাজতন্ত্র আর টিকবে না। এটা ঠেকাতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে আমেরিকার তল্পিবাহকরা। অপর পক্ষে আঙ্কারার সাথে মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুডের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত উষ্ণ যে কারণে ২০১৪ সালে জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদে তুরস্কের মনোনয়নে প্রকাশ্য বিরোধিতা করে সৌদি আরব। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে শুরু থেকেই দুই দেশ একই লক্ষ্যে মাঠে নামলেও কিছুদিন পর সৃষ্টি হয় বিভক্তি। ক্ষমতাসীন বাশার আল-আসাদকে হটানোর মিশনে তুরস্ক ও সৌদি আরব কাজ করতে থাকে এবং উভয় রাষ্ট্র সমর্থন দেয় বিরোধীদের। এরপর বিরোধীদের মধ্যে, তুরস্ক উদারপন্থীদের ও সৌদি আরব রক্ষণশীলদের সমর্থন দেয়। এ নিয়ে দূরত্ব সৃষ্টি হয় আঙ্কারা ও রিয়াদের। আর ২০১৭ সালে কাতার ইসুতে দুই রাষ্ট্রকে সরাসরি পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় (বাকী অংশ ৮ পাতায়)

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

Emirates السعودية SAUDIA QATAR AIRWAYS القطرية TURKISH AIRLINES

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

চতুর্থবারের মতো হাউজ স্পিকার হলেন পেলোসি

(৩ পাতার পর)

থাকতে চান। এবার ন্যান্সির জয় সহজ ছিল না। ডেমোক্র্যাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার পরও তিনি স্পিকার পদ জিতেছেন মাত্র সাত ভোটে (২১৬-২০৯)। দলের ভেতরেই বিরোধিতা ছিল।

অনেক তরুণ সদস্য স্পিকার পদের দাবিদার ছিলেন। করোনার কারণে অনেকে আসেননি। তবে সেসব বাধা অতিক্রম করে পেলোসি আবার স্পিকার নির্বাচিত হলেন। আমেরিকান ইতিহাসে একমাত্র নারী হিসাবে গত ১৭ বছর ধরে হাউস ডেমোক্রেট দলের স্পিকারের দায়িত্বে রয়েছেন ন্যান্সি।

সোমবারের অধিবেশনের শুরুতে সিনেটের ৩২ সদস্যসহ শপথ পাঠ করান ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স। উচ্চকক্ষ সিনেটে বর্তমানে রিপাবলিকান দল ৫০টি আসন ও ডেমোক্রেট দল ৪৮টি আসন ধরে রেখেছে। মঙ্গলবার জর্জিয়ায় সিনেটের বাকি দুটি আসনে ভোট হবে। ওই দুই আসনের ফলাফলই নির্ধারণ করবে বর্তমানে রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রণাধীন সিনেটে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে।

ডেমোক্রেট দল ওই দুই আসনে জয় লাভ করলে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী ২০ জানুয়ারী অভিষেকের পর টাই-ব্রেকিং ভোট দেবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামলা হ্যারিস।

সৌদি-তুরস্ক সম্পর্কের উত্থান-পতন

(৬ পাতার পর)

করিয়ে দেয়। ব্রাদারহুডের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং আলজাজিরা চ্যানেল বন্ধ করাসহ বেশ কিছু দাবি নিয়ে কাতারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সৌদি আরব ও তার কয়েকটি মিত্র দেশ। কিন্তু ছোট কাতারের পাশে দাঁড়ায় তুরস্ক। তুরস্কের সহযোগিতায় অবরোধ সত্ত্বেও টিকে যায় কাতার। এরপর লিবিয়ার গৃহযুদ্ধে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় সৌদি আরব ও তুরস্ক।

এ কথাগুলো মাথায় রাখলে তুরস্কের সাথে সম্পর্ক উষ্ণ করতে আগ্রহের কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রিয়াদের গুরুত্ব কমে গেলে তুরস্ক ও অন্য দেশগুলোর সাথে সৌদি আরবের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দিকে দেশটি মনোযোগী হতে পারে। সৌদি-তুরস্ক বাণিজ্যিক সম্পর্কে আগে থেকেই ভালো। তবে মাঝখানে সৌদি অরব তুরস্কের পণ্য বয়কটের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অবশ্য সব কিছু ভুলে গিয়ে রাজনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা হলে লাভ হবে উভয় দেশেরই। এ দেশ দুটির সম্পর্ক আবারো উষ্ণ হলে সেটি নিঃসন্দেহে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন কোনো গতি সঞ্চার করতে পারে।

সবার জানা থাকা দরকার ব্রিটেনের এক ব্যক্তির গৃহপরিচারিকার অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফসল 'লরেন্স'। সে অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির এবং দক্ষ প্রতারক ছিল। তার কাজ ছিল, শুভাকাঙ্ক্ষীর বেশে মানুষকে ধোঁকা দেয়া। 'লরেন্স' ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তার মিশন ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিনিধির ছদ্মবেশে ইরাক, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে সক্রিয় থেকে আরব ও তুর্কিদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে তুর্কি খেলাফতকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলা। ব্রিটিশ সরকারের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির ওপর নির্ভর করে এ গুপ্তচর, তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে একদল আরবকে ক্ষেপিয়ে তুলতে সফল হন। লরেন্সের চেষ্টায় হিজাজের শাসক ও ব্রিটেনের অনুচর শরিফ হুসাইনের ছেলে আবদুল্লাহর জন্য গঠন করা হয় জর্দান নামক এক রাষ্ট্র। শরিফের আরেক ছেলে ফয়সলকে করা হলো সিরিয়ার রাজা। ফয়সল মাত্র চার মাস সিরিয়ায় টিকে ছিলেন। সেখান থেকে বিতাড়নের পর তাকে ইরাকের রাজার পদে বসানো হয় এবং তাকে দিয়ে ইরাকের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়া সম্প্রদায়ের ওপর দমন অভিযান চালানো হয় যাতে তারা এ দেশটি পরিচালনার দায়িত্বে না থাকতে পারে। ব্রিটেনের কূটকৌশলে তখন থেকে শিয়া-সুন্নি বিরোধ চলে আসছে। এর পর হিজাজের শাসক শরিফ হুসাইনকে হিজাজ থেকে বিতাড়িত করে আবদুল আজিজ আল সৌদকে হিজাজের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং হিজাজের নতুন নামকরণ করা হয়। এখনো বর্তমান রয়েছে এই নামটি। এ জন্য নাকি আবদুল আজিজ আল সৌদকে শর্ত দেয়া হয়েছিল– ফিলিস্তিনে ইউরোপ থেকে ইহুদিদের নিয়ে এসে 'ই-সরাইল' নামক একটি রাষ্ট্র গঠনে কোনো বাধা দিতে পারবে না।

লরেন্স নানা কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের কথা 'সেভেন পিলার্স অব উইজডম' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। লরেন্স অটোম্যান সাম্রাজ্যে আরব জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে ব্রিটেন অমেরিকার পরিকল্পনা অনুযায়ী তুর্কি সালতানাতকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। আবার কামাল পাশা আধুনিকতার নামে অটোম্যান সাম্রাজ্যের জানাজা পড়িয়ে দেন। আধুনিকতার নামে তুরস্কের মসজিদগুলোর কোনোটি বন্ধ করে দেয়া হয়, কোনোটিকে ঘোড়ার আস্তাবল বানানো হয়। আজান আরবির পরিবর্তে তুর্কি ভাষায় দিতে বাধ্য করা হয়। দাড়ি-টুপি নিষিদ্ধ করা হলো। প্রকাশ্যে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করা হয়। বলতে গেলে ইসলামী কালচার প্রায় পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট
New Price
বিশাল মূল্যহ্রাস
রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, কোয়েল, চাকার, টার্কি মুরগী ও রাজা মোরগ, বাদি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম
প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb
বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল
লাইভ তেলাপিয়া $3.49lb
লাইভ বাফেলো $3.49lb
আমেরিকান ইলিশ $1.99lb
দেশী রুই $1.79lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ) $2.49lb
Porgy $1.49lb
লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ
স্পেশাল
রেশমী বাসমতি রাইস $17.99
আমিন বাসমতি রাইস $17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস $9.99
ডোনার বাসমতি রাইস $18.99
বাহার বাসমতি রাইস $13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস $12.99
কচুর লতি (৩ প্যাক) $4.99
৩ প্যাক কেনকি মাছ $4.99
১ ডজন ডিম .99¢
আয়োডাইজ সল্ট (২টি) .99¢
ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার
EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011



আনন্দ বেদনা-উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় যেভাবে বিদায় নিল ২০২০

সামছুদ্দীন আজাদ

যথারীতি ২০১৯ এর বিদায় হল, ২০২০ সালের পথ চলা শুরু হল। যখন একটি বর্ষের বিদায় হল আরেকটি বর্ষের শুরু হয়, তখন মানুষ হিসাবের খাতা মেলাতে শুরু করে। বিগত বছরে তার প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির, আর সেই হিসাবের ফলাফল দিয়েই নতুন বছরের পথ চলার ছক তৈরী করেন। যদি বিগত বছরে তার ব্যার্থতা আর অপ্রাপ্তির ফলাফল ভারী হয় সে আপ্রান চেষ্টা করে আগামী বছর সেটা পুষিয়ে নিয়ে একটা সুন্দর স্বর্ণালী ভবিষ্যৎ পথচলা নিশ্চিত করার নির্বিঘ্ন করার। একইভাবে ২০২০ সাল ছিল সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটা স্বপ্ন দেখার বছর। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্র, সমাজ-সভ্যতা ঠিক একইভাবে একই নিয়মে চলছিল। কিন্তু মার্চ-২০২০ থেকে গোটা বিশ্ব যেন থমকে গেল। অজানা-অচেনা এক মরণব্যাধি করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) এর প্রাণঘাতি সংক্রমণে। বিগত এক শতাব্দীর মধ্যেই এটিই প্রথম কোন সংক্রামক ব্যাধি যা বিশ্বের প্রায় সব কয়টি দেশে একযোগে ছড়িয়ে পড়েছে। এরিমধ্যে আমরা দেখেছি মাধ্যে মধ্যে কিছু মারাত্মক মরণঘাতি ভাইরাস ভিন্ন নামে, ভিন্ন চরিত্রে বিশ্বের অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে আমরা দেখেছি বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশে ইবোলা, চিকনগুনিয়া, সার্স কোভ-২-২০১৪ সাল থেকে সংক্রমণ শুরু করে। ইতালী, মালী, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, স্পেন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তখন অর্থাৎ ২০১৪ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বিশেষ করে- ইবোলা ভাইরাস এসব দেশগুলোতে সংক্রমিত হয়েছিল এবং ২৮,৬০০ মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল এবং ১১,৩২৫ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়াও ছোট খাট অনেক সংক্রমণ বিশ্বের কোন কোন এলাকায় আঘাত হেনেছিল আবাপর তা এক সময়ে বিলীন হয়ে গেছে।

বর্তমান বিশ্বে করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) শুরু হয়েছিল ২০২০ সালের মার্চ থেকে এবং বলা হয়েছিল চীনের উহান প্রদেশের সর্ব বৃহৎ মাছ ও পশু-পাখির বাজার থেকে বাদুর থেকে এর সংক্রমণ শুরু হয়েছিল। প্রথমে চীনেই এর সংক্রমণ শুরু হয়ে সেখানেই প্রায় পাঁচ হাজারের বেশী মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এবং চীন এটির নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হলেও পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, তবে চীন থেকে আজ সারা বিশ্বে এটি ছড়িয়ে পড়েছে এ যাবৎকাল ২০২১ সালের শুরু পর্যন্ত প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে এবং কোটি কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এটি এমন একটি মারাত্মক ব্যাধি যার কোন নির্দিষ্ট ঔষধ আবিস্কার করা সম্ভব হয়নি তবে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর প্রায় ৯ মাস পর আমেরিকান ঔষধ কোম্পানী ফাইজার বৃটিশ কোম্পানী বায়োটেক ভ্যাক্সিন আবিস্কার করে মানুষের মধ্যে কিছুটা আশার আলো জাগিয়েছে। এটি এখনও সাধারণের মধ্যে প্রয়োগ শুরু হয়নি কেবলমাত্র ডাক্তার, নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মী এবং যারা বয়স্ক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন তাদের দেয়া হচ্ছে বলে জানানো হচ্ছে সর্বসাধারণকে। খবরে শুনেছি ইসরায়েল, বাহরাইনে এই ভ্যাক্সিন সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রয়োগ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতও তাদের তৈরী ভ্যাক্সিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিজ দেশে প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে।

এবার আলোচনা করতে চাই- দীর্ঘ নয়টি মাস কেমন চলছিল সারা বিশ্বের মানুষের জনজীবন। কোন কিছু থেমে থাকেনি এই মহান সংক্রমণ ব্যাধির সাথে যুদ্ধ করে মানুষ তার বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই যুদ্ধে যারা পরাজিত হয়েছেন তারা অনন্তকালের জন্য পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছেন, আর যারা বেঁচে আছে সৃষ্টিকর্তা যাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন তারা সংগ্রাম করেই টিকে থাকবেন। সংক্রমণের শুরুতেই যখন এর ব্যাপকতা শুরু হয় অনেকটা অপ্রতিরোধ্য ছিল-সমস্ত বিশ্ব যেন থমকে গেল-ব্যাবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রফতানি, আন্তর্জাতিক, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের সরকার ঘোষণা দেয় লকডাউনের। তার মানে মানুষ ঘর থেকেও বের হওয়া নিষেধ। এমনকি যখন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল-বলতে গেলে গোটা বিশ্ব স্থবির হয়ে পড়েছিল। জীবন চাকা অচল হয়ে পড়েছিল। বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অবস্থা সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এবং সমৃদ্ধশালী প্রযুক্তি নির্ভর একটি দেশ, এদেশে বিশ্বের প্রায় সবদেশের মানুষের বসবাস রয়েছে-জীবন জীবিকার তাগিদে। কেমন ছিল এই দেশের অবস্থা বা বর্তমানেই কেমন আছে- সে বিষয় নিয়েই লিখতে চাই। বছরের শুরুতেই যখন লকডাউন শুরু হলো-এখানে সাথে সাথে করোনার দাপটে যেন বেড়েই চলছিল ভয়ে এতটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ছিলাম সেটা বর্ণনা করা যাবে না, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে এমনভাবে তটস্থ থাকতাম রাস্তায় শুধু শুনা যেত অ্যাম্বুলেন্স এর ভয়াবহ শব্দ। যা শুনলে বুকের ভিতর কম্পন ধরে যেত। হটাৎ কেউ ফোন করলে ভীষণ ভয়ে থাকতাম না জানি কোন মৃত্যু সংবাদ দেয়। হসপিটালগুলো ছিল এক মৃত্যুপুরী, নিউইয়র্কের কোন হসপিটালে রোগীর ধারণ ক্ষমতা ছিল না। (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই
এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে
FARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
FARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।
❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা বাংলায় কথা বলি
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকার অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে বাংলার ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীদের দেশী সাংবাদিকদের এখানে বসবেন করছি। এই ক্ষেত্রগুলির বিশেষজ্ঞ শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী লিভিংস্টন ম'সুলে আইনের উপর পড়াশোনার করেছেন। তিনি ব্যাচিলর অব আর্ট থেকে ইমিগ্রেশন আ' এবং বিজনেস আ'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি লিভিংস্টন স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন আ' ইন্সার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই।

ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আর এক মিনিটের জন্যও ট্রাম্পকে রাখা যায় না



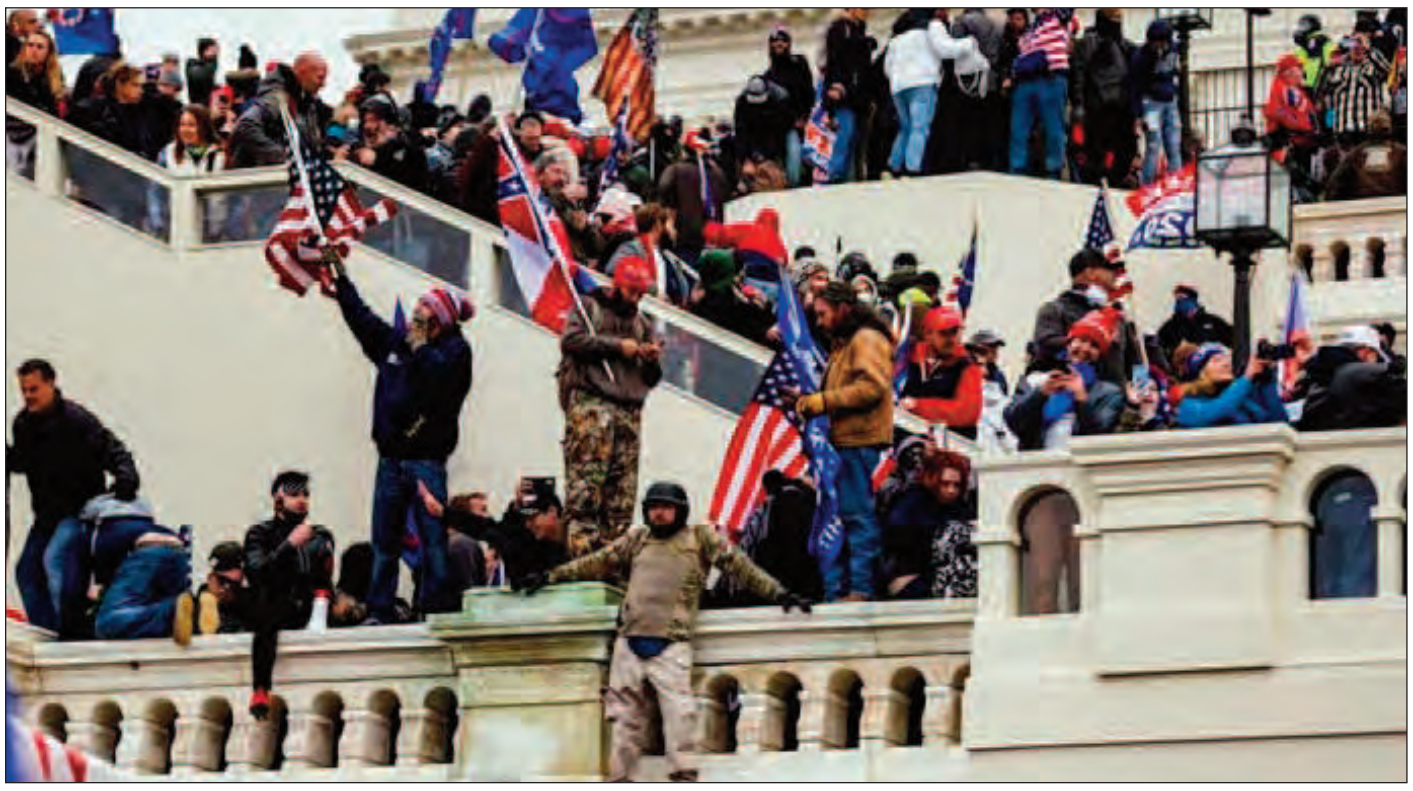
ব্রেট স্টিফেনস

কীভাবে শুরু হয়েছিল এবং ঠিক যেভাবে শেষ হওয়ার কথা ছিল, সেভাবেই যে শেষ হয়েছে- এটা বোঝা কঠিন কিছু নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার সেই ব্যাকুল ভস্মপ্রার্থী, যিনি আমাদের বহু যত্নের সাংবিধানিক গালিচার সুতায় দিয়াশলাই ঠুকে দিয়েছেন। জো বাইডেনের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সিলমোহর মারার পর প্রতিনিধি সভা এবং সিনেটের দায়িত্ব হচ্ছে ট্রাম্পকে অবিলম্বে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অভিশংসিত এবং কোনো রাষ্ট্রীয় পদের জন্য আজীবন নিষিদ্ধ করা।

যত স্বল্প সময়ের জন্যই হোক, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তার বাকি মেয়াদ পূর্ণ করতে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঝুঁকিতে ফেলা; গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সুনাম ক্ষুন্ন হতে দেওয়া। তার মেয়াদ পূর্ণ করতে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, এই ধ্রুব সত্য এড়িয়ে যাওয়া- কংগ্রেস ভবনে হামলার মতো সহিংস রাষ্ট্রদ্রোহ ঘটেছে আসলে একজন উচ্ছৃঙ্খল, অনৈতিক ও ভীতিকর প্রেসিডেন্টের সহায়তা ও উৎসাহে।

২০১৫ সালে যে মুহূর্তে ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন, তখনই এটা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল যে, সুযোগ পেলে তিনি আমেরিকাকে কোথায় নামিয়ে নিতে পারেন। তিনি ছিলেন নিকৃষ্ট আত্মপ্রেমী, ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতারক প্রকৃতির, সম্পর্কের ক্ষেত্রে আধিপত্যবাদী এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে দানবীয়। তার কোনো আদর্শ ছিল না; ছিল অযৌক্তিক অবস্থান। তার কোনো জোট ছিল না; ছিল জনতার ভিড়। তার কোনো চরিত্র ছিল না; ছিল লজ্জাহীন আত্মবিশ্বাস। তিনি চাইতেন তার অনুসারীরাও তেমনই লজ্জাহীন হোক।

এ সবকিছুই ছিল অনিবার্যভাবে সবার জানা, কিন্তু তাকে থামানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। ২০১৫ সালে আমেরিকায় অনেক সংকট ছিল। তার অনেক সংকটই দীর্ঘদিন ধরে অগ্রাহ্য করে আসা হয়েছে; জনতুষ্টিমূলক রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু ওই বছরের বৃহত্তম সংকট ছিল- প্রধান একটি রাজনৈতিক দল দখল করে নিয়েছিলেন একজন ঠগ। পরবর্তী বছরগুলোতে সেই সংকট ক্রমেই বড় হয়ে উঠেছে এবং একটি ঐতিহ্যবাহী দল ক্রমেই অজুহাত দেখিয়ে, এড়িয়ে গিয়ে, ক্ষমা করে দিয়ে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঠগবাজিতে সমর্থন দিয়ে এবং উদযাপন করে গেছে।



আমাদের সুবিধাবাদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওয়ের কথাই ভাবা যাক। ২০১৬ সালের মার্চে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, ট্রাম্প হবেন একজন কর্তৃত্বপরায়ণ প্রেসিডেন্ট, যিনি আমাদের সংবিধান অগ্রাহ্য করবেন। আবার তিনিই গত নভেম্বরে জো বাইডেন নির্বাচনে জেতার পরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আগামীতে ট্রাম্প প্রশাসনের মসৃণ দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু হতে যাচ্ছে।

রিপাবলিকান পার্টিও এখন যেন সংশোধনের সুযোগের শেষ প্রান্ত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এই কথা আমি বলছি, ২০১৬ সালের আগে পর্যন্ত বিনা বাক্য ব্যয়ে রিপাবলিকানদের ভোট দিয়ে এসেছি। সেই আমি যে গত সপ্তাহের আগে পর্যন্ত প্রত্যাশা করেছি, রিপাবলিকান পার্টি সিনেট অধিবেশনকে শেষ সুযোগ হিসেবে নেবে এবং জো বাইডেনের বিজয়কে শর্তহীনভাবে স্বাগত জানাবে। আমি বলছি না যে, দলটিতে মিট রমনি, ডেনভার রিগলম্যান, ল্যারি হোগানের মতো সাহসী রিপাবালিকানরা নেই। তারা গত পাঁচ বছর ধরেই তাদের নীতি ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু তারা সংখ্যায় সামান্য কয়েকজন। দলটির অধিকাংশ নেতা এবং তাদের সমর্থক ডানপন্থি মিডিয়ার চিয়ার লিডাররা যে রাজনৈতিক আবহ তৈরির চেষ্টা নিরন্তর করে গেছেন, তার ফলাফল হচ্ছে বুধবার ইউএস কংগ্রেস ভবনে ন্যক্কারজনক হামলা।

বিশেষভাবে বলতে হবে রিপাবলিকানদের আইনি ফেরিওয়ালাদের কথা। যেমন রুডি গুলিয়ান থেকে মার্ক লেভিন। তারা নির্বাচনে জালিয়াতি নিয়ে দৃশ্যমানভাবেই ভিত্তিহীন অভিযোগ ক্রমাগত আওড়ে গেছেন। এদের নীতি ও নৈতিকতা বলে কিছু নেই। আরেকটু ভদ্রস্থ রিপাবলিকানরাও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উস্কে গেছেন ও আইনি উপায় খোঁজ্ছ নিয়ে। অথচ তারা জানতেন, এতে কোনো ফল আসবে না।

ট্রাম্পের এই বাজনদারদের কেউ কেউ এখন বুধবারের সহিংসতা থেকে নিজেদের দূরত্ব দেখাতে সতর্ক শব্দবন্ধ সহযোগে টুইট করছেন। কিন্তু এরা, এমনকি ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স, গত কয়েক বছরে কংগ্রেসের যে ক্ষতি করেছেন, তা হামলাকারী জনতার চেয়েও গুরুতর। হামলাকারী জনতা যেসব দরজা-জানালা ভেঙেছে, তা মেরামত করা যাবে। কিন্তু এরা দল ও গণতন্ত্রের যে ক্ষতি করেছে, তা মেরামত করা যাবে না। তবে সবচেয়ে বেশি দায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজে। খন্ডিত দায় নয়; সম্পূর্ণ। তার দায় অস্বীকারের সুযোগ নেই; মার্জনা পাওয়ারও সুযোগ থাকা উচিত নয়।

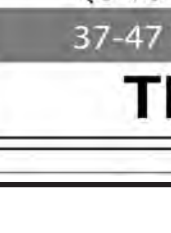
কিন্তু কথা হচ্ছে, গত পাঁচ বছর ধরে রিপাবলিকানরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের অস্বাভাবিক ব্যবহারকে স্বাভাবিক হিসেবে ব্যাখ্যা করে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবনতি ঘটানোর সুযোগ দিয়েছে। পাঁচ বছর ধরে তারা তাকে সুযোগ দিয়েছেন গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার। চার বছর ধরে তারা তাকে অনিবার্য ও অদ্বিতীয় নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। একবারও বলেননি যে, তিনি দায়িত্ব পালনে অযোগ্য। গত পাঁচ বছর ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেসব সভা-সমাবেশ করেছেন, রিপাবলিকানরা সেগুলোকে গণতন্ত্রের উৎসব হিসেবে মেনে নিয়েছেন। একবারও ভাবেননি, সেগুলো ছিল আসলে নৈরাজ্যের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র। গত চার বছর ধরে রিপাবলিকানরা ভেবেছিলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শর্তহীন সমর্থনে কোনো খরচ নেই। কিন্তু বুধবার তাদের ছেড়ে দেওয়া মুরগি ঘরে এসে ঢুকেছে। এই প্রবচন ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইতে আমার দ্বিধা নেই। কিন্তু এটা বাস্তব। যে কোনো সভ্য সমাজ টিকে থাকে তার বেদনাহত হওয়ার ক্ষমতার মাধ্যমে। সমাজের মূল্যবোধবিরোধী কোনো ঘটনায় ক্ষুব্ধ হওয়ার ক্ষমতার মাধ্যমে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুরো মেয়াদে এ ধারণা যেন মাথা কুটে মরেছে। বর্তমান পরিস্থিতির একটি চিকিৎসাপত্রই বাকি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এই মুহূর্তে অভিশংসন করা এবং তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া। তাকে আজীবনের জন্য রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে নিষিদ্ধ করা। আমেরিকানদের জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, ট্রাম্প যুগে কিছু বিষয় একদম মেনে নেওয়া হতো না। তার প্রথমটি হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে।

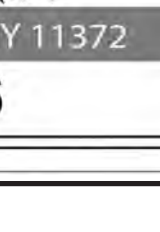
(ইংরেজি থেকে ভাষান্তর)

নিউইয়র্ক টাইমসের কলামিস্ট;

পুলিৎজার বিজয়ী সংবাদ ভাষ্যকার

MITU DISABILITY CENTER





ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তি দিবস

মো. শাহাদাৎ হোসেন এফসিএ

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান বিভিন্নভাবে শোষণ করেছে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশকে। গড়ে তুলেছিল পাহাড় সমান বৈষম্য। পূর্ব পাকিস্তানের পণ্য রপ্তানি করে সে রপ্তানি আয় থেকে আমদানি করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের ভোগ-বিলাসের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের এই শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন আর বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বঙ্গবন্ধু আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। সহ্য করেছেন জেল-জুলুম-অত্যাচার। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ২৩ বছরে বঙ্গবন্ধু বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং মুক্তি পেয়েছেন, কারাভোগ করেছেন চার হাজার ৬৮২ দিন অর্থাৎ প্রায় ১৩ বছরই কেটেছে দেশের বিভিন্ন জেলখানায় বা কারাগারে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালীদের এতটাই বঞ্চিত করেছিল যে ১৯৭০-এর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করেও পাকিস্তানী সামরিক শাসক বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। বাংলাদেশের মানুষকে এই বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু। ২৫ মার্চ কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং গণহত্যা শুরু করে। পাকিস্তানি বাহিনী মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধে বাংলার জনপদের জনবসতির যে ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন করেছে তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও কোনো দেশের শত্রুপক্ষ করেনি, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর এতটা পরিকল্পিত আঘাত আসেনি। পাকিস্তানি বাহিনী গ্রামের ঘরবাড়ি, স্কুলঘর, বিশেষ করে হাট-বাজারগুলো জ্বালিয়ে দেয়। লাখ লাখ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। নারী নির্যাতন করে চরম আকারে। বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে, পুড়িয়ে দেয় খাদ্যগুদাম, ভেঙে ফেলে কৃষিব্যবস্থা, পুড়িয়ে ফেলে ব্যাংকের টাকা। শুধু গ্রামাঞ্চলেই ৪৩ লাখ বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল বিশ্বব্যাংকের জরিপ প্রতিবেদনে। চট্টগ্রাম বন্দরটি সম্পূর্ণভাবে শুধু ধ্বংসই করেনি, বন্দর থেকে বহু দূর পর্যন্ত সমুদ্রপথে মাইন পেতে রেখেছিল, যাতে খাদ্যশস্য



নিয়ে জাহাজ এসে নোঙর করতে না পারে। স্থলপথে রেল যোগাযোগ প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। সড়ক যোগাযোগ ধ্বংস করা হয়েছিল সেতুগুলো উড়িয়ে দিয়ে। সব মিলিয়ে এক হিসাবে দেখা যায়, যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সম্পদ ধ্বংস হয়েছে এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালে তার যে অর্থনৈতিক প্রভাব–সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৩.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা তৎকালীন সময়ের বিনিময় হার অনুযায়ী ১১ হাজার ২৩৮.৩৬ কোটি টাকা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই ধ্বংসাত্মক কর্মযজ্ঞ চালালেও দেশের মুক্তিযোদ্ধা এবং মিত্রবাহিনীর কাছে টিকতে না পেরে একই বছর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযুদ্ধে দেশ বিজয় লাভ করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস বা যুদ্ধে ক্ষতির তথ্য প্রায় সবারই জানা–এটি উল্লেখ করাই এ লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। প্রাসঙ্গিকতার কারণে স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলেও এই লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো, দেশ শত্রুমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও জাতির মহান নেতা রাষ্ট্রপ্রধান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনো কারামুক্ত হননি, শত্রুরাষ্ট্র পাকিস্তানের হাতে বন্দি। তাঁকে ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা শুধু অপূর্ণ নয়, অসুরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ণ। দেশবাসী তখনো জানে না তিনি কেমন আছেন, কী অবস্থায় আছেন। নানা রকম গুঞ্জনে তখন আকাশ-বাতাস ভারী। ২২ ডিসেম্বর প্রথম বাংলাদেশ সরকার কলকাতা থেকে স্বাধীন দেশে ফিরে আসে। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রথমেই বলেন, 'বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।' তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করে, 'স্বাধীন বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ব্যতীত স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ। তাঁহাকে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত হইতে মুক্ত না করা পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।' অবশেষে পাকিস্তানী শাসকের বিভিন্ন নাটকীয় ভাষাভঙ্গি, কার্যকলাপ শেষে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৮ জানুয়ারী ১৯৭২ পাকিস্তানী বন্দিশালা থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তানের জাতীয় এয়ারলাইনস পিআইএর একটি বিশেষ বিমানে লন্ডনে পৌঁছান। লন্ডনে বঙ্গবন্ধু ব্যস্ত ও চমৎকার সময় অতিবাহিত করে নয়াদিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, রূপকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মাটিতে ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসাকে উদযাপন করতে সেদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে আলোচ্য দিকটি হচ্ছে বারবার, এমনকি একই দিনে একাধিকবার কারাবরণ করে দুর্বিষহ জীবন অতিবাহিত করা। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা' বই দুটি থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়, বঙ্গবন্ধুর কারাগার জীবনের করুণ কাহিনি। কিন্তু কেন বঙ্গবন্ধুকে বারবার কারাগারে যেতে হয়েছে? তার একটিই উত্তর হচ্ছে, এ দেশের মানুষকে নিপীড়ন, নির্যাতন আর বঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত করা। দেশ মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে সেদিনটিও ঐতিহ-াসিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেদিন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হন। ৮ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর সেই দুর্বিষহ কারাজীবনের অবসান ঘটে বিধায় ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে পালন করার পাশাপাশি ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিবেচনায় নিয়ে ৮ জানুয়ারি কারামুক্ত দিবস হিসেবে স্মরণপূর্বক নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষদের মুক্তির লক্ষ্যে কারাগারে বঙ্গবন্ধুর যাপিত জীবনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন অত্যাবশ্যক।

লেখক: সাবেক সহসভাপতি, দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ

পৃথিবীর অসুখ আবার সেরে উঠবে



তাসমিমা হোসেন

করোনা নামের অসুখটি আসার পরে এই পৃথিবীর অনেক কিছু কত দ্রুত বদলে গেছে। গত ১০টা মাসে আমরা একটা বিস্ময়কর বিবর্তন-পরিবর্তন দেখলাম। প্রথম দিকে ভাবছিলাম–হায় খোদা! কী হচ্ছে! আমরা তো নিশ্চিত মরে যাব। কত ধরনের ভয় আমাদের মস্তিষ্কে চেপে বসল।

কিন্তু আজ, ১০ মাস পর, ২০২১-এর শুরুতে এসে দেখছি, সবকিছু থেকেই আমরা ক্রমশ বেরিয়ে আসতে পারছি। বাংলাদেশে সবকিছুতেই ভয়াবহ যেই অব্যবস্থাপনা–আমরা তো প্রথমে ভেবেছিলাম, দেশটি বুঝি ধ্বংসই হয়ে যাবে! পথে পথে লাশ পড়ে থাকবে! কিন্তু বাংলাদেশে বিশ্বের বড় বড় দেশের তুলনায় লোক কম মারা গেল। সৃষ্টিকর্তা আসলে আমাদের কী শেখাতে চেয়েছিলেন? আমি বেশ কিছু দিক নতুন করে অনুভব করলাম। যেমন–আমাদের অনুভূতিগুলি কমে গেল, আমরা একলা থাকতে শিখলাম, আমরা বুঝলাম যে বেঁচে থাকতে এত জিনিসের দরকার নেই। এমনকি আমরা যে কোনো সময় চলে যেতে পারি। আমরা মানুষকে ভালোবাসতে চাই, কিন্তু ভালোবাসার বাহ্যিক প্রকাশগুলো নিষিদ্ধ হয়ে গেল। যেমন–হ্যান্ডশেক, জড়িয়ে ধরা, মুখোমুখি কথা বলা। মানুষের বেশি কাছে যাওয়ার ওপর বিধিনিষেধ তৈরি হলো। আমরা নিজেদের বন্দি করে ফেলতে শিখে নিলাম। এগুলো করলাম বাঁচার স্বার্থে। কারণ আমরা বেঁচে থাকতে ভালোবাসি। সেই যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। আমরাও এই সুন্দর ভুবনে বেঁচে থাকতে চাই। যতই বয়স হোক, সাধারণত বেঁচে থাকার তৃষ্ণা কারো মধ্যেই মরে না কখনো। করোনাও আমাদের জীবনতৃষ্ণা বাড়িয়ে দিল। এর পাশাপাশি আমরা খরচ কমাতে শিখলাম। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেল, আমরা অল্প জিনিসে এবং অল্প কেনাকাটায় বেঁচে থাকতে শিখলাম। যেসব ধনী মানুষ কথায় কথায় সকাল-বিকাল বিদেশে ঘুরতে যেতেন, তারাও যে যেখানে ছিলেন সেখানে আটকে রইলেন। আমরা জানলাম যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। আগেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ছিল, কিন্তু করোনা এসে বুঝিয়ে গেল, স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাস করাটা আমাদের অস্তিত্বের জন্য কতটা অপরিহার্য। আগেও আমরা বায়ুদূষণের জন্য শ্বাসকষ্টের শিকার হতাম, কিন্তু মাস্ক পরতাম না। এখন দেখলাম, মাস্ক শুধু করোনার জন্য নয়, আরো অনেক রোগ থেকে বাঁচায়।



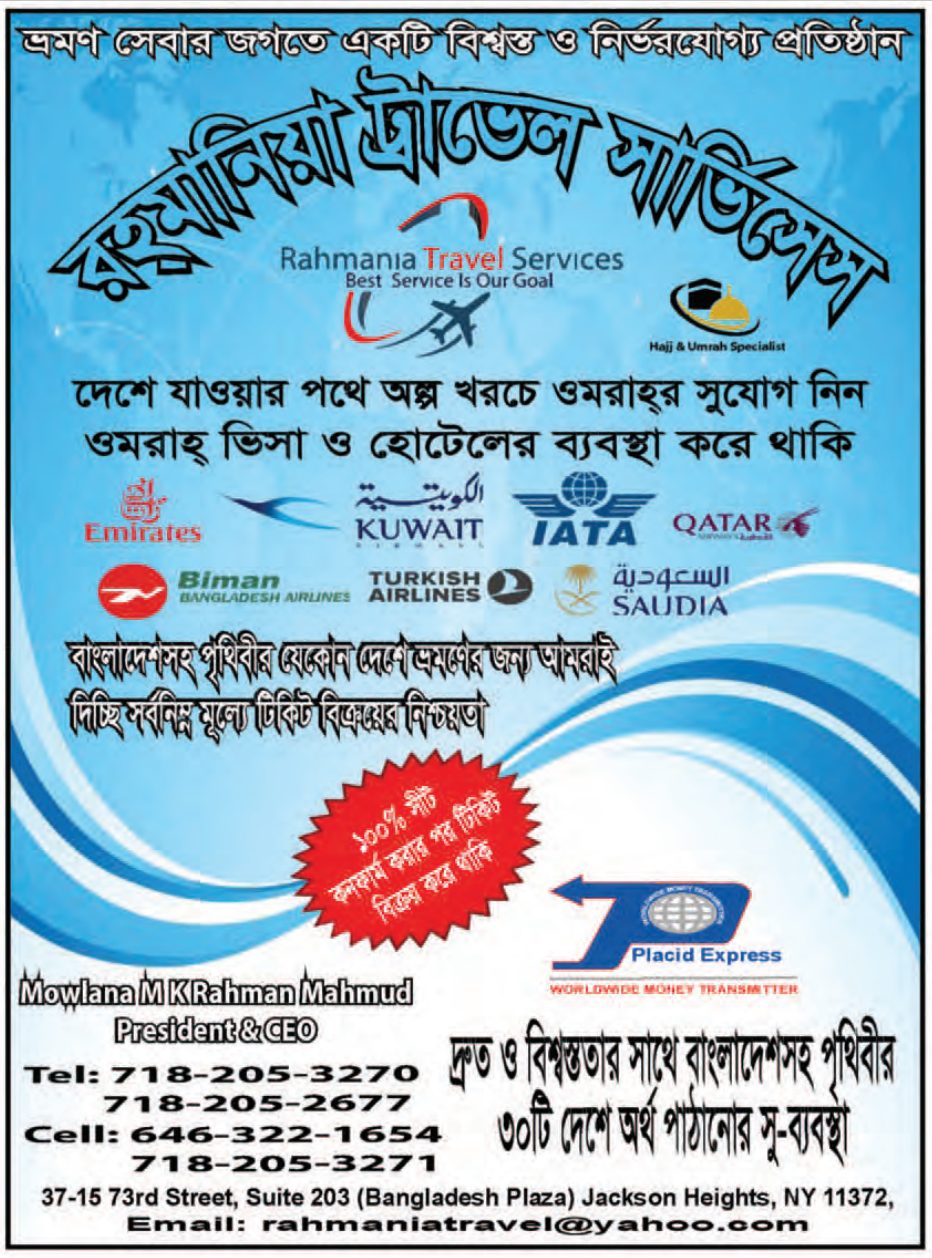
তবে অনেক সতর্কতার পরও আমরা অনেক মানুষকে হারালাম। একেকটা পরিবারে অনেকেই একাধিক কাছের মানুষকে হারাল, যাদের এভাবে এখনই চলে যাওয়ার কথা ছিল না। অনেক মহৎ মানুষ মারা গেলেন। কিন্তু কী দুঃখের বিষয়, আমরা তাদের মৃতদেহে শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম না, কবরের কাছে যেতে পারলাম না, জানাজায় যেতে মানুষ ভয় পেল। একজন মানুষের জীবনের শেষ গোসল করানো হলো দায়সারাভাবে, কত রকমের বিধিনিষেধের মধ্যে। মৃতদেহও আমাদের কাছে মূর্তিমান করোনা ভাইরাসের কারখানা হয়ে গেল। পত্রিকায় কিংবা ফেসবুকে অনেকের মৃত্যুখবর জানলাম আর ছোট্ট কমেন্টে শোক প্রকাশ করলাম মাত্র। একজন মানুষ সারা জীবন ধরে শত শত সম্পর্ক নির্মাণের পর হঠাৎ করোনায় মৃত্যুর পর তার জন্য কি না শুধু ডিজিটাল শোকবার্তা পড়ে রইল! কী ভয়াবহ ট্র্যাজেডি!

মানবতা যে কোথায় গিয়ে মুখ লুকাবে, তা প্রথমদিকে স্পষ্ট হয়ে গেছিল বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার চিত্র দেখে। এই মহামারির মধ্যেও দেখলাম, কিছু মানুষ তাদের লোভ-লালসা ভুলতে পারে না। বরং তারা কোথাও আগুন লাগলে আলুপোড়া খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। করোনা নিয়েও মিথ্যা ব্যবসা শুরু করলেন রিজেন্ট হাসপাতালের সাহেদ ও জেকেজির চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা চৌধুরী। এর মধ্যেই রাজনীতিও কিন্তু থেমে নেই। অন্যদিকে ইউরোপে যখন মৃত্যুর মিছিল দেখলাম, আমেরিকা যখন করোনার থাবায় দিশেহারা হয়ে গেল, তখন আমরা অবাক হলাম। উন্নত বিশ্ব নিয়ে আমাদের যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, সেখানে এভাবে মানুষ মারা যেতে পারে না–আমাদের সেই ভুল ধারণা ভাঙল। আমেরিকার অবস্থা দেখে আমরা নতুন করে বুঝলাম, একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কত নির্মম ও অদ্ভুত হতে পারেন! আমেরিকার মতো দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ধরেই নিতাম যে তিনি সব জানেন, তিনি যথার্থ শিক্ষিত মানুষ। তাকে ঘিরে যেসব পারিষদ থাকেন, তারাও বিচক্ষণ হবেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমাদের সেসব ধারণা আমূল বদলে দেয় ট্রাম্পের আমেরিকা। সব ধরনের বিজ্ঞান ও যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে ট্রাম্প কীভাবে নিজের এজেন্ডাকে বাস্তবায়ন করতে মরিয়া ছিলেন, সেটা দেখেছে সারা বিশ্ব। তার সর্বশেষ ঘটনা ঘটেছে গত ৬ জানুয়ারি। ট্রাম্পের সমর্থকরা ক্যাপিটল হিলে যেই নজিরবিহীন হামলা চালালেন, যেভাবে চারটি তাজা প্রাণ ঝরল, যেভাবে সিনেটরদের গোপন কুঠুরিতে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হলো, এমন ঘটনা বিশ্বের কেউ কখনো কল্পনাতেও আনেননি। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অনেক ক্ষমতাধরদের মতো ট্রাম্পও যে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যে কোনো কিছু করতে পারেন, ৬ জানুয়ারী ছিল তারই কদর্য প্রকাশ।

আমেরিকাকে যেটা আমরা মেল্টিং পট বলতাম, সেই পটের একটা আলাদা রূপ দেখা যাচ্ছে। সেটা যে চূড়ান্ত পর্যায়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কেউ জানে না। ট্রাম্পের উগ্র শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী সমর্থকরা কিছুতেই মানতে পারছেন না যে একজন ইমিগ্র্যান্ট অশ্বেতাঙ্গ নারী আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে পারেন! এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, কমলা হ্যারিসকে আমরা যত দেখি ততই বিস্মিত হই। কমলার মা ভারতীয় আর বাবা আবার জ্যামাইকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। কমলা কিন্তু নিজেকে কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবেই পরিচয় দিয়ে এসেছেন। আমরা দেখেছি–যৌক্তিক ও মানবিক বোধে কমলা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। তার ধারালো ও গোছানো ভাবনা-চিন্তা ও মানসিক শক্তি দেখে আমি অবাক হয়ে ভাবি–একজন অশ্বেতাঙ্গ নারী কেমন করে এভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন! কীভাবে গড়ে তুলতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী নারী নেত্রী হিসেবে! অন্যদিকে বাইডেনের মতো একজন ডেমোক্র্যাট, যিনি সোশ্যালিজমের কথা বলেন, সব মানুষের কথা বলেন–তাকেও ট্রাম্পের উগ্র সমর্থকরা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না। রিপাবলিকান দলেও (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ভ্যাকসিন কূটনীতি : আমরা হেরে যাবো না তো?



গোলাম মাওলা রনি

ভারত থেকে করোনা ভ্যাকসিন আমদানি নিয়ে যে তেলেসমাতি শুরু হয়েছে তা শেষ অবধি কোথায় গিয়ে ঠেকে বলা মুশকিল। করোনার টিকা সম্পর্কে রূঢ় বাস্তবতা হলো বিশ্বের সব উন্নত ও ধনী দেশে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে ব্যাপকভাবে টিকাদান শুরু হয়ে গেছে। সিঙ্গাপুর দেশের সব নাগরিকের জন্য ফাইজারের টিকা কিনে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই টিকাদান কর্মসূচি শুরু করেছে। অথচ আমরা সে টিকার জন্য গত ছয় মাস ধরে চুক্তি করে টাকার বস্তা নিয়ে বসে ছিলাম। সেই টিকার উৎপাদন শুরু হয়েছে তা-ও আবার পরীক্ষামূলকভাবে জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে। আমরা জানি না যে, কবে নাগাদ ভারতের সে প্রাইভেট কোম্পানি সিরাম ইনস্টিটিউট কথিত অক্সফোর্ডের টিকাটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করবে এবং তাদের বাংলাদেশের এজেন্ট বেক্সিমকোকে সরবরাহ করবে। কিন্তু আমরা নববর্ষের প্রথমেই জানতে পারলাম, টিকার বাণিজ্যিক উৎপাদন, রফতানি এবং বাংলাদেশকে হস্তান্তর কোনোটির বিষয়েই সিদ্ধান্ত না হলেও টিকা বাবদ ছয় শত কোটি টাকা সিরাম ইনস্টিটিউটকে পরিশোধের বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমাদের দেশে যেসব চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন তারা প্রথম থেকেই অভিযোগ করে আসছিলেন যে, প্রথমত, দ্বিগুণেরও বেশি দাম দিয়ে জনগণের টাকার শ্রাদ্ধ করে এই টিকা ভারত থেকে আমদানি করা হচ্ছে মহলবিশেষের পকেট স্ফীত করার জন্য। তাদের বক্তব্য হলো, অক্সফোর্ডের টিকা যদি আমদানি করতে হয় তবে তা ইংল্যান্ড থেকে সরাসরি আমদানি করা যেত যাতে টাকা ও সময় দুটোরই অপচয় রোধ করা যেত। দ্বিতীয়ত, বিগত বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আমরা জানতে পারলাম, আমাদের নতুন বন্ধুরাষ্ট্র প্রায় এক কোটি করোনা ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দিতে যাচ্ছে। অথচ অজ্ঞাত কারণে এত বড় একটি সুযোগ হাতছাড়া করলাম এবং সম্মানিত বন্ধুর দেয়া উপহার প্রত্যাখ্যান করে যে অসৌজন্যতা দেখালাম তা বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য একটি মন্দ দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

চীন ছাড়াও আমাদের আরেকটি কৌশলগত অংশীদার এবং পরীক্ষিত বন্ধুরাষ্ট্রের নাম রাশিয়া যারা চীনের পর পরই করোনার টিকা আবিষ্কার করেছে। তারা যে টিকা আবিষ্কার করেছে তা মার্কিন কোম্পানি ফাইজার এবং জার্মান কোম্পানি বায়োটেকের উৎপাদিত টিকার চেয়ে অধিক কার্যকর এবং কম দামের। আমরা কেন রাশিয়া থেকে টিকা আমদানির চেষ্টা না করে ভারতের একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন অখ্যাত ওষুধ কোম্পানির ওপর নির্ভর করে দেশের সতেরো কোটি মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিলাম তা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা– ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের লোকজনও বুঝতে পারছে না।

ভারতীয় ভ্যাকসিন আমদানি নিয়ে সংবাদ-পাল্টা সংবাদ, গুজব ও তর্কবিতর্ক যখন তুঙ্গে ঠিক তখন পর্যন্ত কিন্তু ভ্যাকসিনটি আবিষ্কার হয়নি। পরে যখন ইংল্যান্ডে এটি প্রথম দফায় মানব শরীরে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হলো তখন জানা গেল পরীক্ষা ব্যর্থ। অর্থাৎ অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন কার্যকর নয়। এরপর কয়েক মাস কেটে গেল কিন্তু সেই ভ্যাকসিনের সফল পরীক্ষা-অনুমোদন কোনোটিই বিগত বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত হয়নি। অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন নিয়ে একসময় সবাই হতাশ হয়ে পড়ল কারণ চীন-রাশিয়া-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি প্রভৃতি দেশের অনেকগুলো ওষুধ কোম্পানি সফলভাবে টিকা আবিষ্কার– মানবদেহে পরীক্ষা– পরীক্ষামূলক উৎপাদন-বাণিজ্যিক উৎপাদন, বিপণন ও রফতানির মতো কাজগুলো নভেম্বর মাসের মধ্যেই সম্পন্ন করে ফেলেছিল। অক্সফোর্ডের মতো যেসব কোম্পানি এখনো টিকার অনুমোদন পায়নি তারা অনুমোদিত টিকার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে অপপ্রচার শুরু করে দিলো। আমরা শুনলাম যে, করোনার টিকা নিলে পুরুষের কণ্ঠে নারীর সুর শোনা যাবে এবং নারীদের মুখে দাড়িমোচ গজাবে। এসব গুজব মোকাবেলা করার জন্য সৌদি আরবের যুবরাজ, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী প্রমুখ বিশ্বখ্যাত লোকজন প্রকাশ্যে করোনার টিকা নিলেন।



পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে যখন অক্সেফোর্ডের টিকা অনুমোদন পেল তখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এ কথা প্রচার শুরু করল যে, ওদের টিকার মধ্যে শুয়োরের চর্বি রয়েছে। তা ছড়া টিকাটি মাত্র ৮০ ভাগ কার্যকর যেখানে অন্যান্য টিকা পঁচানব্বই থেকে আট-নব্বই ভাগ পর্যন্ত কার্যকর। এসব প্রচার প্রপাগান্ডার ফলে ইংল্যান্ডে ও ভারতে অক্সফোর্ডের টিকার সরকারি অনুমোদন আটকে গেল। ভারতের মুসলমানসহ আরো শত শত জাতিগোষ্ঠী যারা শূকরের মাংস খায় না তারা অক্সফোর্ডের টিকার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে এলো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার ফাইজারসহ আরো কয়েকটি টিকার অনুমোদন দিলো বটে কিন্তু অক্সেফোর্ডের টিকার অনুমোদন আটকে দিলো। এই অবস্থায় ইংল্যান্ড ও ভারতে বহু দেনদরবার ও ধরপাকড়ের পর ডিসেম্বর মাসের একদম শেষ দিকে টিকাটি সংশ্লিষ্ট দেশ দু'টিতে অনুমোদন পেল।

বাংলাদেশে যারা অক্সফোর্ডের টিকা ভারতীয় ওষুধ কোম্পানি সিরাম ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ক্রয় করে দেশসেবার মহান ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তারা খুশিতে নাচতে আরম্ভ করলেন। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখের পত্রপত্রিকায় খবর বেরুলো যে, বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে টিকা পাবে এবং এই জন্য ভারতীয় ওষুধ কোম্পানিকে ছয় শত কোটি টাকা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রবল বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে টাকার বস্তা রেডি করে অনেক আগে থেকেই বসে ছিল। ফলে ভারতের ওষুধ কোম্পানি সিরাম ও বাংলাদেশের ওষুধ কোম্পানি বেক্সিমকো অগ্রিম অর্থ পরিশোধের কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা মাত্র টাকার বস্তায় খুশির নাচন শুরু হয়ে গেল। তারা জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ অর্থাৎ রোববার দিনই টাকা পরিশোধের জন্য তড়িঘড়ি শুরু করে। কিন্তু রোববার দিন সকালে ভারত ও বাংলাদেশে যে খবরটি চাউর হলো তাতে টাকার বস্তায় কান্নার রোল পড়ে গেল।

২০২১ সালের ৩ জানুয়ারি আমরা জানলাম, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দেশে উৎপাদিত সব করোনা ভ্যাকসিনের রফতানি নিষিদ্ধ করেছে। কারণ এই মুহূর্তে ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় দেশ যেখানে করোনার ধ্বংস-লীলা সবচেয়ে বেশি। অধিকন্তু দেশটির এক শত ত্রিশ কোটি লোকের সংখ্যাটি যদি বিবেচনায় আনা হয় তবে তাদের করোনা বিপর্যয়ের সাথে কোনো দেশেরই তুলনা হবে না। সুতরাং ভারত নিজ দেশের নাগরিকদেরকে টিকা না দিয়ে কোনো অবস্থাতেই বিদেশে রফতানির কোনো সুযোগ দেবে না। ভারত সম্পর্কে অন্য দেশের লোকজন যতই সমালোচনা করুক না কেন তাদের দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং গণতান্ত্রিক বিধিবিধানের প্রশংসা না করে উপায় নেই।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক করোনা ভ্যাকসিন নিষিদ্ধের খবরে বাংলাদেশের সর্বস্তরে মারাত্মক হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। মন্ত্রণালয়গুলো নড়েচড়ে বসে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্থানীয় ভারতীয় দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করেন এবং কোনো ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে বলেন যে, ভারতের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক তাতে মনে হয় না যে ভারত এমনটি করবে। অন্য দিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব এবং বেক্সিমকোর কর্তাব্যক্তিরা যেসব কথাবার্তা বলেন তাতে পুরো ঘটনা আরো তালগোল পাকিয়ে যায়। আওয়ামী লীগের কয়েকজন শীর্ষ নেতা বলার চেষ্টা করেন যে, যেহেতু ইতঃপূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা দেয়া হবে, সুতরাং আমাদের উচিত দুই প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্ভর করা।

আমরা সবাই কমবেশি জানি যে, চীন যখন বাংলাদেশকে বিনামূল্যে প্রায় এক কোটি টিকা দেয়ার প্রস্তাব দিলো, ঠিক সেই সময়ে দিল্লি বাংলাদেশের বিষয়ে অতি মাত্রায় আগ্রহী হয়ে পড়ল। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্রিংলা হঠাৎ এক ঝটিকা সফরে সামরিক বিমানে করে বাংলাদেশে এলেন এবং ঢাকা বিমানবন্দরের চিরাচরিত প্রটোকল এবং অন্যান্য কূটনৈতিক প্রটোকল এড়িয়ে অনেকটা জুলিয়াস সিজার বা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মতো ঢাকা এলেন এবং একটি পাঁচতারা হোটেলে বসে পছন্দের লোকজনের সাথে ম্যারাথন বৈঠক শুরু করলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথেও দেখা করলেন। শ্রিংলার সফরের পর আমরা জানলাম যে, ভারত বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা সরবরাহ করবে। এ ছাড়া আমরা আরো জানলাম যে, বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ চীন বিনামূল্যে বাংলাদেশকে যে টিকা দিতে চেয়েছিল তা বাংলাদেশ গ্রহণ করবে না।

আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, টিকা নিয়ে বাংলাদেশের সাথে চীন ও ভারত রীতিমতো জটিল রাজনীতি শুরু করেছে। এরই মধ্যে খবর এলো, চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নজিরবিহীনভাবে বাংলাদেশ সফরে আসছেন। কিন্তু কয়েক দিনপর জানলাম, চীনা প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সফর বাতিল হয়েছে। এত্তোসব ঘটনা-অনুঘটনার পর যখন ভারত টিকা রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল তখন দৃশ্যমান আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে আরেকটি খবর বাংলাদেশের কূটনৈতিক অঙ্গনকে ভাবিয়ে তুলেছে। খবরটি হলো, ভারতীয় টিকা আমদানির ব্যাপারে বাংলাদেশ যদি সরাসরি ভারত সরকারের সাথে জি টু জি ভিত্তিতে চুক্তি করত তবে টিকা পেতে অসুবিধা হতো না। এবং আগামীতেও যদি এ ধরনের চুক্তি হয় তাহলে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাংলাদেশের টিকা পেতে কোনো সমস্যা হবে না।

ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলার উল্লিখিত বক্তব্যে এ কথা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ সরকার যেভাবে বেক্সিমকোর মাধ্যমে ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউটের সাথে চুক্তি করেছে তা দিল্লি মোটেও পছন্দ করছে না। আমরা যদি এই মতামত বিশ্লেষণ করি তবে এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, ভারত সরাসরি বাংলাদেশ সরকারের সাথে লেনদেন করতে চায়– বেক্সিমকোর মাধ্যমে নয়। এখন প্রশ্ন হলো, ভারত কেন বেক্সিমকোকে পছন্দ করছে না। এই বিষয়টি নিয়ে আপনি যদি বিস্তারিত জানতে চান তবে বেক্সিমকোর মালিক পক্ষের প্রতি ভারতের মনোভাব সম্পর্কে আপনাকে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই খুব ভালো করে জানেন, আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য ২০০৮, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে ভারত কী কী করেছে। কাজেই ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় কোনো পক্ষ ঢুকে পড়ুক সেটি তারা কোনো দিনই বরদাশত করবে না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ভারতের চিরশত্রু চীনের সাথে বাংলাদেশের দহরম মহরম দিল্লিকে বেশ উত্তেজিত করে তুলেছে। দিল্লির অভিমত, বাংলাদেশে যেসব পাকিস্তানি লবিস্ট রয়েছে তারা আওয়ামী লীগের ওপর প্রভাব খাটিয়ে বাংলাদেশের কূটনীতি পাকিস্তানের মাধ্যমে চীন ও তুরস্কমুখী করে ফেলেছে। ভারত খুব ভালো করে জানে, এ দেশে কারা পাকিস্তানি লবিস্ট হিসেবে কাজ করে এবং কারা ভারত-মুখী কূটনীতিকে চীনমুখী করার জন্য দিবারাত্র চেষ্টা তদবির করে।

উল্লিখিত জটিল ও কুটিল হিসাবপত্র এবং নানাবিধ কূটনৈতিক রসায়ন যখন টগবগিয়ে ফুটছিল ঠিক তখনই বাংলাদেশে ভারতীয় টিকা রফতানির বিষয়ে দিল্লির নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি হঠাৎ করে উদয় হলো। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ব্যাখ্যা করছেন। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো, সরকার খুব ভালো করে জানে যে, তাদের আশপাশে যারা ঘুর ঘুর করে মধু মেওয়া খায় এবং তাদের মধ্যে কাকে বা কোন গোষ্ঠীকে ভারত অপছন্দ করে। সুতরাং একটি বিষয় জানার পরও যদি কারো অপছন্দের লোক নিয়ে সরকার গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কারো কাছ থেকে কিছু আশা করে তবে সে ক্ষেত্রে ফলাফল কী হতে পারে তা সরকার না বুঝলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু ঠিকই বুঝছে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

পৃথিবীর অসুখ আবার সেরে উঠবে

(১২ পাতার পর)

তো কত ভালো নেতা ছিলেন। কিন্তু ট্রাম্পের উগ্র মতাদর্শ যেন রিপাবলিকানদের কাঁধে এখন সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে বসেছে। আরো একটা অ্যালার্মিং দিক হলো, ট্রাম্পের ভুল নীতির জন্য আমেরিকায় করোনায় ২ কোটি ১৪ লাখ মানুষ আক্রান্ত হলো, ৩ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা গেল, তার পরও ট্রাম্প কী করে এত ভোট পেলেন? তার পপুলার ভোট ৪৭ শতাংশের কাছাকাছি। তার মানে, এত খারাপ কাজ করার পরও আমেরিকার ভেতরে বর্ণবিদ্বেষ ও উগ্র ট্রাম্পনীতি অন্তঃসলিলার মতো চোরাস্রোত হয়ে বয়ে যাচ্ছে!

সেই ষাটের দশকে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র যখন বলেছিলেন–আই হ্যাভ আ ড্রিম। তিনি বলেছিলেন–'আমার একটি স্বপ্ন আছে যে আমার ছোট চারটি সন্তান একদিন এমন একটি জাতির মধ্যে বসবাস করবে, যেখানে গাত্রবর্ণ দিয়ে আর তাদের বিচার করা হবে না, করা হবে চরিত্রগুণ দিয়ে...।' কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমেরিকার পুলিশ কীভাবে হাঁটু দিয়ে চেপে জর্জ ফ্লয়েড নামের একজন কৃষ্ণাঙ্গের দম বন্ধ করে দিয়েছে। ফ্লয়েড চিৎকার করে বলেছেন–আই কান্ট ব্রিদ–আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। ফ্লয়েডের এ কথা যেন আমেরিকার ভেতরকার রুদ্ধনিঃশ্বাসের অনেক গোপন গল্প বলে দেয়। 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকা জানাচ্ছে, ফ্লয়েডের মৃত্যুর আগেও আমেরিকায় পুলিশের গুলিতে নিহতদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশির ভাগই কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান। আশার কথা হলো, কমলা হ্যারিসের কথা শুনলে মনে হয়, পৃথিবী যেন আবার ঠিকঠাক মানবিক ছন্দে চলতে পারবে। পৃথিবীর অসুখ আবার সেরে উঠবে। কিন্তু ট্রাম্পের মতো যারা অসুখের কারবারি, তারা কি কমলাদের মতো নেতাদের সহজে কাজ করতে দেবে? এবং আমরা আতঙ্কিত যে, ট্রাম্প যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে গেলেন, যেসব নেতাকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, চার বছর পর তারা নতুন এক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে মরিয়া হয়ে উঠবেন হয়তো!



বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক প্রমথনাথ বিশী স্যাটায়ার করে বলেছেন–'পাগলের কোনো সমস্যা নাই, একমাত্র পাগলামি ছাড়া! সে সমস্যাও আবার প্রকৃতিস্থের (স্বাভাবিক মানুষের) কাছে। স্বাভাবিক মানুষ না থাকিলে সেই শেষ সমস্যাটিও নাই। কাজেই যত শীঘ্র প্রকৃতিস্থের সংখ্যা লোপ পায়, পৃথিবীর ততই মঙ্গল।' ট্রাম্পের মতো অস্বাভাবিক মানুষ হয়তো চান, পৃথিবী থেকে সব স্বাভাবিক মানুষ বিদায় নিক।

আমাদের মতো মানুষ, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পঞ্চাশের দশকে বেবি বুমার্সের সময় জন্ম নিয়েছিল, সেই সময়ের যেই চিন্তাধারা আর এই মিলেনিয়ামের পর জন্ম নেওয়া নতুন প্রজন্মের চিন্তাভাবনার মধ্যে আকাশপাতাল তফাত রয়েছে। কাজেই আমাদের বয়সি যারা নীতিনির্ধারক আছেন, রাজনীতিতে আছেন, তাদের এই পরিবর্তিত জামানার পালস বুঝতে হবে। নতুন প্রযুক্তি এবং এই প্রযুক্তির ভেতর দিয়ে বড় হওয়া নতুন প্রজন্মের ভাষা বুঝতে হবে। এরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ। সুতরাং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত কীভাবে হালনাগাদ করতে হবে, সেটা জানতে হবে। করোনার জন্য স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় আমাদের শিশু-কিশোররা নতুন ধরনের মানসিক সমস্যার মধ্যে পড়েছে। বাবা-মায়ের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে এরই মধ্যে ঢাকাসহ অন্যান্য শহর ছেড়েছে বহু শিশু, অর্থনৈতিক দুর্দশার শিকার হয়ে কাউকে কাউকে বই-খাতা ছেড়ে বসতে হয়েছে বিয়ের পিঁড়িতে, কেউ কেউ যাচ্ছে কলকারখানায়, কেউ গাড়ির হেলপারি করছে। এই পরিস্থিতিতে মহামারি শেষে স্কুল খুললে বাংলাদেশে কতসংখ্যক শিশু লেখাপড়ার বাইরে চলে যাবে, সেটা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না। অনেকেই মনে করছেন কমপক্ষে ৪০ শতাংশ শিশু ঝরে পড়তে যাচ্ছে। সংখ্যাটি কিন্তু বিপুল। আমি দেখেছি, আমাদের দেশের মানুষের খুব বেশি চাহিদা নেই। এদের একটু পথ দেখালেই এরা অনেক কিছু করতে পারে। সেই যে একটা জনপ্রিয় গান আছে–'মন রে কৃষি কাজ জানো না। এমন মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।' আমাদের দেশের বিপুল মানবজমিনকে কাজে লাগাতে হবে। ঠিকমতো আবাদ করলে সোনা যে ফলবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লেখক: সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক ও পাক্ষিক অনন্যা
অনুলিখন: তাপস কুমার দত্ত

রাজনৈতিক আশ্রয় আইন পরিবর্তনের

(প্রথম পাতার পর)

মানবপাচারের দায়ে এক বাংলাদেশিকে ৪৬ মাসের কারাদন্ড দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালত। একই সঙ্গে পরবর্তী ৩ বছর তার নেটওয়ার্কের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের নির্দেশনা দিয়েছেন আদালত। দন্ডিত ওই বাংলাদেশির নাম মোক্তার হোসেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আগে তিনি দীর্ঘ সময় মেক্সিকোর মন্টেরিওতে বসবাস করতেন।

মামলার বিবরণ তুলে ধরে স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মোক্তার হোসেন স্বীকার করেছেন যে, তিনি ২০১৭ সালের মার্চ থেকে ২০১৮'র আগস্ট পর্যন্ত অর্থের বিনিময়ে টেক্সাস সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করেছেন। মন্টেরিতে থেকেই তিনি এ অপকর্ম কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। সেখানে তিনি একটি হোটেল ভাড়া করেছিলেন পাচারের শিকার বাংলাদেশিদের রাখার জন্য। টেক্সাস সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আগে ওই হোটেলেই বাংলাদেশিরা আশ্রয় গ্রহণ করতো।

এসব বহিরাগতকে যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য মোক্তার গাড়িচালকদের অর্থ দিতেন এবং কীভাবে রিও গ্র্যান্ডে নদী পার হতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের ক্রিমিনাল ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ডেভিড পি. বার্নস ওই মামলার বিষয়ে বলেন- মামলার আসামি একটি সংগঠিত চোরাচালান নেটওয়ার্কের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন; যিনি মুনাফার জন্য কাজ করতেন এবং যেসব বাংলাদেশি নাগরিক অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে চাইতো তাদের শিকার বানাতেন। তার অপরাধ আমলে নিয়ে আদালতের যে দন্ডাদেশ দিয়েছেন তা এ ধরনের আন্তঃসীমান্ত অপরাধ সংগঠনে জড়িতদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নিরোধক হিসেবে কাজ করে, যারা আর্থিক লাভের জন্য আমাদের সীমান্তের নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে অবৈধভাবে বিদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ঠেলে দেয়। 'সীমান্ত নিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তা আসলে একই বিষয়' মন্তব্য করে টেক্সাসের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলায় নিযুক্ত মার্কিন অ্যাটর্নি রায়ান কে. প্যাট্রিক বলেছেন। অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রকে জানতে হবে কারা দেশটিতে প্রবেশ করছে। তিনি বলেন, কাউকেই আমরা যুক্তরাষ্ট্রে অবারিত সুযোগ দিতে পারি না। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমার অফিস সব সহযোগী সংস্থার সঙ্গে অব্যাহতভাবে কাজ করছে। সান অ্যান্টোনিওতে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের ভারপ্রাপ্ত বিশেষ প্রতিনিধি শেন ফোল্ডেন বলেন, মোক্তার হোসেনের অপরাধের তদন্ড, বিচার কার্য ও দন্ডাদেশ প্রদানের বিষয়টি আন্তর্দেশীয় তদন্ডে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা এবং বিদেশি প্রতিনিধি সংস্থার সমন্বয়ে আন্তর্দেশীয় তদন্ত কাজ সমন্বয়ে সক্ষমতার অনন্য উদাহরণ। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী অপরাধমূলক পাচার নেটওয়ার্কগুলোকে শক্ত হাতে নির্মূল করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে অব্যাহতভাবে কাজ করা হবে।

ট্রাম্পের বড় চ্যালেঞ্জ শেষ ১০ দিন

(প্রথম পাতার পর)

খোলা আছে–হয় তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে, নইলে অভিশংসনের মুখে পড়তে হবে। আর ট্রাম্পকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আজ রবিবারের মধ্যেই। এদিকে 'মানসিক ভারসাম্যহীন' ট্রাম্প যেকোনো সময় শত্রুপক্ষের ওপর পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মার্কিন কংগ্রেসের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। আর ট্রাম্প যাতে এমনটা না করতে পারেন, সেটি নিশ্চিত করতে মার্কিন সেনা-প্রধানের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন পেলোসি। যদিও স্পিকারকে জয়েন্ট চিফসের চেয়ারম্যান মার্ক মিলি জানিয়েছেন, সংবিধানে একমাত্র প্রেসিডেন্টকেই পরমাণু হামলা চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তিনি নির্দেশ দিলে অন্যরা তা মানতে বাধ্য।

নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে গত বুধবার মার্কিন কংগ্রেসে যৌথ অধিবেশন বসে। ওই সময় 'ট্রাম্পের আহ্বানে' সেখানে হামলা চালায় তাঁর কয়েক হাজার সমর্থক। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ানোর পাশাপাশি প্রায় চার ঘণ্টা ধরে জ্বালাও-পোড়াও ও ভাঙচুর চালায় তাঁরা। এ ঘটনায় নিহত হয় পাঁচজন।

মূলত বুধবারের ওই ঘটনার পর থেকেই নতুন করে চাপের মুখে পড়েন ট্রাম্প। ডেমোক্র্যাটদের পাশাপাশি অনেক রিপাবলিকান নেতাও চাইছেন, ২০ জানুয়ারির আগেই ট্রাম্পকে ক্ষমতা থেকে সরানো হোক। এ দাবির পক্ষে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ন্যান্সি পেলোসি। তিনি ট্রাম্পকে সরাতে সংবিধানের ২৫ সংশোধনী প্রয়োগ করতে ভাইস প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এ ছাড়া ট্রাম্পকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। আর পদত্যাগ না করলে ট্রাম্প অভিশংসনের মুখে পড়তে পারেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন পেলোসি। গতকাল তিনি বলেন, 'ট্রাম্প যদি দু-এক দিনের মধ্যে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা না ছাড়েন, তাহলে কংগ্রেস নিজেদের মতো করে পদক্ষেপ নেবে। মানসিক ভারসাম্যহীন এই প্রেসিডেন্টের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি যাতে আরো ভয়াবহ না হয়, সে জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই আমরা করব।'

ডেমোক্র্যাট নেতারা ইঙ্গিত দিয়েছেন, আগামীকাল সোমবার অভিশংসনের বিষয়টি কংগ্রেসে তোলা হতে পারে। তবে রিপাবলিকান সদস্যরা অভিশংসনের বিপক্ষে ভোট দেবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে 'সহিংসতা উসকে দেওয়ার ঝুঁকি' থাকায় ট্রাম্পের ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। টুইটার জানিয়েছে, ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট থেকে সম্প্রতি যেসব টুইট করা হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কংগ্রেসে হামলা 'বড় লজ্জা' ঃ ওবামা

(প্রথম পাতার পর)

(ক্যাপিটল হিল) ট্রাম্প সমর্থকদের নজিরবিহীন হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এটি আমাদের জাতির জন্য বড় অসম্মান ও লজ্জার।'

আর নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের জন্য এটি একটি জঘন্য হামলা।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেন, ইতিহাস আজকের (বুধবারের) এই সহিংসতার কথা মনে রাখবে, যেখানে একজন নারীকে গুলি ও হত্যা করা হয়েছে। এই হামলার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের উসকানিকে দায়ী করে সাবেক প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, আইনসঙ্গত নির্বাচনের ফলকে ভিত্তিহীনভাবে মিথ্যা প্রতিপক্ষ দাবিদার একজন দায়িত্বশীল প্রেসিডেন্টের উসকানিতে সংঘটিত এ হামলা আমাদের জন্য বড়ই অসম্মানের এবং জাতির জন্য লজ্জার।

স্থানীয় সময় বুধবার কংগ্রেসে জো বাইডেনের প্রত্যয়ন উপলক্ষে আইনপ্রণেতাদের বৈঠকের সঙ্গে ট্রাম্প সমর্থকরা নজিরবিহীন হামলা করে। এই দাঙ্গায় অন্তত চারজন নিহত হন। এ ঘটনায় এই বিবৃতি দেন সাবেক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

তিনি বলেন, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের ফলকে না মেনে রিপাবলিকান সমর্থকরা যে তাণ্ডব দেখিয়েছে, সেটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বিরল। তবে এ ঘটনার নিন্দা জানানোয় রিপাবালিকান নেতাদের ধন্যবাদ জানান ওবামা। 'এর পরও আমি আশাবাদী এই কারণে যে, রিপাবলিকান দল থেকেই এ হামলার নিন্দা জানানো হয়েছে।'

এদিকে এ ঘটনার পর ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র শহরে ১৫ দিনের জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা দিয়েছেন।

ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র মুরিয়েল বাউজার টুইটারে তার আদেশের বিস্তারিত পোস্ট করে লেখেন– 'পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত, আগে ঘোষণা করা জনজরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়িয়ে ১৫ দিন ঘোষণা করে নির্দেশ জারি করেছি।'

ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র তার জরুরি অবস্থা ঘোষণার আদেশে বলেছেন, 'অনেকেই অস্ত্রসহ এখানে এসেছে সহিংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞে অংশ নিতে। তারা অস্ত্রের পাশাপাশি রাসায়নিক, ইট ও বোতলও নিক্ষেপ করেছে।'

বাইডেনের শপথে ট্রাম্প সমর্থকদের 'হামলার টার্গেট'

(প্রথম পাতার পর)

অনুষ্ঠানে হামলার পরিকল্পনা করেছে ট্রাম্পের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, একজোট হওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে যোগাযোগে তারা নানা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছে।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তারা 'ট্রাম্প নয়ত যুদ্ধের' ডাক দিয়েছে।

আগামী ২০ জানুয়ারি ট্রাম্প বিদায় নেবেন। আর নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ডেমোক্রেটের জো বাইডেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পার্লার'র এ এক ট্রাম্প সমর্থক লেখেন, '১৯ জানুয়ারি ২০২১ আমাদের অনেকে ফিরে আসবে, আমাদের জাতীয় সংকল্পের সমর্থনে আমরা অস্ত্র নিয়ে আসব, যেটা এই বিশ্ব কোনোদিন ভুলতে পারবে না!!! আমরা এত সংখ্যায় আসব যে, কোনো সেনাবাহিনী বা পুলিশ বাহিনী তার মোকাবিলা করতে পারবে না।'

প্রতিবেদনে বলা হয়, পার্লার, টেলিগ্রাম চ্যাট রুমস ও দ্যডোনাল্ড ডট উইন এর মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে গত ৬ জানুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসিতে জড়ো হয়েছিল ট্রাম্প সমর্থকরা। পরে তারা ক্যাপিটলে তান্ডব চালায়। বিশ্বকে স্তব্ধ করে দেওয়া ওই তান্ডবে এক পুলিশসহ পাঁচজন নিহত হন।

কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলে গত বুধবারের ওই হামলায় কট্টর-ডানপন্থি কিউএনন ষড়যন্ত্র তত্ত্ববাদে বিশ্বাসী এবং নানা চরমপন্থি দলের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অংশ নেন।

দ্য ডোনাল্ড ডট উইন এ অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তি পোস্ট করেন, 'দ্বিতীয় দফা হবে ২০ জানুয়ারি। এবার কোনও দয়া দেখানো হবে না। আমি এমনকি ট্রাম্পকে ক্ষমতায় রাখা নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার মূল লক্ষ্য যুদ্ধ।'

এনবিসি নিউজ লিখেছে, ওই পোস্টের নিচে যেসব মন্তব্য পড়েছে তা দেখে মনে হচ্ছে বুধবারের হামলাকারীদের তারা 'বীরের' সম্মান দিচ্ছেন।

ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনায় চাপের মুখে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদিকে টুইটার কর্তৃপক্ষ ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। ট্রাম্প কিছু একটা হলেই সঙ্গে সঙ্গে টুইট করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

এরইমধ্যে তার নিজ দলের অনেক নেতা ট্রাম্পের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। পাশাপাশি অভিশংসন বা ইমপিচমেন্টের পক্ষে মত দিয়েছেন। তার কাছ থেকে পরমাণু অস্ত্রের কোড কেড়ে নেয়ার দাবিও জোরালো হচ্ছে।





বাংলাদেশ সেন্টারের উদ্যোগে

(শেষের পাতার পর)





এছাড়াও গত সপ্তাহে রংপুরে দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হবে । এ সকল কম্বল বিতরনে সহায়তা দিয়েছে ঢাকায় জাতীয় তরুণ সংঘ, গাজীপুরের শ্রীপুর ডায়াবেটিক এসোসিয়েসন ও সরিষাবাড়ীর মিলন স্মৃতি পাঠাগার।

কম্বল বিতরণ কাজে সরিষাবাড়ীতে মিলন স্মৃতি পাঠাগারের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কাজে অংশ নেন শেখ আতিফ আসাদ, শ্রীপুরে বেনজির আকন্দ বেনু, ঢাকায় মো: তাজিম উদ্দিন এবং জাতীয় তরুণ সংঘের চেয়ারম্যান মো: ফজলুল হক।

কম্বল বিতরণ কাজে পৃষ্টপোষকতা করেন নিউইয়র্কের সামসুল ইসলাম মজনু, ওয়াসী চৌধুরী, জালাল খান, আশরাফুল হক ও বাংলাদেশ সেন্টারের সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম। এছাড়া ও বাংলাদেশ সেন্টার সদ্য বিদায়ী বর্ষে জামালপুরের একটি মসজিদের জন্য একটি ফ্যান বা পাখা প্রদান করেছে। তাছাড়া একজন ছাত্রের জন্য একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য বই ও মেধাবী বিসিএস ছাত্রীকে বিশেষ বই কিনে দেয়া হয়েছে। হুমায়ুন আহমদের জন্মবার্ষিকীতে একাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রীরে ঐ লেখকের ১০টি বই উপহার দেয়া। যার মূল্যমান প্রায় দু'হাজার টাকা।

এছাড়াও বাংলাদেশ সেন্টার বিদায়ী বছরে জামালপুরের মিলন স্মৃতি পাঠাগারে একশ'র উপর বই প্রদান করেছে। পাঠাগারের উদ্যোগক্তা প্রতিষ্ঠাতা শেখ আতিফের জন্য একটি বাই সাইকেল ক্রয় করে দিয়েছে। এই সাইকেলে করে শেখ আতিফ নিজ বাড়ী থেকে অনেক দূরে দূরে গিয় পড়ার বই প্রদান করে থাকে।

বিদায়ী বছরের শেষ ভাগে সেন্টারের উদ্যোগে সরিষাবাড়ীর আরামনগরে প্রতিষ্ঠিত রেষ্টুরেন্ট পাঠাগারের ওআই ফাই লাগানোরজন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এছাড়া সেন্টারের উদ্যোগে পাঠাগারে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রদানের সিদ্ধান্তে নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত করোনায় সেন্টারের উদ্যোগে নিউইয়র্কের অন্তত ৩০টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। কয়েকটি পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্যেরও ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশে ২শ পরিবারের মধ্যে সাড়ে ছয় শত টাকা মূলের প্যাকেট প্রদান করা হয়। এভাবে দু'বার খাদ্য সামগ্রী দেয়া হয়।

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP *প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।*

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

ইমপিচ হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উসকানিতে কংগ্রেসের ভেতরে বুধবারের দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনাটি ঘটে, যার জেরে পাঁচ ব্যক্তি প্রাণ হারায়।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, বিচারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কংগ্রেস। তবে তিনি 'বহুদিন ধরে জানতেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত নন।' তবে হোয়াইট হাউস বিচার করার উদ্যোগকে নাকচ করে বলেছে এটি 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' এবং এতে 'আমাদের মহান দেশ আরও বিভক্ত হয়ে পড়বে।' হাউস অফ রিপ্রেজেনেটেটিভে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ১৬০ প্রতিনিধি ইতোমধ্যেই আর্টিকেল অফ ইমপিচমেন্ট অর্থাৎ সংসদীয় বিচারের আইনের খসড়াটিতে সই করেছেন।

বুধবার কংগ্রেসে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে আটক থাকা অবস্থায় ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেসম্যান টেড লিউ এবং রোড আইল্যান্ডের কংগ্রেসম্যান ডেভিড সিসিলিন ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিচারে আইনের খসড়াটি লিখতে শুরু করেন। উদ্যোগটি যদি সত্যিই কার্যকর হয়, তাহলে এটি হবে ট্রাম্পের বিচারের জন্য হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের দ্বিতীয় দফা প্রচেষ্টা।

এর আগে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং কংগ্রেসের কাজে বাধাদানের অভিযোগে সংসদের নিম্ন কক্ষে ট্রাম্পের বিচার করা হয়। কিন্তু পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সংসদের উচ্চ-কক্ষ সিনেটে দুটি অভিযোগই খারিজ হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কোনো প্রেসিডেন্টই দুবার বিচারের সম্মুখীন হননি। তবে ট্রাম্পের শাস্তির সম্ভাবনা কম কারণ সিনেটে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টি বেশ শক্তিশালী।

সিনেটে একজন রিপাবলিকান অ্যালাস্কার লিসা মারকোস্কি অ্যাঙ্কোরেজ জানান, ট্রাম্পের 'এখন উচিত হবে কেটে পড়া।' নেব্রাস্কার রিপাবলিকান সিনেটার বেস স্যাসি নিয়মিতভাবে ট্রাম্পের সমালোচনা করে থাকেন। তিনি বলছেন, বিচারের উদ্যোগ নেয়া হলে তিনি অবশ্যই সেটা সমর্থন করবেন। তবে ট্রাম্পের শাস্তির পক্ষে তার দলের বেশিরভাগ সদস্য রয়েছেন এমন কোনো প্রমাণ এখনও নেই। এর মানে হলো কংগ্রেসের দাঙ্গার জন্য সংসদের নিম্ন-কক্ষে ট্রাম্পের যে কোনো বিচার হলে সেটা হবে মূলত প্রতীকী।

সিনেটের একটি অভ্যন্তরীণ মেমো থেকে জানা যাচ্ছে, নিম্ন কক্ষ থেকে আসা কোনো বিচারের সিদ্ধান্ত সিনেট ১৯ জানুয়ারির আগে অনুমোদনের জন্য বিবেচনা করতে পারবে না। আর সেটি হবে ট্রাম্পের ক্ষমতা ছাড়ার আগের দিন।

এই ক্ষেত্রে ক্ষমতা ত্যাগের পরও সিনেটে ট্রাম্পের বিচার চলতে পারে কিনা তা নিয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। যদি বিচারে দোষী প্রমাণিত হন, তাহলে সাবেক প্রেসিডেন্টে হিসেবে ট্রাম্প তার প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি কছুই পাবেন না। তিনি যাতে ভবিষ্যতে কোনো নির্বাচনে অংশ না নিতে পারেন, সিনেটাররা সেই প্রস্তাবও অনুমোদন করতে পারেন।

স্পিকারের টেবিলে পা তুলা হামলাকারী গ্রেফতার

(প্রথম পাতার পর)

হামলাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এছাড়া ক্যাপিটল ভবন অবরোধ করে তাণ্ডব চালানো ব্যক্তিদের ধরিয়ে দিতে জনগনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংস্থা এফবিআই।

ওই দিন ন্যান্সি পেলোসির ল্যাপটপ পর্যন্ত চুরি করেছেন হামলাকারীরা। এদের চিহ্নিত করে ছবি প্রকাশ করতে শুরু করেছে এফবিআই।

এ ঘটনায় কয়েক ডজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। এতে আছেন ভার্জিনিয়া থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য ডেরিক ইভান্সও। দাঙ্গার সময় তিনি ক্যাপিটল ভবনের সামনে ট্রাম্প সমর্থকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ১০ দাঙ্গাবাজের ছবি নিয়ে একটি পোস্টারও বানিয়েছে এফবিআই। এতে বলা হয়, এদের কাউকে চিনলে যেন অবশ্যই এফবিআইকে জানানো হয়।

এফবিআই'র এক মুখপাত্র জানান, চার্জ আনাদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডের আশা করছেন তারা। বিশেষত স্পিকারের চেম্বারে যারা ভাঙচুর চালিয়েছেন, তাদের দীর্ঘমেয়াদে কারাদণ্ডের সম্ভাবনা রয়েছে।

বুধবার হামলার ঘটনার আগের দিন ফল উল্টে দিতে পেন্সকে চাপ দেন ট্রাম্প। কিন্তু তিনি সেটি করতে রাজি না হলে তাকে বলির পাঁঠা বানিয়ে হলেও উদ্দেশ্য সফল করতে চান প্রেসিডেন্ট।

এ জন্য উগ্র সমর্থকরা যাতে তীব্রতার সঙ্গে গিয়ে পেন্স বা তার পরিবারের কাউকে আঘাত করতে পারে- এমন পরিকল্পনা ছিল।

ক্যাপিটলে হামলাকারীরা 'মাইক পেন্স কোথায়' বলে চেঁছাচ্ছিল। পেন্সের পরিবারের সূত্রের বরাতে এসেছে এসব তথ্য।

ভালো বললেন বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

থাকার সিদ্ধান্তকে 'ভালো খবর' বলেছেন। গতকাল শুক্রবার ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইটারে ২০ জানুয়ারির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে না থাকার ঘোষণা দেন।

এ প্রেক্ষিতে নিজ শহর উইলমিংটনে সাংবাদিকদের বাইডেন বলেন, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি না থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এটা ভালো যে তাকে দেখা যাবে না। ট্রাম্প লোক দেখানোর জন্যে কিছু করছেন না এটা খুব ভালো। বাইডেন আরো বলেন, আমরা যে দু'একটি বিষয়ে একমত হয়েছি এটি তার একটি। এটি খুব ভালো খবর। কারণ তিনি দেশের জন্যেও বিব্রতকর।

ট্রাম্পের বিষয়ে বাইডেন আরো বলেন, তিনি আর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনে সক্ষম নন। বাইডেন তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকে স্বাগত জানাবেন বলে উল্লেখ করেন।

গত ৬ই জানুয়ারি মার্কিন পার্লামেন্ট হাউজে হামলার জন্যে সহিংসতাকারীদের উস্কে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। এ কারণে তাকে আগামী সপ্তাহে অভিশংসিত করার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিচারকের কাছে ২ কোটি টাকা ঘুষ দাবি রাজউক পরিচালকের

ঢাকা : সরকারি প্রকল্পে বরাদ্দ পাওয়া প্লটের কাগজপত্র ঠিক করে দেয়ার বিনিময়ে একজন বিচারকের কাছে দুই কোটি টাকা ঘুষ দাবি করেছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচালক (এস্টেট) শেখ শাহীনুল ইসলাম। দীর্ঘ সময় চেষ্টা করেও দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করতে না পারায় ওই বিচারক রাজউক চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এতে তিনি স্পষ্টতই রাজউক পরিচালকের ঘুষ দাবির বিষয়টি উল্লেখ করেন। রাজউক'র ওই পরিচালকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের আরো অনেক অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি গ্রেপ্তার হওয়া গোল্ডেন মনিরের প্লট বাণিজ্যের সঙ্গেও নাম এসেছে এই পরিচালকের। অবৈধভাবে অর্থ অর্জন করে তা সুদের কারবারে খাটানোরও অভিযোগ রয়েছে শাহিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. আবুল হোসেন খন্দকারের দেয়া অভিযোগ অনুযায়ী ২০০২ সালে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করেন তিনি। দেড় লাখ টাকা পে-অর্ডারসহ রাজউক'র শর্ত মেনে ফরম পূরণ করে জমা দেন তিনি।

২০০৫ সালের ২১শে মে দশ কাঠা পরিমাণের ওই প্লটটি তার নামে বরাদ্দ করে রাজউক। এক বছর পর প্রথম কিস্তির টাকা হিসেবে সাড়ে ছয় লাখ টাকা জমা দেন বিচারক ড. আবুল হোসেন খন্দকার। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির টাকা জমা দিতে না পারায় রাজউক'র কাছে সময় বাড়ানোর আবেদন করেন তিনি।

এরই মধ্যে ১৯৯৭ সালে রাজউক'র তৃতীয় প্রকল্পের জন্য আবেদন করা ৫ কাঠার প্লটটিও ২০০৭ সালে বরাদ্দ পান ড. আবুল হোসেন খন্দকার। সে অনুযায়ী ওই বছরের ৩১শে আগস্ট সাত লাখ টাকা জমা দেন। কিছুদিন পরে তিনি জানতে পারেন রাজউকে তার ৫ কাঠার পরিমাণের প্লটের ফাইলটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পরবর্তীতে একাধিক আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের ২রা এপ্রিল ফাইলটি খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এখানে আরেক ঘটনা ঘটে ওই বিচারকের সঙ্গে। রাজউক'র বরাদ্দ করা পাঁচ কাঠার প্লটটির ফাইল খুঁজে পাওয়া গেলেও ড. আবুল হোসেন খন্দকারের অজান্তে সেটি বাতিল করা হয়। এই বিচারকের দাবি, তার কোনো রকম অনুমতি না নিয়ে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের প্লটটিতে আগের ৫ কাঠার প্লটটি সমন্বয় করে ফাইল গোপন রাখে রাজউক। ড. আবুল হোসেন খন্দকার জানান, বাতিল হওয়া প্লটের জমাকৃত সাড়ে সাত লাখ টাকার সঙ্গে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের প্লটটি সমন্বয় করে দখলভার ও রেজিস্ট্রির জন্য রাজউকে আবেদন করেন তিনি। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের ২৩শে মে ফাইলটি জমা হয় রাজউক পরিচালক শাহীনুল ইসলামের দপ্তরে।

বিচারক ড. আবুল হোসেন খন্দকারের অভিযোগ, শাহীনুলের সঙ্গে দেখা করার জন্য চেষ্টা করলেও তিনি ব্যস্ততার কথা বলে ফাইলে হাত দেননি। ২০ মাস অপেক্ষা করেও ফাইলটির নিষ্পত্তি করা যায়নি। ড. আবুল হোসেন খন্দকার ২০ মাস ঘুরে রাজউক পরিচালক শাহীনুলের দপ্তরে সবশেষ গেল বছর ১১ই নভেম্বর আবার দেখা করতে যান। এদিন শাহীনুল তাকে ফাইলে কিছু ঝামেলা আছে, কাজ করতে হবে বলে জানান। ইনিয়ে-বিনিয়ে নানাভাবে বোঝানোর পর ড. আবুল হোসেনকে 'খামের ব্যবস্থা' করতে বললেন। সেদিন খামের অর্থ বোঝেননি বলে পরবর্তীতে আবার যেতে বলেন শাহীনুল।

ড. আবুল হোসেন গত ১০ই ডিসেম্বর আবারো যখন রাজউক'র এই পরিচালকের দপ্তরে হাজির হন তখন তার কাছে ২ কোটি টাকা ঘুষ দাবি করেন শাহীনুল। শাহীনুল ড. আবুল হোসেন খন্দকারকে বলেন, আপনি যদি ২ কোটি টাকা খরচ করতে না পারেন তাহলে আমি পাঁচ কোটি টাকায় প্লটটি বিক্রি করে দেবো।

ওই বিচারক বলেন, সচিবালয়ের নির্দেশমালায় কোনো ফাইল কত সময় কোন টেবিলে থাকবে তা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু একদিন না দু'দিন না, ২০ মাস একটি ফাইল তার দপ্তরে ঘুরেছে। এটা কেমন কথা! আর আমার ফাইল দেখার জন্য তো তাকে সরকার টাকা দিচ্ছে। আমাকে কেন দিতে হবে।

তিনি আরো বলেন, আমি রাজউক ছাড়াও দুর্নীতি দমন কমিশনসহ (দুদক) সংশ্লিষ্ট সব জায়গায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। কিন্তু এখনও কোনো প্রতিষ্ঠানকে পদক্ষেপ নিতে দেখছি না।

অভিযোগের বিষয়ে রাজউক পরিচালক শেখ শাহীনুল ইসলামের সঙ্গে যোগোযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। বক্তব্য নেয়ার জন্য তার মোবাইল ফোনে বার বার কল দেয়া হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Soneli Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-505-8670
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



সাহিত্য সাময়িকী

অ্যান্ড্রয়েড বিষে টলছে
নাসির আহমেদ

আসছে ঝাঁক বেঁধে ভয়াল বিষ নিয়ে
আসছে অগণন ফোনে ও ল্যাপটপে
পিঁপড়ে আসছে ঘরে ঘরে নীল আতঙ্কের
অ্যান্ড্রয়েড-পথে পিঁপড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে নীলচে।

আমার প্রিয় মেয়ে কেমন অচেনা সে!
ছেলেও অচেনাই লাগছে।
অথচ আমারইতো রক্তসন্তান
অ্যান্ড্রয়েডে ওরা পরেছে কী মুখোশ!
চিনতে পারছিনা মোটেও!

সারাটা দিন যায় অ্যান্ড্রয়েডে ঘুরে
প্রতিটি রাত কাটে নিদ্রাহীনতায়
মাথা তো তুলতেই পারে না ওরা আর
অ্যান্ড্রয়েডে ডুবে কোন অতলে ওরা যাচ্ছে !

আসছে ঝাঁক বেঁধে মৃত্যু ল্যাপটপে
সবুজ চারাগুলো, না-ফোটা ফুলগুলো
কুঁড়িতে ঝরে যায় অ্যান্ড্রয়েড বিষে
রক্তে মিশে গেছে বিষের নীলনেশা, টলছে!

এ কোন ভয়াবহ সর্বনাশে আজ
পৃথিবী নীরবেই নীলচে!
আমার সন্তান আগলে রাখতে যে
আমিই পারছিনা আজকে!

ভালোবাসা
কেয়া ওয়াহিদ

বলছিলে অসুখটা ভয়াবহ এবং দীর্ঘমেয়াদি,
যে অসুখটার নাম মনে হতেই
সেটা ক্রনিক হয়ে যায়।
আমি বললামড় জানিতো!
একবারে সে কাউকে মারে না; জীবন্মৃত রাখে।

এই অসুখে আমি একবার কোমায় গিয়েছিলাম;
অনেকে যেভাবে যায়....।
কাচঘরের ভেতর থেকে দেখেছি অনেক দর্শণার্থী;
দূর থেকে ছুঁয়ে গেছে মায়ায়ড়-
প্রাচীণ নীরবতা ভেঙ্গে আশীর্বাদের শব্দ আমার কানে পৌঁছে যেতো।
অনড় অচল নিষ্প্রাণ দেয়াল সাক্ষীড়-
জীবন ও আত্মার নিঃশব্দ যুদ্ধের কথকথা।

সমদ্র যখন ব্যস্ত উন্মাতাল তরঙ্গস্নানেড়
ছিপ নৌকায় দোদুল্যমান জীবন,
ভালোবাসাহীনতায় সে তিলে তিলে মরে
বেঁচে থাকাটা কখনো কখনো অর্থহীন, নিরূপায়।

আশার পাখিরা গান গায়
নাসরীন নঈম

মান্দারমনি সৈকতে বসে ঢেউয়ের গর্জন শুনি
একা বসে নিঝুম রাতে
রবিশঙ্করের সেতার ঝঙ্কার তোলে
মধ্যবয়সী রমণীর থিতু হওয়া জীবন প্রভাতে।
রবীন্দ্রনাথ এসে জাগিয়ে দিয়ে যায়
উত্তাল জলরাশি আর জীবনের জয়গানে
আকাশের দিকে চোখ তুলে রোদচশমার ফাঁকে
ঘন ঘন নতজানু হই আনমনে।

পৃথিবী বড় বেশি সুন্দর হে প্রভু
আরো কিছুদিন থাকি
এখন তো আর চাইবার কিছু নাই শুধু
একটি গভীর জীবনবোধের জলছবি আঁকি।
সাগরের তলদেশ থেকে উঠে আসা
অসীম নীলাম্বুরাশি হৃদয় ছুঁয়ে যায়
কেউ একজন দূরে বসে হাত নাড়ে
আশার পাখিরা চঞ্চল সুরে চঞ্চুতে গান ধরে।

মায়া
খালেদ উদ-দীন

যে ঘরে ঘুমাই এবং দিনরাতের কিছু সময় নিয়মিত যাপন করি
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো, জামা কাপড়ের মতো সেই ঘরও
'এ পার্ট অফ মি' হয়ে আছে
কখনও কখনও যখন থাকি না, বা দেশের বাইরে গেলে;
ঘরের কথা খুব মনে পড়ে; ঘর কী আমাকে মিস করে!

এই আটপৌরে ঘরে চুপিসারে যখন তুমি আসতে বা নিয়ে আসতাম
আমাদের হৃদকম্পনগুলো যখন আলোড়ন তুলতো,
ঘরও কী তখন কাঁপতো!
এবেলায় তোমার চেয়ে ঘরের জন্যই মায়া ঢের বেশি...
তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস ধারন করে এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আগের মতোই!

পানিচক্র
তোফায়েল তফাজ্জল

হাঁটে দিন বোঝে নদী, পাখা মেলে ওড়েও আকাশে জলাশয়,
মেঘ হয়ে ঘোরে ইচ্ছে মতো, যাকে বলে
বিহঙ্গের অধিক স্বাধীন।
শৈশব পার না হওয়া অগণিত বাচ্চার স্বভাবে
লম্ফোঝম্ফে মেতে ওঠে, ছুটে চলে প্রমোদ বিহারে;
হরিণী-বাঘের রূপ ধরে,
ফেউয়ের খবরে পিছু নেয়,
দৌড় খেঁচে ধরতে- তা সামালে নিচে থেকে উঠে গিয়ে
ঝোড়ো শক্তি নিয়ে দাঁড়ায় হাতির দল,
চোখ বুজে চলে মারামারি,
বারিপাত নামে, নামে নিচে
পুনর্জন্মরূপে মাটিতে আবার শুনি তার একই পদধ্বনি।

আব্বা
শাকিল রিয়াজ

ৎ
মেঘের উপর গ্রাম বসেছে গ্রাম
গাছপালা আর ঘরবাড়ি সব শাদা
মেঘের উপর বৃষ্টি পড়ে না আর
মেঘের উপর নেই মাটি আর কাদা।

মেঘের উপর আকাশ অনেক নীল
ওই ওখানে আব্বা মৃদু হাসেন
'কীরে বাছুর এখনো তুই লিখিস?'
আব্বা আমায় আজো ভালোবাসেন!

ছায়াপথের তীব্র নেবুলা কি
তার কপালের নামাজ পড়ার দাগ?
ভীষণরকম পথ হারানো পথে
দাগ চিনিয়ে দিচ্ছে সবুজবাগ।

আব্বা অপরাহ্নে জ্বলেন দূরে
মেঘ-তারাতে বাবার গঠন আঁকি
এই নিচুতে তারই গঠন নিয়ে
কেমন বেঁচে আছি জানেন নাকি!

বাঁচার নামে প্রতিক্ষণেই মরি
তারচে' বরং হাতটি বাড়াও, ধরি।

'ভালোবাসা'
স্যানাটোরিয়াম হও নতুবা সায়ানাইড হও।

অন্ধকার
মামুন অপু

ক্রমাগত নুয়ে আসে পাহাড়ের স্তন
যৌবন হারা সূর্যের শেষ রশ্মি
তীর্যক তীর ছুড়ে পাহাড়ের কপালে
ডালিমের বুক ভাঙা রক্তাক্ত শিশিরে
মিশে আছে জন্মের ইতিহাস মায়ের বেদনার্ত ঘোঙানি
শুকনো পাতার মর্মরে হেঁটে যায় দ্রুত সময়ের দেবী
শরীরের আর্দ্রতা শুষে নেয় বয়সের জোঁক।
আহা সময়!
তুমি দিন আর রাতের পিঠে চাবুক মারো নির্মমতায়
পাল ছেঁড়া নাবিকেরা ডুবে যায় মৃত্যুর খাদে
আনন্দের আর্তনাদ মাথা তোলার সুযোগ পায়নি
শতাব্দির কোলে ঘুমিয়ে থাকে হাজার বছর
বর্ণহীন রঙকেই আমরা অন্ধকার বলি
জীবনকে যেভাবে বলি মরণ।

জারুলবনের ছাইদানী
সাজ্জাদুর রহমান

বিশ্বাস করাতে যাই কুসুমের ঘ্রাণ
আঁচলে ছটফট করে আহত স্বপ্নফুল
বুকের জারুল বনে উত্তাপ শিহরণ
তালাশ করে খোয়াবী শ্রেষ্ঠ বিকেল।

প্রতিটি শীতল সন্ধ্যায় ছুটে যাই আরশের কাছে
অশ্রুত চোক্ষুর জানালায় উড়াই দূরবর্তী দৃষ্টি
বিশ্ব সংসার গ্রীবায় রোপণ করি অযুত সংলাপ,
ফেরারী মোমের আগুন নিভে যায় নিভৃতে।

পৃথিবীর সমস্ত জল হেরে যায় পিপাসার কাছে
খোয়াবী জারুল বনের ছাইদানী
মরতে মরতে উড়িয়ে দেয় দীর্ঘশ্বাস!

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

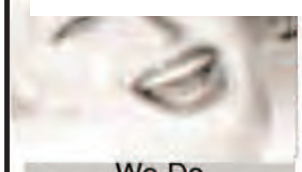
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL





We Do
Implant & Veneers

ার পরিবারের সবার ীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

http://ArmanCPA.com



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights



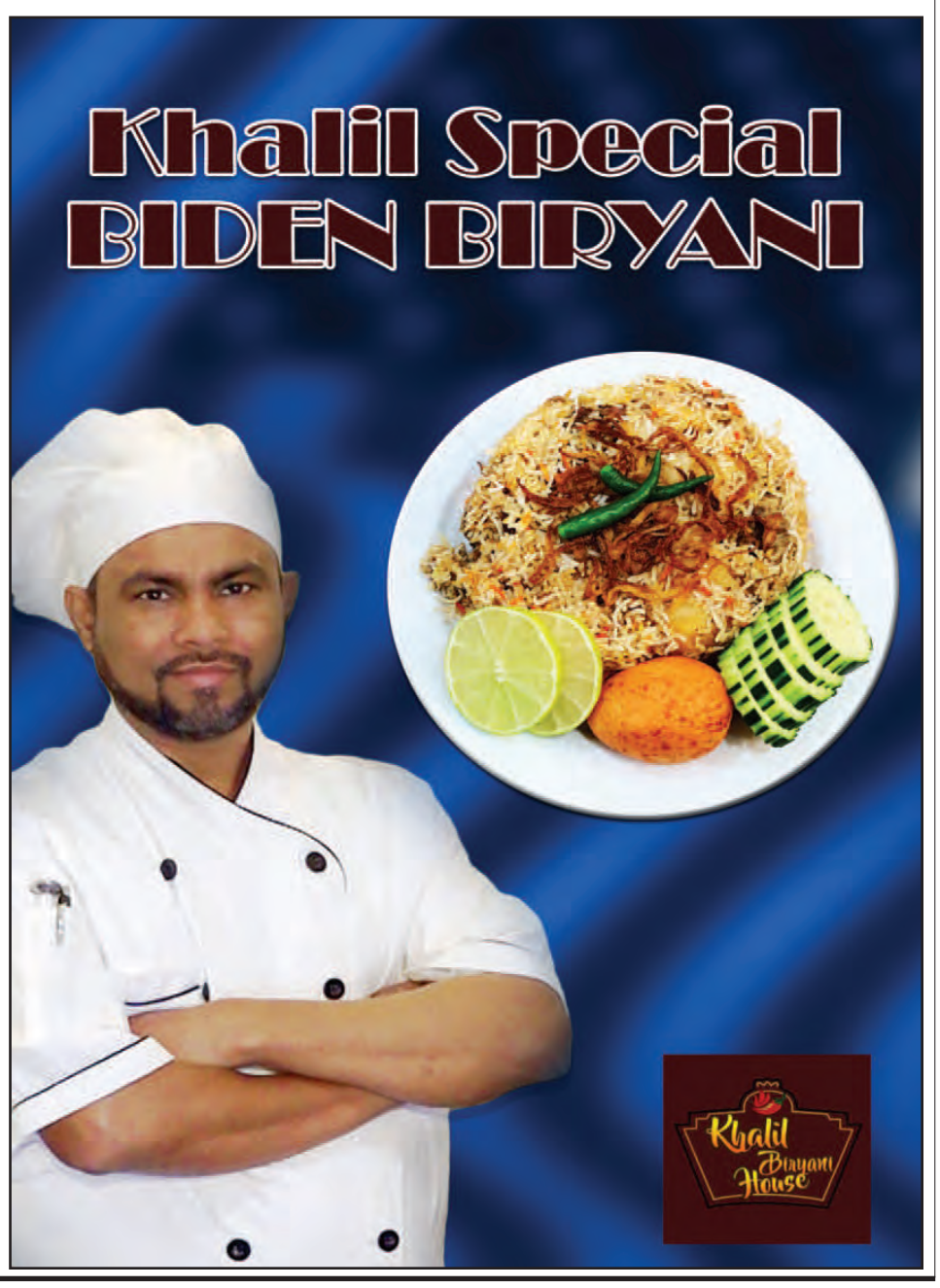
ক্যাপিটাল পুলিশ প্রধানের পদত্যাগ ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে ক্যাপিটার ভবনে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের 'ন-জিরবিহীন ও ন্যাক্কারজনক' হামলার ঘটনার পর ক্যাপিটাল পুলিশ প্রধান স্টেভেন সান্ড পদত্যাগ করার পাশাপাশি বুধবারের (৬ জানুয়ারী) ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন। আগামী ১৬ জানুয়ারী থেকে তার এই পদত্যাগ কার্যকর হবে। ক্যাপিটাল পুলিশ প্রধান এমন সময় পদত্যাগ করলেন যখন নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠানের আর মাত্র কয়েকদিন বাকী। উল্লেখ্য, আগামী ২০ জানুয়ারী জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হবেন। এদিকে বুধবারের ঘটনার পর পুলিশ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ক্যাপিটাল পুলিশ বিভাগে রদবদলের ইঙ্গিত পাওয়ার সাথে সাথেই স্টেভেন সান্ড পদত্যাগের ঘোষণা দেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প পরাজয়ের পর ক্যাপিটাল হাউসে হামলার ঘটনায় বিভাগীয় দায়িত্ববোধের কথা তুলে ধরে স্টেভেন সান্ড হামলার ঘটনার সমালোচনা করেন।









ক্যাপিটালের নিরাপত্তা ব্যর্থতা নিয়ে যেসব প্রশ্ন উঠেছে













বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাজধানী ওয়াশিংটনে বুধবারের নজিরবিহীন সহিংসতার পর সারা দেশ যখন বিচলিত ও স্তম্ভিত হয়ে আছে তখন গুরুতর কিছু প্রশ্ন উঠছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের একেবারে কেন্দ্রে আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ভঙ্গের এতো বড় ঘটনা কীভাবে ঘটলো। অনেকের কাছে এখনও বোধগম্য নয় যে ট্রাম্পের কয়েক হাজার সমর্থক কেমন করে দেশটির ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এরকম একটি ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হলো- যখন নির্বাচিত আইনপ্রণেতারা সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনের বিজয়কে প্রত্যয়ন করার জন্য জড়ো হয়েছিলেন। সহিংসতার যেসব ছবি ও ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেছে- সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উন্মত্ত সমর্থকরা ক্যাপিটল হিলের ভেতরে ঢুকে সেখানে ঘুরে ঘুরে কতোটা তান্ডব চালাতে সক্ষম হয়েছে।

নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ

নজিরবিহীন এরকম একটি ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এই পরিস্থিতি মোকাবেলার কোন প্রস্তুতি তাদের ছিল না। সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গেছে, ট্রাম্প সমর্থকদের উন্মত্তার মধ্যে পুলিশের সদস্যরা এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের কাউকে কাউকে অস্ত্র এবং রাসায়নিক স্প্রে বহন করতেও দেখা গেছে।

অনলাইনে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে এক জায়গায় পুলিশ তাদের তৈরি করা প্রতিবন্ধকতা খুলে দিচ্ছে এবং এর পর ট্রাম্পের সমর্থকরা ভবনের ভেতরে প্রবেশ করার গেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই সহিংসতার সময় দেখা গেছে কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করার বদলে পুলিশ তাদেরকে ধরে ও পথ দেখিয়ে ভবনের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। এমনকি তারা যাতে ক্যাপিটল হিলের সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে যেতে পারে সেজন্য সাহায্য করতেও দেখা গেছে। কোন কোন পুলিশ সদস্যকে ভবনের গেটের দরজা টেনে ধরে রাখতে দেখা গেছে যাতে বিক্ষোভকারীরা সেখান থেকে বের হয়ে যেতে পারে।

সহিংসতার ব্যাপারে আগে থেকে কী জানা ছিল

নির্বাচনের ফল কংগ্রেসে সত্যায়িত করার সময় ট্রাম্পের সমর্থকদের এই সমাবেশ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্য ছিল ফলাফলের স্বীকৃতিকে আটকে দেওয়া। এই প্রতিবাদ কর্মসূচি ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত। নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে দিনের পর দিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার কয়েকজন রিপাবলিকান মিত্রের দেওয়া বক্তব্যের পর এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রফেসর স্টট বলেছেন, প্রকাশ্যে অপরাধ করার সময় দাঙ্গাবাজদেরকে যে ধরনের আনন্দ করতে দেখা গেছে সেটাও বেশ মজার বিষয়। তাদের একটা পরিষ্কার উদ্দেশ্য ছিল। বিক্ষোভকারীরা ধরে নিয়েছিল যে তারা যা করছে সেটা বৈধ। তাদের প্রেসিডেন্ট, কমান্ডার ইন-চিফ, এই প্রেসক্রিপশনে অনুমোদন দিয়েছেন যে তোমরা যাও এবং এরকম করো, বলেন তিনি। হামলার আগে কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থক চরমপন্থিদের ব্যবহৃত অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর নজর রাখা হয়েছিল। দেখা গেছে অতি-দক্ষিণপন্থী গ্রুপগুলো ক্যাপিটল হিলসহ আইন প্রণেতাদের ওপর সহিংসতার উস্কানি দিয়ে হুমকি দিয়েছে।

ক্যাপিটল হিলে হামলার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কিছু কিছু সমর্থকের পরনে ছিল 'MAGA : CIVIL WAR' এধরনের স্লোগান লেখা পোশাক। সেখানে ৬ জানুয়ারী ২০২১ এই তারিখও লেখা ছিল।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার মূল স্লোগান ছিল এই মাগা যার অর্থ 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' বা আমেরিকাকে আবার মহান করে তুলুন।

বিবিসির নিরাপত্তা বিষয়ক সংবাদদাতা গর্ডন কোরেরা বলছেন, কংগ্রেসের সদস্যরা যদি বিক্ষোভকারীদের বাধা দিতো, কিম্বা তাদেরকে যদি জিম্মি করা হতো- তাহলে আরো মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারতো। তিনি বলেন, যেসব ছবি দেখা যাচ্ছে তার ফলে ২০ জানুয়ারী জো বাইডেনের ক্ষমতা গ্রহণের দিনের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে কি আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স হামলার সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় সর্বোচ্চ বিচারের আহ্বান জানিয়েছেন। বলা হচ্ছে, বিক্ষোভকারীদের অনেককে ছবিতে ও ভিডিওতে যে ধরনের নির্লজ্জ আচরণ করতে দেখা গেছে, তাতে তাদের বিচারের জন্য তথ্য-প্রমাণের অভাব হবে না। ফেসবুক এধরনের বহু ভিডিও মুছে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে যাতে এসব দেখে কেউ উৎসাহিত না হয়। তবে অনেকেই লোকজনের প্রতি আহবান জানিয়েছেন এসব তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে রাখার জন্য। যদিও ক্যাপিটল হিলের ভেতরে যাদের দেখা গেছে তাদের অনেকেই অতি-দক্ষিণপন্থী গ্রুপের পরিচিত ব্যক্তিত্ব। ক্যাপিটল পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে তারা হামলাকারীদের নানাভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে, যাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ আনা হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে সাবেক একজন আইন কর্মকর্তা চ্যানিং ফিলিপ্স বলেছেন, সরকারি কৌসুলিরা তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় ও ফেডারেল পর্যায়ে মামলা করতে পারেন। তিনি জানান, বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পদ ধ্বংস করা থেকে শুরু করে হামলার অভিযোগ আনা যেতে পারে। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হামলার সঙ্গে জড়িতদের কারো কারো বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের মতো গুরুতর অভিযোগও আনা হতে পারে। এই অভিযোগ প্রমাণিত হলে হতে পারে ২০ বছরের কারাদন্ড। সূত্র: বিবিসি বাংলা।

যুক্তরাষ্ট্রে লজ্জায় অবনত গণতন্ত্র

হোয়াইট হাউসের ৪ কর্মকর্তার পদত্যাগ

মোমেনা আক্তার পপি: মানতে রাজি নন জনগণের রায়। পরাজিত পার্টির একদল উগ্র সমর্থক দখল করে রেখেছে পার্লামেন্ট ভবন। আইনপ্রণেতারা প্রাণ বাঁচাতে ছুটছেন এদিক-সেদিক। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে হামলাকারীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হচ্ছে। নিহত হয়েছেন অন্তত ৪ জন। আতঙ্ক বিরাজ করছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্থানীয় সময় বুধবার (৬ জানুয়ারী) বিশ্বের প্রধান গণতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের এ ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে গোটাবিশ্ব। গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের এমন অবমাননা কেউ মেনে নিতে পারছেন না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার সমর্থকদের এহেন আচরণে লজ্জায় অবনত হয়ে পড়েছে গণতন্ত্র।

একে দুঃখজনক বলে বর্ণনা করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিবের মুখপাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের এ ধরনের আচরণ কোনোভাবেই কাম্য নয় বলেছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র নেতারা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে গণতন্ত্রের রোল মডেল যুক্তরাষ্ট্র। কারো কারো কাছে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস হচ্ছে গণতন্ত্রের মন্দির। ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডে লাইয়েন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যার মূল হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর। সেখানে এ ধরনের ঘটনা মানা যায় না। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ বলেছেন, ওয়াশিংটন ডিসিতে আজ যা হয়েছে, তা মোটেই যুক্তরাষ্ট্রের মতো নয়। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের শক্তিতেও বিশ্বাসী। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সারা দুনিয়ায় গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নেয় ট্রাম্প সমর্থকদের হামলা. দাঙ্গা ও হতাহতের ঘটনা কলঙ্কজনক।

দেশটিতে বরাবরই নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে আসছে। কিন্তু সেখানে যেন কালিমা লেপে দিল ট্রাম্পের সমর্থকরা। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ক্যাপিটাল ভবনে হামলা কয়েকশ বছরের মধ্যে নজিরবিহীন ঘটনা। ২শ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে এমন ঘটনা হয়নি।

ইউএস ক্যাপিটল হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির বিশেষজ্ঞদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৮১২ সালে যুদ্ধের পর এ প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন এমন আগ্রাসনের সাক্ষী হলো। ১৮১৪ সালে ওয়াশিংটনে অভিযান চালানের সময় ভাইস অ্যাডমিরাল স্যার আলেক্সান্ডার ককবার্ন ও মেজর জেনারেল রবার্ট রোসের নেতৃত্বে নির্মাণাধীন ক্যাপিটল ভবন আগুন জ্বালিয়ে দেয় ব্রিটিশ বাহিনী।

ইউএস ক্যাপিটল হিস্টোরিকাল সোসাইটি এক বিবৃতিতে বলে, ক্যাপিটল ভবন শুধুমাত্র একটি অবকাঠামো নয়। এটি তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। এটি যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র এবং আমাদের জীবনযাপনের মূর্ত প্রতীক। আমাদের দেশে আইনকানুন যথাযথভাবে মেনে চলা হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর আমাদের সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম।

বুধবার দুপুরের পর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে নির্বাচনে জো বাইডেনের জয়ের স্বীকৃতির প্রক্রিয়া চলার সময় ট্রাম্পের শত শত সমর্থক ক্যাপিটল ভবনে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। সহিংসতায় চার জন নিহত হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের পরাজয় পাল্টে দেওয়ার চেষ্টায় এ হামলা শুরু হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হোয়াইট হাউসের বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে হোয়াইট হাউসের সহকারী জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ম্যাট পটিঞ্জার, ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের দুই শীর্ষ সহযোগী স্টেফানি গ্রিশাম ও রিকি নিসেটাসহ হোয়াইট হাউসের চার শীর্ষ কর্মকর্তা রয়েছেন।

ক্যাপিটলে নজিরবিহীন হামলার ঘটনা রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উসকানিতে ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ওবামা বলেন, ক্যাপিটলে আজকের সহিংসতার ঘটনা জাতির জন্য বড় ধরনের অসম্মান ও লজ্জার মুহূর্ত হিসেবে ইতিহাস ঠিক মনে রাখবে,



যা উসকে দিয়েছেন একজন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট, যিনি একটি বৈধ নির্বাচনের ফল নিয়ে ভিত্তিহীনভাবে মিথ্যা বলে চলছেন। বুধবার দুপুরের পর হামলাকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত ক্যাপিটল ভবন কার্যত দখল করে নিলে অধিবেশন মুলতবি করতে বাধ্য হয় কংগ্রেস। পুলিশ পাহারা দিয়ে আইনপ্রণেতাদের সরিয়ে নেওয়া হয় আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলে। যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকেও পাহারা দিয়ে অধিবেশন কক্ষ থেকে বের নেয় পুলিশ। এরপর ক্যাপিটলকে ট্রাম্প সমর্থকদের দখলমুক্ত করতে পুলিশ অভিযান শুরু করে। পরের তিন ঘণ্টায় হলওয়েগুলো দিয়ে ট্রাম্প সমর্থকদের ছোটাছুটি ও বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে খোঁজা-খুঁজি, হাঙ্গামা-বিশৃঙ্খলায় এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সহিংসতার মধ্যে গুলিতে এক নারী নিহত হন। পরে আরো তিনজনের মৃত্যুর খবর জানায় ওয়াশিংটন ডিসির পুলিশ। এফবিআই জানায়, তারা দুটি সম্ভাব্য বিস্ফোরক ডিভাইস নিষ্ক্রিয় করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে কারফিউ জারি করা হয়। শহরে ১৫ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা দেন ডিসির মেয়র মুরিয়েল বাউজার।

ওই হাঙ্গামার পর পুলিশ অন্তত ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে; তাদের মধ্যে ৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কারফিউ ভঙ্গ করার জন্য। ৩ নভেম্বরের নির্বাচনকে ঘিরে কয়েক মাস ধরে ট্রাম্প যে বিভেদ সৃষ্টিকারী উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া হচ্ছিল ক্যাপিটলে হামলা তার চূড়ান্ত পরিণতি। ভোটে ব্যাপক কারচুপি করা হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ ছাড়াই বার বার দাবি করে আসছিলেন ট্রাম্প এবং তার পরাজয় উল্টে দিতে তাকে সাহায্য করার জন্য সমর্থকদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন।

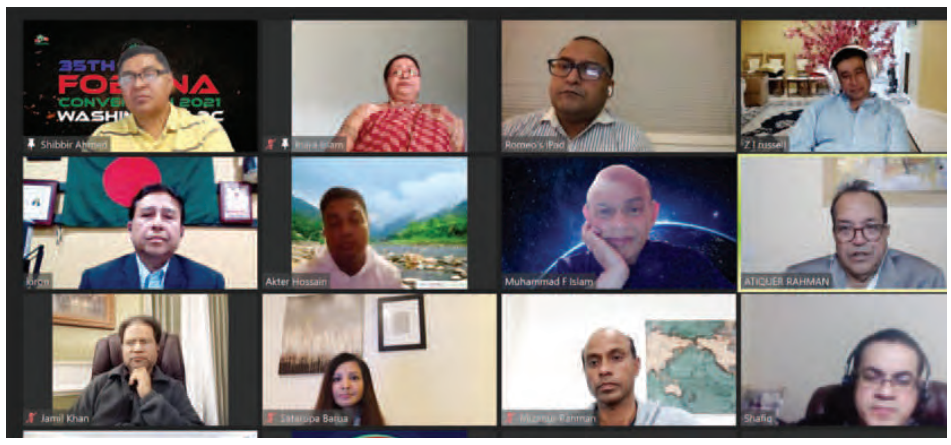
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হলে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি নির্বাচনের আগেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ট্রাম্প। ক্যাপিটলে হামলার আগে হোয়াইট হাউসের কাছে কয়েক হাজার সমর্থকের উদ্দেশে ভাষণ দেন তিনি। ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে তাদের ক্ষোভ জানাতে সমর্থকদের ক্যাপিটলের দিকে মিছিল নিয়ে যেতে বলেন। কর্মকর্তাদের নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করতে চাপ দেওয়ার জন্য তাদের বলেন তিনি, সমর্থকদের লড়াই করার আহ্বান জানান। দাঙ্গাকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ক্যাপিটলের ভেতরে কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করেন।

ওয়াশিংটন মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রধান রবার্ট কন্টি বলেন, আক্রমণকারীরা যন্ত্রণাদায়ক রাসায়নিক নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার একটু পরে ক্যাপিটল ভবন নিরাপদ বলে ঘোষণা করে পুলিশ। এরপর নির্বাচনী জয়ের স্বীকৃতির প্রক্রিয়া শুরু করতে রাত ৮টার পর আইনপ্রণেতারা অধিবেশন আবার শুরু করেন। এরপর অধিবেশনের সভাপতিত্ব করা ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স। বলেন, আজ যারা আমাদের ক্যাপিটলে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, তারা জয়ী হতে পারবে না। চলুন আমরা কাজ শুরু করি। কংগ্রেস সদস্যরা হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করেন।

কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটর রিপাবলিকান নেতা মিচ ম্যাককনল ঘটনাটিকে ব্যর্থ বিদ্রোহ আখ্যা দিয়ে অনাচার ও হুমকির কাছে মাথা নত করব না বলে ঘোষণা দেন। আমরা আমাদের অবস্থানে ফিরে এসেছি। সংবিধানের অধীনে এবং আমাদের জাতির জন্য আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব। আর আজ রাতেই আমরা তা করতে যাচ্ছি। বুধবার কংগ্রেস যৌথ অধিবেশনের বিরোধিতা করে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে জড়ো হয়েছিলেন কয়েক হাজার ট্রাম্প সমর্থক, যাদের মধ্যে উগ্রপন্থি বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যরাও ছিলেন। সে সমাবেশে বক্তব্যে নভেম্বরের নির্বাচনে পরাজয় মেনে না নেওয়ার ঘোষণা দেন ট্রাম্প। সমাবেশ থেকে মিছিল নিয়ে গিয়ে কয়েকশ ট্রাম্প সমর্থক ক্যাপিটল ভবনের নিরাপত্তা ব্যারিকেড ভেঙে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান। এক পর্যায়ে কংগ্রেসের অধিবেশন চলার মধ্যেই পুলিশের বাধা ভেঙে ক্যাপিটল ভবনে ঢুকে পড়েন তারা। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদুনে গ্যাস ও পেপার স্প্রে ব্যবহার করে পুলিশ। ট্রাম্প সমর্থক কয়েকজন আইনপ্রণেতার নির্বাচনের ফল বাতিলের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলার মধ্যেই সেখানে গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

এ সময় পুলিশ অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত আইনপ্রণেতাদের তাদের আসনের নিচ থেকে গ্যাস মাস্ক বের করে পরার পরামর্শ দেয়। মিশিগানের কংগ্রেস সদস্য হ্যালি স্টিভেন্স টুইটে লিখেছেন, আমি আমার অফিসের এক জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছি। বিশ্বাস করতে পারছি না যে, এটা আমাকে লিখতে হচ্ছে। ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র মিউরিয়েল বাউজার সন্ধ্যা ৬টা থেকে শহরজুড়ে কারফিউ জারি করেন। ক্যাপিটল পুলিশকে সহায়তা করতে কংগ্রেস ভবনে ন্যাশনাল গার্ডের সেনা, এফবিআই এজেন্ট এবং সিক্রেট সার্ভিস সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। কারফিউ শুরু হওয়ার পর ন্যাশনাল গার্ড সেনা ও পুলিশ প্রতিবাদকারীদের ক্যাপিটলের আশপাশ থেকে সরিয়ে দেয়।





ওয়াশিংটনে ৩৫তম ফোবানার কার্যক্রম শুরু

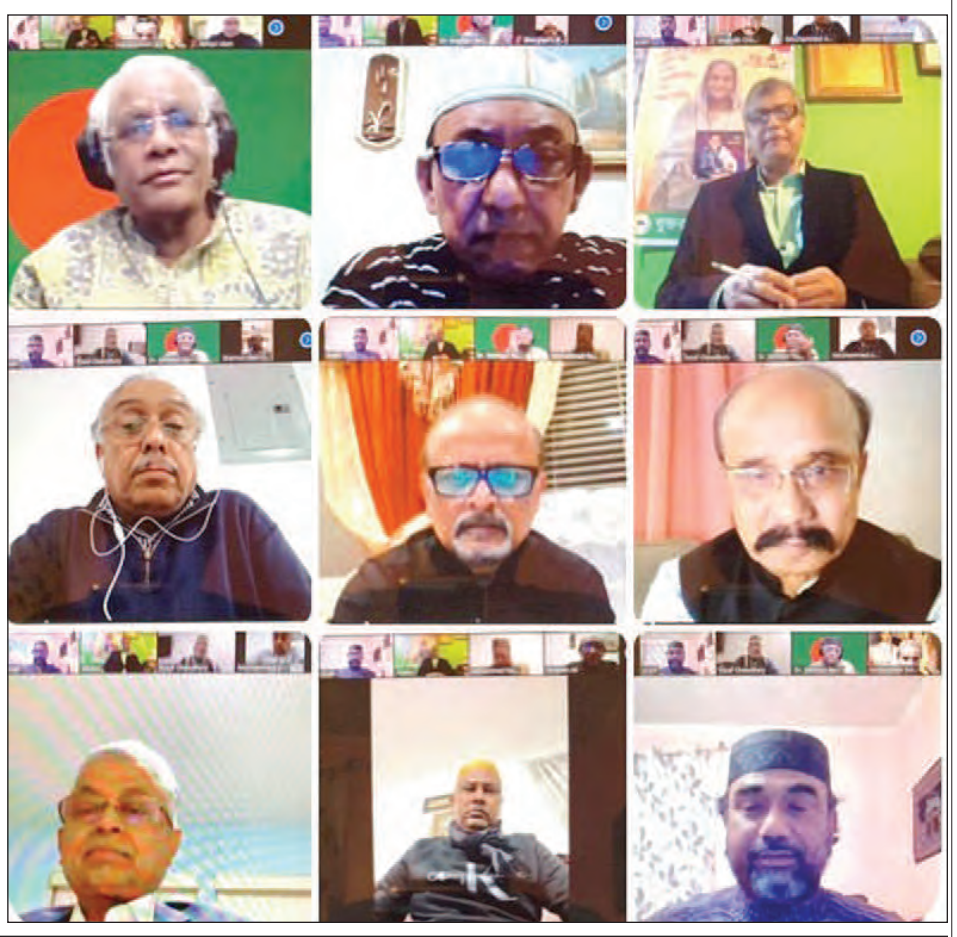
ওয়াশিংটন ডিসি: ২০২১ সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিতব্য ফোবানা সম্মেলনের কার্যক্রম জোরেশোরে শুরু হয়েছে। ওয়াশিংটন ডিসিতে গত ৯ জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় ৩৫তম ফোবানা সম্মেলনের স্বাগতিক কমিটির এক বৈঠক জুম এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কনভেনার জি আই রাসেল এবং সভা পরিচালনা করেন মেম্বার সেক্রেটারি শিব্বীর আহমেদ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাগতিক কমিটির সভাপতি ইনারা ইসলাম, চীফ কনসালটেন্ট আতিকুর রহমান, উপদেষ্টা ও চীফ প্যাট্রন কবির পাটোয়ারী, সিনিয়র কো-কনভেনার পারভিন পাটোয়ারী, কালচারাল চেয়ারপার্সন আকতার হোসেন, ইন্টারন্যাশনাল চেয়ারপার্সন কামরুল ইসলাম কামাল, ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারপার্সন ড. ফায়জুল ইসলাম, সিকিউরিটি চেয়ারপার্সন রোমিও হক, জামিল খান, কো কনভেনার শফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই সভাপতি শতরূপা বড়ুয়া, নিউজার্সী থেকে কবির কিরন, আটলান্টা থেকে মইনউদ্দীন দুলাল, আরিফুর রহমান স্বপন, মিজানুর রহমান, আকাশ রইস, আবু সরকার, গোলাম ফারুক, শামীম হায়দার, কো কনভেনার শামসুদ্দীন মাহমুদ, সেলিম ইব্রাহিম, কো কনভেনার জুয়েল বড়ুয়া, হাসনাত সানি, প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডিউক খান, শাহ হালিম প্রমুখ।

সভায় ৩৫তম ফোবানা সম্মেলনকে সফল করবার জন্য আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। ফেব্রুয়ারীর শেষে অথবা মার্চেও প্রথম দিকে সাংবাদিক সম্মেলন সহ বাংলাদেশ সফর করবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। এছাড়াও সভায় কমিটির বিভিন্ন সাব কমিটি নিয়ে আলাপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

উল্লেখ্য, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ২, ৩ ও ৪ তারিখ শুক্র শনি ও রোববার ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩৫তম ফোবানা সম্মেলন ২০২১। সম্মেলনের হোষ্ট আমেরিকান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি (এবিএফএস)। সম্মেলনর ভেন্যু ওয়াশিংটনের নয়নাভিরাম গেলর্ড রিসোর্ট এন্ড ন্যাশনাল কনভেনশন, ন্যাশনাল হারবার, মেরিল্যান্ড। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

আওয়ামী লীগের ভার্চুয়াল দোয়া মাহাফল





শ্বশুড়-শাশুড়ির সাথে ডা. আফসানা (উপরে) এবং মা-বাবা ও ভাইয়ের সাথে (নীচে)



স্বামী-স্ত্রী মিলেই লড়ছেন করোনা রোগীদের সুস্থ্যতায়

(শেষের পাতার পর)

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায় এমনকি রাজনীতি সহ সকল শ্রেনী ও পেশায় নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। সবমিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির উজ্জল ভবিষ্যৎ লক্ষণীয়। এদিকে মহামারী করোনাকালে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত চিকিৎসকগণও মানব সেবায় অবদান রেখে প্রশংসিত হচ্ছেন। ডা. আফসানা রহমান এমনি এক উদীয়মান বাংলাদেশী-আমেরিকান চিকিৎসক যিনি আমেরিকানদের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশী সহ দেশের মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চান। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশের শরিয়তপুর সদরে জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশী-আমেরিকান চিকিৎসক আফসানা রহমান এমডি। ২০১৭ সালে ডাক্তারী পাশ (মেডিসিন) করে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন নিউইয়র্কের নর্থশোর ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে। স্বামী মঈনুদ্দীন চৌধুরী (এমএস, এমপিএইচ), পেশায় সাইন্টিস্ট। বাবা আমিনুর রহমান রুবেল আর মা ফেরদৌসী রহমানের হাত ধরে ৬ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী হন। তার এক ছোট ভাই (মাহিনুর রহমান শান্ত) রয়েছে। স্বামী বায়োলজিষ্ট মঈনুদ্দীন চৌধুরীর সাথে বসবাস কুইন্সের এলমহার্স্ট। আফসানা রহমান মা-বাবার স্বপ্ন পূরণের পাশাপাশি নিজের স্বপ্ন পূরণে হয়েছেন ডাক্তার। তার ছোট ভাইকে নিয়ে মা-বাবা বসবাস করেন কুইন্সের জ্যামাইকা। বাবা আমিনুর রহমান রুবেল বাংলাদেশ- আমেরিকান সোসাইটির সহ সভাপতি এবং শরিয়তপুর সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সহ সভাপতি। নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বসবাসকারী ডা. আফসানার শশুর বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর (অব:) মোহাম্মদ আলী আর শাশুরী রেহানা বেগম। তারা উভয়ে নিউইয়র্কে শিক্ষকতা পেশায় জড়িত। এদিকে ব্যক্তিগত জীবনে আফসানা মা-বাবার মতো সংস্কৃতিমনা মানুষ। তার শখ মৃৎ শিল্পের আর্ট করা আর গান গাওয়ার পাশাপাশি ভ্রমণ। ইতিমধ্যেই বিশ্বের ১১টি দেশ সফল করছেন। ক্লাসিক গানও তার খুব প্রিয়। তবে নিয়মিত নন, মাঝে-মধ্যে গান গেয়ে থাকেন। ডা. আফসানা পেশাগত কাজে উগান্ডা ও নেপালে এক মাস করে সেখানকার হাসপাতালে রোগীদের সেবা দিয়েছেন। নিউইয়র্কের হাসপাতালে ডা. আফসনা রহমান আর তার স্বামী মঈনুদ্দীন চৌধুরী কাজ করছেন ল্যাবে। বলা যায়, স্বামী-স্ত্রী মিলেই লড়ছেন করোনা রোগীদের সুস্থ্য করার মহৎ সেবায়।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে ডা. আফসানা রহমান জানান, মানব সেবার ব্রত নিয়ে আফসানা রহমান সেবা দিয়ে যাচ্ছেন রোগীদের। করোনা প্রাদুর্ভাবের প্রথম দিকে নিজেও করোনায় আক্রান্ত হন। সে সময় এক কঠিন সময় পার করতে হয়। পরবর্তীতে করোনা জয়ী হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। অতি সম্প্রতি নিয়েছেন করোনা ভ্যাকসিন।

ডা. আফসানা রহমান জানান, করোনা প্রতিরোধে ভ্যাকসিন নেয়া প্রয়োজন। এতে কোন ভয় নেই। তেমন কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও নেই। তিনি সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই প্রবাসী বাংলাদেশী সহ সকল আমেরিকানকে ভ্যাকসিন নেয়ার আহ্বান জানান।

গর্বিত কন্যা ডা. আফসানাকে নিয়ে গর্বের শেষ নেই মা ফেরদৌসী রহমান ও বাবা আমিনুর রহমান রুবেলের। তারাও চান তাদের মেয়ে মানুষের সেবা করুক, আজীবন মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকুক।

ফেরদৌসী রহমান ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান, ছোট বেলা থেকেই আফসানা লেখাপড়ায় ভালো ছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে ডাক্তারী পড়া সহজ নয় এবং ব্যয়বহুল। কিন্তু আফসানাকে ডাক্তারী পড়াতে আমাদের তেমন কষ্ট হয়নি। মেয়েটা পড়াশুনায় ভালো হওয়ায় নিজের চেষ্টা বলেই সবসময় ভালো ফল করেছে। এমনকি স্কলারশীপও পেয়েছে। আমরা শুধু গাইড দিয়েছি। তিনি বলেন, সন্তানদের সঠিক সময়ে সঠিক গাইড লাইন দেয়াটাই আভিভাবকদের প্রথম ও প্রধান কাজ।

বাবা আমিনুর রহমান রুবেল বলেন, আমাদের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। কন্যা আফসানার কাছে প্রত্যাশা সে তার চিকিৎসা সেবা দিয়ে আমেরিকানদের পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষদেরও সেবা দিয়ে সবার স্বপ্ন পূরণ করবে। বিশেষ করে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির পাশে থেকে আফসানা কাজ করবে। পাশাপাশি কন্যার যেকোন ভালো উদ্যোগে তিনি সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

মানতার সেবার জন্য নববিবাহিত স্ত্রী ডা. আফসানার আগ্রহ ও উৎসাহে গর্বিত তার স্বামী মঈন উদ্দিন চৌধুরী। তিনি বলেন, আফসানার মতো স্ত্রী পেয়ে আমি হ্যাপী। মানবতার সেবায় সে ভালো করুক, অবসন রাখুন এটাই আমার কামনা।

ডা. আফসানা রহমান ভবিষ্যতে কার্ডিওলোজী বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা দিতে চান। চান আমেরিকার পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষের সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে। এজন্য জন্মস্থান শরীয়তপুরে গড়তে চান ক্লিনিক বা হাসপাতাল।

ট্রাম্পকে অপসারণ দাবী প্রবাসীদের

(শেষের পাতার পর)

ও লেখক মনজুর কাদের তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ট্রাম্প ও তার সমর্থকদের ধারাবাহিক আচরণে তাজ্জব ও হতবাক হয়ে গেছি। রিপাবলিকান দলের চিরস্থায়ী ক্ষতি হয়ে গেল। একজন নাগরিক হিসেবে আমার গানিবোধ হচ্ছে। ট্রাম্প অভিশংসন ও ফৌজদারি বিচার হওয়ার মতো অপরাধ করেছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আসলাম আহমাদ খান বলেন, প্রেসিডেন্ট একটা দেশের অভিভাবক। তার কাজ হলো অনুরাগ বা বিরাগের ঊর্ধ্বে ওঠে শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সব জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুরু থেকেই অভিভাবক সুলভ আচরণের পরিবর্তে বিভেদ তৈরি করে দেশকে সংঘাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। মনগড়া অভিযোগের ভিত্তিতে জনরায়কে পাল্টে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তার আচরণ গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্রের স্বার্থে তাকে বিচারের মুখোমুখি করা প্রয়োজন। তা নাহলে ভবিষ্যতে আমেরিকার গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়বে।

গণজাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক সৈয়দ জাকির আহমেদ রনি তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, প্রগতিশীলদের সিদ্ধান্তহীনতা এবং সময়ের সঙ্গে তাল মিলাতে পারার অযোগ্যতার কারণে রক্ষণশীল ডানপন্থীরা বাধাহীন নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতেই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য চরিত্রগতভাবে যে উগ্রপন্থা অবলম্বন করছে তার সবচাইতে জঘন্য উদাহরণ আমরা দেখলাম ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে উগ্র জাতীয়তাবাদীদের আমেরিকান আইনসভায় হামলার মাধ্যমে।

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হক বলেন, কাছ থেকে দেখা জঘন্য একজন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প এমন জঘন্য পরিস্থিতি তৈরি করবেন কল্পনাও করিনি। আমেরিকার ইতিহাসে একজন লোভী, নির্লজ্জ, মিথ্যাবাদী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, তার মতো মানুষ আমেরিকার মতো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন- ভাবতেই অবাক লাগে। নির্বাচনে হেরে গেছেন; অথচ তিনি ক্ষমতা ছাড়তে চান না। যে কোনো কায়দায় ক্ষমতায় থাকার অপচেষ্টা করছেন। গত চার বছরে তার বিভিন্ন ধরনের নির্লজ্জ মিথ্যাচার এবং আজকে ক্যাপিটল ভবনের সামনের ঘটনায় বলা যায় ট্রাম্প একজন চরম লোভী মানুষ।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের একজন কট্টর সমর্থক লিটু আনাম বলেন, একজন রিপাবলিকান সমর্থক হয়েও আমি এ ঘটনার নিন্দা জানাই। এতে দীর্ঘদিন ধরে লালন করে আসা আমেরিকান গণতন্ত্রের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। আর ট্রাম্পের ক্রমাগত মিথ্যাচার এবং উসকানিমূলক কথাই এ ঘটনার কারণ বলে আমি মনে করি।

জ্যামাইকায় বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশী গৃহবধু মাহামুদা খাতুন তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমরা এমন আমেরিকা দেখবো তা কখনো কল্পনাই করিনি। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প যা করলেন তা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকেও হার মানিয়েছে। তার কাছে আমেরিকানরা, এই দেশ নিরাপদ নয় বলেই মনে করি। প্রেসিডেন্ট পদ থেকে তাকে অপসারণ জরুরী।


NYC, মাস্ক এবং সামাজিক
দূরত্ব কাজ করছে!
COVID-19 এর সাথে লড়াই এ
পরবর্তী ধাপ কি?
এখন, ছড়িয়ে পড়াটা কম করার জন্য আমাদের সবাইকে মাঝে
মাঝে পরীক্ষা করাতে হবে, এমনকি কোন লক্ষণ না থাকলেও।
আপনি বিনামূল্যে সহজ এবং নিরাপদ পরীক্ষণ স্থানটি খুঁজতে:
NYC.GOV/COVIDTEST দেখুন বা
212-COVID19 নম্বরে ফোন করুন
NYC
Test & Trace Corps



এ কেমন বর্বরতা!



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনে কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্তের নির্মম হামলায় রক্তাক্ত হলেন বাংলাদেশী আবদুর রহমান। দুর্বৃত্তের হামলার তার ডান চোখের হাড় ভেঙ্গে গেছে। সারা শরীরে মারের দাগ। ছিনতাই হয়েছে তার ওয়ালেট। চুর্নবিচুর্ণ হয়েছে তার গাড়ী। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১জানুয়ারী শুক্রবার সকাল ৭টায় নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের ৫২৪ পাইন স্ট্রীটে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ দুর্বৃত্তকে আটক করতে পারেনি। উপরন্তু থানায় অভিযোগ করায় দূর্বৃত্তরা তার বাসায় এসে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভয়ে এলাকা ছাড়ার চিন্তা-ভাবনা রহমানের পরিবার।

জানা গেছে, সারারাত উবার চালিয়ে সকাল সাতটায় বাসার অল্প দূরে গাড়ী পার্ক করে মায়ের সাথে বাংলাদেশে কথা বলছিলেন রহমান। এমন সময় একজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক এসে তার সাথে অযথা বিতর্কে জড়ায় এবং এখানে গাড়ী পার্ক না করে অন্যত্র চলে যেতে হুমকি দেয়। অথচ কোন বাসার সামনে নয় এটা ছিলো রেগুলার পার্কিং। তার কথা অমান্য করায় তাকে বেধরক পিটাতে শুরু করে। ঘুষিতে রহমানের দুচোখের কোনে কালশিটে দাগ পড়ে যায়। ভেঙে যায় ডান চোখের হাড়। গাড়ীর কাঁচ ভেঙে চুড়মার করা হয়। অচেতন হয়ে রহমান মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দুর্বৃত্ত তার ওয়ালেট এবং ফোন নিয়ে পালিয়ে যায়। কেউ ৯১১ কল করলে পুলিশ এসে রহমানকে জ্যামাইকা হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন।

ঘটনার ব্যাপারে স্থানীয় ৭৫ প্রিসিংকটে মামলা হয়েছে। মামলার ডকেট নং-২০২১০৭৫৩১। নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের ডিটেকটিভ বেন মানেন মামলাটি তদন্ত করছেন।

এদিকে থানায় মামলা করায় পরদিন শনিবার সকাল ১১ টায় বাসায় এসে কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্তটি আবারো শাসিয়ে যায়। প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে। এ নিয়ে একই থানায় আরো একটি মামলা হয়েছে। এটি তদন্ত করছেন ডিটেকটিভ শর্মা। অপরদিকে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আসামি আটক না হওয়ায় আতংকে আছে রহমানের পরিবার। ভয়ে তারা এলাকা ছাড়ার কথা ভাবছেন।

আহত আব্দুর রহমানের দেশের বাড়ী নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ। গত আগষ্টে আবদুর রহমান দেশে বসবাসরত তার বাবাকে হারিয়েছেন।

‘রোম যখন পুড়ছে নিরু তখন বাশি বাজাচ্ছেন’

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রোম যখন পুড়ছে নিরু তখন বাশি বাজাচ্ছেন। ইতিহাসের সেই অমর সত্যই লক্ষ্য করা গেলো গত বুধবার (৬ জানুয়ারী)। সেদিন যখন ক্যাপিটল হিল ঘেরাও ও হামলার পরিকল্পনা হচ্ছে, ঠিক তখনি বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সমর্থকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে সপরিবারে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। একটি ভিডিও বার্তায় দেখা যায় ঘেরাও সমাবেশ শুরুর পর এবং ক্যাপিটল হিলে হামলার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প ফাস্ট লেডি মেলিনিয়া ট্রাম্প সহ তার পুত্র ট্রাম্প জুনিয়ার ও ঘনিষ্টজনদের নিয়ে হোয়াইট হাউসের একটি কক্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিভি পর্দায় তা প্রত্যক্ষ করছেন। এসময় ট্রাম্প পরিবারকে হাস্যোজ্জল এবং কাউকে কাউকে গানের তালে তালে নাচতেও দেখা যায়।



Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162



বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শাবনূর। এখন তিনি থাকছেন সুদূর অস্ট্রেলিয়ায়। একমাত্র পুত্র ও ভাই-বোনদের নিয়ে বসবাস করেন এ নায়িকা। কিন্তু সম্প্রতি এই তারকাকে দেখা যাচ্ছে ফেসবুকে বেশ সক্রিয়।একাধিক ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় প্রতিদিনই পোস্ট করা হয় নানা রকম ছবি ও স্ট্যাটাস। কিন্তু অবশেষে জানা গেলো এগুলোর একটাও শাবনূরের আইডি নয়। এমনটা জানিয়েছেন খোদ এ নায়িকা।এতসব আইডি-পেজের ভিড়ে একটি মাত্র আইডি তিনি চালান। আর কোনো আইডি বা পেজের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট নন। সবই ভুয়া।

শাবনূর বলেন, ফেসবুকে আমার নামে অজস্র পেজ ও অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এগুলো আমি চালাই না। শুধু একটি আইডি রয়েছে যা অনেক আগে আমি খুলেছিলাম। সেটাতে আমি নিজেই নিয়মিত নই। তাই ওটাকেও এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছি। কারণ এসব একাউন্টের মাধ্যমে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে। তাই সবাই সাবধান থাকুন। নইলে যে কোনো সময় হয়তো প্রতারণার শিকার হতে পারেন।

জাফর ইকবাল ছিলেন গল্পের রাজকুমার : ববিতা

বিনোদন ডেস্ক: বাংলা চলচ্চিত্রের সুদর্শন ও স্টাইলিশ নায়কদের মধ্যে অন্যতম জাফর ইকবাল। যেমন স্টাইলিশ তেমন অভিমানী, আবেগ-প্রবণ। ছিলেন বোহেমিয়ান। জাফর ইকবাল চিরসবুজ নায়ক হিসেবে পরিচিত। শহুরে রোমান্টিক ও রাগী তরুণের ভূমিকায় দারুণ মানালেও সব ধরনের চরিত্রে ছিল তাঁর সহজ বিচরণ। অভিনয়ের পাশাপাশি বাস্তবজীবনে চমৎকার গান গাইতে পারা এ অভিনেতা বেশ কিছু ছবিতে গায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

১৯৫০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার গুলশানে জন্ম জাফর ইকবালের। বাড়িতে গানবাজনার রেওয়াজ ছিল। তাঁর বোন শাহনাজ রহমতুল্লাহ একজন সুপরিচিত কণ্ঠশিল্পী। বড় ভাই আনোয়ার পারভেজও নামকরা শিল্পী। জাফর ইকবাল প্রথমে গায়ক হিসেবেই পরিচিতি পান। ১৯৯২ সালের ৮ জানুয়ারী পাড়ি দেন জীবনের ওপারে। নায়ক জাফর ইকবালের সঙ্গে জুটি হয়ে ৩০টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন ববিতা। তাঁদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। প্রেমের কথাও শোনা যেত সেই সময়ে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেত্রী ববিতা নায়ক জাফর ইকবালকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেন।



ববিতা শুক্রবার (৮ জানুয়ারী) আলাপকালে বললেন, জাফর ইকবাল অভিনীত শেষ সিনেমা ছিল 'লক্ষ্মীর সংসার'। সেই সিনেমায় একটি সংলাপ ছিল, 'ভাই আজিমপুর যাবো কীভাবে?' এখনো আমার কানে বাজে তার বলা সংলাপটি। ছবিটি মুক্তির কিছুদিন পরই পাড়ি দেন জীবনের ওপারে। এ যেন শুরু হওয়ার আগেই সব শেষ হয়ে যাওয়া। চলচ্চিত্রকে আরো অনেক কিছু দিতে পারতেন। নিজেকে নিয়ে যেতে পারতেন অনন্য উচ্চতায়। কিন্তু ক্যান্সার বাধা হয়ে দাঁড়ালো বাংলা চলচ্চিত্রের এগিয়ে যাওয়ার পথে। কেড়ে নিল একটি তরতাজা প্রাণ। ভেঙে গেল হাজারো স্বপ্ন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই অভিনেত্রী বলেন, অনেক বড় বড় অভিনেতার সঙ্গে কাজ করেছি। আমাদের নায়করাজ রাজ্জাক ভাই, ফারুক, সোহেল রানাসহ আরো অনেকের অভিনয়ে আজও মুগ্ধ হয়েছি। ভারতের সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও অভিনয় করেছি। কিন্তু আমার পছন্দের নায়ক ছিল জাফর ইকবাল। তার কিছু জিনিস আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করত। তিনি সুদর্শন ছিলেন। তার অভিনয় সাবলীল। তার কণ্ঠ, ব্যক্তিত্ব, ফ্যাশন সচেতনতা, রুচিবোধ চমৎকার। খুব ভালো ইংরেজি গান গাইতে পারতেন। গিটার বাজিয়ে ওর মুখে ইংলিশ গান শোনাটা আমাদের সময়কার যেকোনো মেয়ের জন্য স্বপ্নের একটি মুহূর্ত। ওর মতো পরিপূর্ণ কোনো নায়ক আমাদের চলচ্চিত্রে আসেনি।'

যে কথা চিরপ্রচলিত জাফর ইকবালের ক্ষেত্রে, এক চির বোহেমিয়ান, জিপসির মতো ছিলেন- ববিতাও বললেন সে কথা, উনি খুব অভিমানী এবং আবেগপ্রবণ ছিলেন। কিছুটা বোহেমিয়ান স্বভাবের। জীবনযাপন ছিল কিছুটা অগোছালো। নিজের সময়ে তো বটেই, পরের সব প্রজন্মকেই প্রভাবিত করেছেন তিনি। শুধু অভিনয় বা গান দিয়ে নয়, ব্যক্তিত্বের আবেদন, পোশাক, স্টাইল- সব মিলিয়ে জাফর ইকবাল যেন ছিলেন এক গল্পের রাজকুমার! নিজস্বতা ছিল অভিনয়ে। বাংলা চলচ্চিত্র তাঁকে মনে রাখবে।'

জাফর ইকবাল অভিনীত প্রথম সিনেমার নাম 'আপন পর'। খান আতাউর রহমান পরিচালনা করেছিলেন ছবিটি। ১৯৬৯ সালে মুক্তি পাওয়া ছবিটিতে তার নায়িকা ছিলেন কবরী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন জাফর ইকবাল। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে চলচ্চিত্রে নিয়মিত অভিনয় শুরু করেন। 'সূর্যসংগ্রাম' ও এর সিকুয়েল 'সূর্যগ্রহণ' চলচ্চিত্রে ববিতার বিপরীতে অভিনয় করেন। ১৯৭৫ সালে 'মাস্তান' চলচ্চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় তাঁকে সে প্রজন্মের প্রতিনিধিত্বকারী নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। রোমান্টিক নায়ক হিসেবে পরিচিতি পান 'নয়নের আলো' সিনেমার মাধ্যমে। সর্বমোট ১৫০টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন জাফর ইকবাল।

গায়ক হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্য। ছোটবেলা থেকেই গানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৬ সালে বন্ধুদের নিয়ে 'রোলিং স্টোন' ব্যান্ড গড়েছিলেন। এলভিস প্রিসলি তার খুব প্রিয় ছিল। সংগীত পরিচালক ভাই আনোয়ার পারভেজের সুরে 'বদনাম' ছবির 'হয় যদি বদনাম হোক আরও' গানটি দিয়ে চলচ্চিত্র প্লেব্যাকে অভিষেক হয় তার। সুরকার আলাউদ্দিন আলীর সুরে অনেক গান গেয়েছেন তিনি। তার গাওয়া শ্রোতাপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে 'সুখে থেকো ও আমার নন্দিনী হয়ে কারো ঘরণী', 'তুমি আমার জীবন, আমি তোমার জীবন', 'হয় যদি বদনাম হোক আরও' আশির দশকে 'কেন তুমি কাঁদালে' শিরোনামে একটি অডিও অ্যালবাম প্রকাশ হয়েছিল তার।



সানি লিওনের নাচের ভিডিও ভাইরাল

বিনোদন ডেস্ক: ফের নতুন ভিডিও শেয়ার করলেন সানি লিওন। যেখানে ফুচকার দোকানের সামনে কলসি নিয়ে নাচতে দেখা বলিউড অভিনেত্রীকে। নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ওই ভিডিও শেয়ার করেন সানি। যা প্রকাশ্যে আসতেই তা ভাইরাল হয়ে যায় হু হু করে। শুধু কলসি নিয়ে সানির নাচ নয়, বিক্রম ভাটের সঙ্গেও একটি ভিডিও শেয়ার করেন সানি লিওন। পরবর্তী সিনেমার শুটিংয়ের জন্যই সানি লিওন ওই ভিডিও শুট করেন বলে জানা যায়। যদিও বিক্রম ভাটের কোন প্রজেক্টের জন্য সানি লিওন শুটিং করছেন, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মুম্বইতে ফেরেন সানি লিওন।

মুম্বইতে ফেরার সময় সেই ভিডিও শেয়ার করেন সানি। করোনা আবহে হঠাৎ করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন সানি লিওন। স্বামী ড্যানিয়েল ওয়েবার এবং ৩ সন্তানকে নিয়ে মার্কিন মুলুকে উড়ে যান সানি। যা নিয়ে একের পর এক কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় অভিনেত্রীকে। মুম্বইতে নিজের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্যারিয়ার তৈরি করেও, কঠিন পরিস্থিতিতে সানি কেন মার্কিন মুলুকে উড়ে যাচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন করেন অনেকেই।



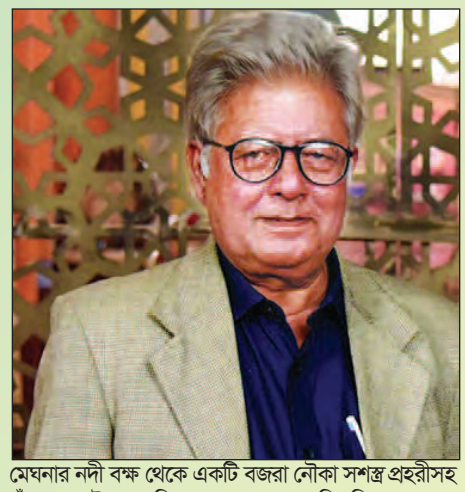
মেয়েরা চমকে দিল আঁখি আলমগীরকে

বিনোদন ডেস্ক: কণ্ঠশিল্পী আঁখি আলমগীর। স্বনামধন্য অভিনেতা আলমগীর ও গীতিকবি খোশনূরের কন্যা তিনি। 'ভাত দে' সিনেমায় অভিনয় করে শিশুশিল্পী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জয় করলেও নিজেকে তিনি গায়িকা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ৭ জানুয়ারী ছিলো আঁখি আলমগীরের জন্মদিন। বিশেষ এই দিনটিতে ভালোবাসায় সিক্ত হন আঁখি আলমগীর। তবে করোনার বছরে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা আঁখি আলমগীরকে জন্মদিনে বিশেষভাবে চমকে দিল তাঁর মেয়েরা। এ তারকার বড় মেয়ের নাম স্নেহা। আর ছোট মেয়ের নাম আরিয়া। তারা মায়ের জন্মদিনে সারপ্রাইজ দিয়ে মুগ্ধ করে দিয়েছে। কিছু ছবি ও ভিডিও ফেসবুকে আপলোড করে সে খবরই জানিয়েছেন জনপ্রিয় এই সংগীতশিল্পী। ফেসবুকে আঁখি লিখেছেন, 'আমার মেয়েরা জন্মদিনের পার্টি আয়োজন করে চমকে দিয়েছে।'

চলতি মাসে ঢাকার বাইরে দু-তিনটি স্টেজ শো রয়েছে আঁখি আলমগীরের। এরই মধ্যে ইমন সাহার সুর ও সংগীতে দুটি সিনেমায় গানও গেয়েছেন তিনি। আঁখি ১৯৮৪ সালে আমজাদ হোসেন পরিচালিত ভাত দে চলচ্চিত্রে কিশোরী জরি চরিত্রে অভিনয় করেন। এতে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। আঁখি প্রথম চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক করেন বিদ্রোহী বধূ (১৯৯৪) চলচ্চিত্রে। তখন তিনি দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করতেন। ১৯৯৬ সালে আঁখি আলাউদ্দিন আলীর সুরে সত্যের মৃত্যু নেই চলচ্চিত্রের গানে কণ্ঠ দেন।

১৯৯৭ সালে তার প্রথম গানের অ্যালবাম প্রথম কলি প্রকাশিত হয়। পরের বছর তার সাড়া জাগানো বিষের কাঁটা অ্যালবামটিও প্রকাশিত হয়। এই অ্যালবামের 'বন্ধু আমার রসিয়া' ও 'পিরীতি বিষের কাঁটা' গান দুটি শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

মামুনুর রশীদের কলমে ঢাকার ইতিহাস



বিনোদন ডেস্ক: নাট্যকার-অভিনেতা ও নির্দেশক মামুনুর রশীদের কলমে এবার উঠে আসছে ঢাকার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস। বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) জন্য তিনি রচনা করেছেন 'জিন্দাবাহার' নামে দীর্ঘ একটি ধারাবাহিক নাটক। প্রযোজনা ও পরিচালনায় রয়েছেন ফজলে আজিম জুয়েল। ইতিমধ্যে প্রথম লটের শুটিংও শেষ হয়েছে। খুব শিগগিরই বিটিভিতে প্রচার শুরু হবে নাটকটি। ধারাবাহিকটিতে একসঙ্গে দেখা মিলবে জনপ্রিয় সব তারকাদের। অভিনয় করেছেন মামুনুর রশীদ, লুৎফর রহমান জর্জ, আজাদ আবুল কালাম, আহমেদ রুবেল, অনন্ত হীরা, শতাব্দী ওয়াদুদ, শাহ আলম দুলাল, সমু চৌধুরী, শামীম ভিস্তি, রোজী সিদ্দিকী, নাজনীন চুমকি, মুনিরা বেগম মেমী, শর্মীমালা, নাইরুজ সিফাতসহ অনেকে। নাটকের কাহিনীতে দেখা যাবে ১৭৫৮ সাল।

মেঘনার নদী বক্ষ থেকে একটি বজরা নৌকা সশস্ত্র প্রহরীসহ চাঁদপুর ঘাটে এসে ভিড়ে। গন্তব্য ঢাকার জিনজিরা প্রাসাদ। নৌকার আরোহীরা হচ্ছেন নিহত নবাব সিরাজ-উদ্[]-দৌলার স্ত্রী লুৎফা, কন্যা উম্মে জোহরা, খালা ঘসেটি বেগম, মাতা আমেনা বেগম। স্বল্প বিরতির পর পাল তোলা বজরায় আবার ঢাকা অভিমুখে যাত্রা। এখান থেকেই শুরু অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়কালীন ঢাকার আখ্যান 'জিন্দাবাহার'। একদা সুবে বাংলার রাজধানী ঢাকা এখন পরিত্যক্ত। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুর্শিদাবাদ জয় করার পর ঢাকার ইংরেজ কুঠি আবার সরব হতে থাকে। বিখ্যাত মসলিন প্রস্তুতকারীদের ঢাকায় তখন উজ্জ্বল সময় চলছিল। নবাব পরিবারের সদস্যদের জিনজিরা প্রাসাদে নির্মম নির্বাসনে কাটছে দিন, তার সঙ্গে বেড়ে উঠছে আবার এক ইংরেজের ঢাকা। এই নিয়েই মূলত তৈরি হয়েছে ধারাবাহিক নাটক 'জিন্দাবাহার'।

২০২১-এর হলিউড
তালিকায় এগিয়ে আছে হরর ও অ্যাকশন ছবি



বিনোদন ডেস্ক: ২০২০ সালে অন্য সবকিছুর মতো থমকে গিয়েছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি হলিউড। ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে প্রস্তুতিও নিয়েছে এ বছর। 'দ্য রক'খ্যাত অভিনেতা ডোয়ায়েন জনসনের দুটি ছবি এ বছর হলিউড কাঁপাবে- এমনটিই মনে করছেন চলচ্চিত্রবোদ্ধারা। এগুলোর প্রথমটি মুক্তি পাবে ৩০ জুলাই। এর মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারধর্মী 'জাঙ্গল ক্রুইজ' শিরোনামের একটি ছবির পরিচালক জাওমি কলেট। এ ছবিতে ডোয়ায়েনের সঙ্গে জুটি হিসেবে থাকছেন এমিলি বান্ট। দ্বিতীয় ছবিটির নাম 'ব্ল্যাক অ্যাডাম'। এর পরিচালকও জাওমি। ছবিতে অ্যান্টি হিরো চরিত্রে দেখা যাবে ডোয়াইনকে। সঙ্গে রয়েছেন অভিনেত্রী সারাহ শাহি। এটি মুক্তি পাবে ২৩ ডিসেম্বর। এ গেল বছরের মাঝামাঝি থেকে শেষের হিসাব। কারণ বছরের শুরুটা কিন্তু সেই আগের মতোই। করোনার ভয়।

তারপরও জাস্টিন লিন পরিচালিত অ্যাকশনধর্মী ছবি 'ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস'-এর নবম কিস্তি ২৮ মে মুক্তির দিন ধার্য করা হয়েছে। এ ছবিতে অভিনয় করেছেন মিশেল রডরিগেজ, জন সিনা ও চার্লিজ থেরন প্রমুখ। মার্শাল আর্ট ও ফ্যান্টাসি অ্যাকশন ছবি 'মর্টাল কমব্যাট' মুক্তি পাবে ১৬ এপ্রিল। এর পরিচালক সাইমন ম্যাককোয়ায়েড। এতে অভিনয় করেছেন লুডি লিন ও জেসিকা ম্যাকনামি প্রমুখ। বছরের মাঝামাঝি টম ক্রুজ নিয়ে আসছেন ধামাকা। তার অভিনীত 'টপ গান : মেভেরিক' মুক্তি পাবে ২ জুলাই। নায়িকা হিসেবে রয়েছেন জেনিফার লিন কনেলি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন যোসেফ কোসিনস্কি।

গাল গাতদ ও টম বেইটম্যান অভিনীত থ্রিলার ছবি 'ডেথ অব দ্য নাইল'-এর মুক্তি দেওয়ার কথা ১৭ সেপ্টেম্বর। স্কারলেট জোহানসন, ডেভিড হারবার ও র‍্যাচেল ওয়েইজ অভিনীত ছবি 'ব্যাক উইডো' মুক্তি পাবে ৭ মে। সায়েন্স ফিকশন ছবি 'ইনফিনিট' মুক্তি পাবে ২১ মে। এ ছবিতে অভিনয় করেছেন মার্ক ওয়ালবার্গ, ডিলান ও'ব্রায়েন ও সোফি কুকসন প্রমুখ। জুডি গ্রিয়ার ও কাইলি রিচার্ডস প্রমুখ অভিনীত হররধর্মী 'হলোয়িন কিলস' মুক্তি পাচ্ছে ১৫ অক্টোবর।

দৈত্যদানবনির্ভর অ্যাকশন-থ্রিলার ছবি 'গডজিলা ভার্সেস কঙ' মুক্তি পাবে ২১ মে। এতে অভিনয় করেছেন আলেকজান্ডার কার্সগার্ড, মিলি ববি ব্রাউন ও রেবেকা হল প্রমুখ।

অতিপ্রাকৃত গল্প নিয়ে নির্মিত কমেডি ড্রামা ছবি 'গোস্টবাস্টার্স : আফটারলাইফ' মুক্তি পাবে ১১ জুন। এ ছবিতে অভিনয় করেছেন ক্যারি কুন ও পল রুড প্রমুখ। ঐতিহাসিক, গুপ্তচরবৃত্তি, অ্যাকশন ও কমেডি গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে ম্যাথিউ ভন পরিচালিত ছবি 'দ্য কিংস ম্যান'। ১২ মার্চ মুক্তি প্রতীক্ষিত এ ছবিতে অভিনয় করেছেন রাল্ফ ফিয়েন্স ও জেমা আর্টারটন প্রমুখ। আরেকটি হরর ছবি 'স্পাইরাল' মুক্তি পাবে ২০ মে।

ডারেন লিন বস্গম্যান পরিচালিত এ ছবিতে অভিনয় করেছেন ক্রিস রক ও মেরিসোল নিকোলস প্রমুখ। জেম্স বন্ডের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত ছবি 'নো টাইম টু ডাই'-এর প্রধান আকর্ষণ অভিনেতা

মন্ত্রীদের আমলনামা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের কাজের মূল্যায়ন বিশেষভাবে দেখতে শুরু করছেন সরকারপ্রধান। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রের দায়িত্বশীল সূত্রে এমন তথ্য মিলেছে।

সরকারের দুই বছর পূর্তি শেষে মন্ত্রিসভার কোন সদস্য কোন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কত দিন দায়িত্ব পালন করছেন, কাদের দপ্তর বদল হয়েছে, কাদের দপ্তর পুনর্বণ্টন হয়েছে, কে কোন মেয়াদ থেকে মন্ত্রিসভায় আছেন, কারা টানা তিন মেয়াদে সরকারপ্রধানের টিমে আছেন, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা মন্ত্রণালয় কেমন চালাচ্ছেন–এসব বিষয়ে একাধিক উৎস থেকে খবর সংগ্রহ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নিজের টিম মেম্বারদের বিষয়ে কিছু সাধারণ খবর নিয়মিত নেন প্রধানমন্ত্রী। তবে দুই বছর শেষে বিশেষভাবে খোঁজ নেওয়ার খবরে অনেকে নড়েচড়ে বসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র জানায়, মন্ত্রিসভার খোঁজখবর কেন, কী কারণে নেওয়া হচ্ছে, সেটা প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কেউ জানেন না।

টানা তিন মেয়াদের সরকারের তৃতীয় পর্বের দ্বিতীয় বছর পার করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত এক যুগে সরকারপ্রধান হিসেবে আওয়ামী লীগ সভাপতি নিজে একটানা দায়িত্ব পালন করছেন। যখন নতুন সরকার গঠন করেছেন, তখন তাঁর টিম মেম্বার পরিবর্তন করেছেন। তবে সরকার গঠনের পর বিশেষ বড় ধরনের কারণ ছাড়া মন্ত্রিসভা থেকে বাদ কাউকে দেননি। এবারের মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ বেশি হওয়ায় সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে বড় রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

সরকার, দল ও প্রশাসন–সব দিকের দায়িত্বশীলরা ধারণা করছিলেন, এক বছর পর মন্ত্রিসভায় বড় ধরনের রদবদল প্রয়োজন হবে। প্রথম বছর পূর্ণ হওয়ার পর সে রকম আলোচনাও ছিল; কিন্তু এই দুই বছরের মধ্যে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ইমরান আহমদকে প্রতিমন্ত্রী থেকে মন্ত্রী করা হয়েছে। বেগম ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরাকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়। ওই সময়ে কয়েকজন পূর্ণমন্ত্রীর যোগ ও বেশ কয়েকজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর পুনর্বণ্টনের জোর আলোচনা ছিল; কিন্তু আর কিছু হয়নি। শুধু পরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মারা গেলে শূন্যপদ পূরণ করা হয়।

সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের একটি প্রশাসনিক সূত্র জানায়, সরকার গঠনের পর সরকারপ্রধান তাঁর টিম মেম্বারদের কাজের মূল্যায়নের জন্য অন্তত দুই বছর সময় নেন। প্রধানমন্ত্রী তাই স্বাভাবিকভাবেই খোঁজখবর নিচ্ছেন। মন্ত্রিসভার একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, মন্ত্রিসভায় যত হেভিওয়েটই থাকুন, প্রধানমন্ত্রীকেই সব দিক দেখতে হয়। কিন্তু এবার একেবারে নতুনদের নিয়ে যাত্রা শুরু করায় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক বেশি 'লোড' নিতে হচ্ছে। সে বিচারে তিনি কিছু পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারেন। তবে কেউ বাদ পড়ার আশঙ্কা কম। কয়েকজন পূর্ণমন্ত্রী যোগ হওয়ার সঙ্গে বিদ্যমানদের দপ্তর বদল ও পুনর্বণ্টনের সম্ভাবনা রয়েছে।

মন্ত্রিসভার রদবদলের দাপ্তরিক বিষয়গুলো দেখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি অনুবিভাগ। এই অনুবিভাগের প্রধান ও অতিরিক্ত সচিব সোলতান আহ্মদের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার। কোনো সিদ্ধান্ত থাকলে তিনি মন্ত্রিপরিষদসচিবকে নির্দেশ দেন। এরপর আমরা জানতে পারি। এখন পর্যন্ত এসংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা নেই।'

কেমন গেল দুই বছর : গত দুই বছরে বড় বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকলেও খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি ছিল না। কিন্তু ব্যবস্থাপনায় ঘাটতির কারণে গতবারের মতো এবারও সমালোচনা সইতে হয়েছে সরকারকে। কৃষক ও মিল মালিকদের কাছ থেকে ঠিকভাবে ধান-চাল সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। বিপরীতে ঠিক সময়ে চাল আমদানিও হয়নি। বিলম্বে দেওয়া চাল আমদানির অনুমোদনও খাদ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠরা বেশি সুযোগ পাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সাবেক এই চাল ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত ফল আসেনি বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এখনো চালের দাম বাড়তির দিকেই।

অন্যদিকে পেঁয়াজের জোগান ও দাম ব্যবস্থাপনায় সমালোচিত হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। আর এখন ভোজ্য তেল গত ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাম বলে আবারও সমালোচনার মুখে পড়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। রাজাকারের তালিকা প্রকাশের একাধিক প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পূরণ হয়নি। অন্যদিকে করোনা নিয়ে প্রথম দিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কপালে ব্যাপক সমালোচনা জুটলেও শেষতক ভালো অবস্থানে ফিরেছেন।

ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কাজে সমন্বয়ের সমস্যা হচ্ছিল প্রথম দিকেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার গঠনের মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় গত ২০১৯ সালের মে মাসে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের দায়িত্ব কমিয়ে তাঁকে শুধু ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ডাক টিকিটে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ৭৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী' লেখা থাকায় নতুনভাবে সমালোচনায় আছেন মোস্তাফা জব্বার। একই আদেশে অন্য তিনটি পরিবর্তনও আনা হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলামের দায়িত্ব কমিয়ে শুধু স্থানীয় সরকার বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্যকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসানকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবেও মন্ত্রিসভার কেউ কেউ সমালোচিত হচ্ছেন। কারোর বিরুদ্ধে বিতর্কিত ব্যবসায়ীর কাছ থেকে গাড়ি উপহার নেওয়া, কেউ বা সাধারণদের জন্য বরাদ্দের প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

অন্যদিকে ভালো কাজে সুনাম কুড়িয়েছে কিছু মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। ভূমি সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। ইলিশের অব্যাহত উৎপাদন বৃদ্ধির সুনাম গেছে মৎস্য মন্ত্রণালয়ের তিলকে। করোনাকালে পর্যাপ্ত ত্রাণ বরাদ্দ কার্যক্রম এবং আম্ফানসহ একাধিক দুর্যোগ সামলেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

শেখ হাসিনার টানা তৃতীয় মেয়াদের সরকার গঠনের ক্ষেত্রে চমক বর্তমান মন্ত্রিসভা। সব রাজনৈতিক নেতা ও বিশ্লেষকের হিসাব-নিকাশ উল্টে দিয়ে বেশির ভাগ নতুন সদস্য নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন প্রধানমন্ত্রী। জোটে নির্বাচন করেও সরকারে শুধু আওয়ামী লীগ আছে। ৪৮ সদস্যের মন্ত্রিসভায় নতুন মুখের সংখ্যাই অর্ধেকের বেশি।

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.





SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে



পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্‌স কাজী অফিস

সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩

৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস

ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)



ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থরক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal

❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.

Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311

BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

আনন্দ বেদনা-উদ্বেগ উৎকণ্ঠায়

(৯ পাতার পর)

হসপিটালের বাইরে খোলা জায়গায় মানুষের চিকিৎসা দেয়া হত। ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরামহীন প্রচেষ্টা ছিল লক্ষণীয়। নিজেদের জীবন ২৪ ঘন্টায় ঝুকির মধ্যে থাকলেও তারা তাদের পেশাগত দায়িত্ব খুব নিষ্ঠার সাথে করে গেছেন। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে লাশ সংরক্ষণ বা দাফনের বিষয়টা ছিল মারাত্মক ভয়ের এবং আতংকের। স্বজনেরা ভয়ে মৃত ব্যাক্তির কাছে কিনারেও যেতনা ফলে দিনের পর দিন বড় বড় ফ্রিজিং ট্রাকে লাশের স্তুপ জমে পড়েছিল শেষ পর্যন্ত এসব লাশকে গণ কবর দিতে হয়েছে। আর যারা সাহস করে লাশ নিয়ে সৎকার করে দাফনের ব্যাবস্থা করতেন সিমিত সংখ্যক স্বজন, বন্ধু-বান্ধব হয়ত এগিয়ে আসতেন। এমন ভয়াবহ অবস্থা পৃথিবীর মানুষকে দেখতে হবে এমনটি কোনদিন মানুষ ভাবতে পারেনি। মানুষ এতটা অসহায় ছিল যে কোন মুহূর্তে তার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে এমন ভাবনাই তাকে তারা করতো।

আমরা যারা বাঙালীরা এই নিউইয়র্ক শহরে বসবাস করছি লক-ডাউন এর এক পর্যায়ে যখন সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল যেমন ট্রেন যোগাযোগ, বাস যোগাযোগ, হোটেল রেস্তোরা, গ্রোসারী এমনকি সংবাদপত্রগুলোও মনে হলো দীর্ঘ মেয়াদী এক বন্দী জীবন আমাদের শুরু হয়ে গেল, মানুষ গ্রোসারী কেনাকাটা করে দূর্দিনের জন্য জমা করতে শুরু করলো। এরিমধ্যে হিড়িক পড়লো কেনাকাটার যেন এক নগ্ন প্রতিযোগীতা শুরু হল, কোন কিছু মানছিল না মানুষ। মানুষের মধ্যে খাই খাই ভাব ছিল লক্ষণীয় মানুষ একরকম হিংস্র হয়ে উঠেছিল বণ্য প্রাণীর মত। আমি নিজেও স্বেচ্ছায় যেন বন্দীত্ব গ্রহণ করলাম-কোন কিছুর প্রয়োজন হলে গ্রোসারীতে কল দিয়ে অর্ডার করতাম। আর তাদের অনুরোধ করতাম ডেলিভারী দিয়ে যাওয়ার জন্য। ডেলিভারী নিয়ে আসলে জানালা একটু ফাঁক করে টাকাটা বাহিরে বের করে দিতাম। কোন বাংলা নিউজ পেপার ছিলনা বেশ কয়দিন, সদ্য প্রকাশিত নবযুগ প্রতিশুক্রবারে রুকলীনে আসতো-সাগর ভাই নিজেই নিয়ে আসতেন এবং কল করে জানাতেন এরপর মাস্ক পড়ে মাথায় গরম টুপি পড়ে, হ্যান্ড গ্লোভস লাগিয়ে বের হয়ে পত্রিকাটা নিয়েই বাসায় চলে আসতাম। যা ছিল এক সপ্তাহের জন্য কোন রকম সময় কাটানোর সুযোগ এর সাথে তো আছে সর্বশেষ তথ্য পাওয়ার জন্য ফেসবুক। কিছু দিন পর লকডাউন উঠে গেল, কিছুটা স্বাভাবিক যোগাযোগের হাতছানি শুরু হলো, মানুষ কাজ কর্ম শুরু করলো। রেষ্টুরেন্ট খুললো তবে বসা যাবেনা কিনে নিয়ে যেতে হবে অথবা কোন কোন রেষ্টুরেন্ট সাময়িক বাইরে রাস্তার উপর বসার আয়োজন করেছে। মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মেনেই যেখানে বসে খেতে পারতো-এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। এবার আসছি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের জনজীবন যেমন বিপর্যস্ত ছিল ঠিক তেমনি স্থবির হয়ে গিয়েছিল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা। দেশের সবচেয়ে বড় আয়ের উৎস গার্মেন্টস শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। ৪০ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে গিয়েছিল, দেশের অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর আমদানি-রফতানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী রেমিটেন্স প্রেরণকারী যোদ্ধারা যারা আমাদের সম্মানিত প্রবাসী বিদেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কর্মহীন হয়ে পরে দেশে ফেরত আসেন অনেক প্রবাসী। এমনি এক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে সরকারি কিছু পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এসব যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ফলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আমাদের অর্থনীতি। যেমন ব্যাবসায়ীদের দিলেন বিশেষ প্রণোদনা, গার্মেন্টসগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে খুলে দেয়া হল, ৪০ লক্ষ কর্মী কাজে ফিরলো যেমন দেশে রফতানি বিধি-নিষেধ উঠে গেছে। সেসব দেশে রফতানি শুরু হল ফলে চট্টগ্রামের বন্দরে কন্টেইনারের দীর্ঘ জট খুলে গেল। রফতানি বেড়ে গেল, আমদানিরও সুযোগ সৃষ্টি হল। এরপর সরকার সাধারণ জনগণের জন্য অর্থাৎ প্রতিটি পরিবারের কাছে দুইবার করে ২৫০০ শত ক্যাশ টাকা বিতরণ করেন ফোনের মাধ্যমে। সারা বাংলাদেশে যত দরীদ্র জনগোষ্ঠী হত দরিদ্র কর্মহীন পরিবার প্রত্যেক ঘরে ঘরে ত্রাণ বিতরণ শুরু করেন। এ ত্রাণ বিতরণে স্থানীয় সরকার পর্যায়ের কিছু কিছু নেতা-ডিলারের দূর্নীতির প্রমান পেয়ে তাদের বরখাস্ত করেন শেষ পর্যন্ত প্রতিটি জেলা পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণের সমন্বয়কের দায়িত্ব দেন সচিবদের, প্রশাসনের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সহযোগিতায় ত্রাণ বিতরণ করায় স্বচ্ছতা ফিরে আসে। সবচেয়ে বড় সফলতা দেখিয়েছে আমাদের পুলিশ প্রশাসন, সারা বাংলাদেশে পুলিশ দরীদ্র অসহায় মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ বিতরণ করেছেন এমনও দেখা গেছে গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমে তখন পুলিশ সদস্যরা রিকসা ভ্যান ভাড়া করে প্রত্যেকের দরজায় দরজায় ত্রাণ সামগ্রী রেখে আসছেন। আর প্রবাসীরা যারা করোনাকালীন কাজ হারিয়ে দেশে ফেরত এসেছেন অথবা যারা দেশে ফেরত এসে আর যেতে পারেনি ফ্লাইট বন্ধ থাকার কারণে সরকার প্রত্যেকটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সাথে যোগাযোগ করে প্রত্যেক প্রবাসীর ভিসার ব্যাবস্থা করেছেন। যাদের আকামা শেষ হয়ে গেছে, তাদের নতুন আকামা লাগানোর ব্যাবস্থা করেছেন। যার ফলে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে গেছেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যায়বহুল প্রজেক্ট স্বপ্নের পদ্মা সেতুর কাজ শুরুর পর থেকে একদিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি। তার পরও বেশি শ্রমিক ইঞ্জিনিয়ার চাইনিজ হওয়ায় অনেকে দেশে গিয়ে আটকা পড়েছিল বলে কাজ কিছুটা মন্থর হলেও আবার দ্রুত গতিতে এর কাজ চলছিল ২৪ ঘন্টায়। যারফলে ডিসেম্বর ২০২০, ১০ তারিখ পদ্মা সেতুর সর্বশেষ ৪১তম স্প্যান বসানোর মধ্যে দিয়ে ৬.১৫ কিলোমিটারের স্বপ্নের পদ্মা সেতু ও দৃশ্যমান হল। সারা বিশ্বের সর্বত্র মানুষের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, সংশয় কবে শেষ হবে এই মরণব্যাধি করোনা ভাইরাসের? কবে এই পৃথিবী স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ফিরে পাবে? এরিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ তারপরও মানুষ থেমে থাকেনি, চলছে তার নিরুদ্দেশ পথযাত্রা-আল্লাহ্ই একমাত্র ভরসা।

লেখক: সহ সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ,

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্লাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক সম্পর্কে অজানা ১২ তথ্য

(প্রথম পাতার পর)

সূচক অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি এখন ইলন মাস্ক। গত তিন বছর ধরে শীর্ষ ধনী অ্যামাজনের প্রধান জেফ বেজোসকে পেছনে ফেলেছেন তিনি। গতবছর প্রায় আট গুণ বেড়েছে টেসলার শেয়ারের দাম। টেসলায় ২০ শতাংশ শেয়ার আছে মাস্কের। তার সম্পর্কে জেনে নিন অজানা ১২ তথ্য।

১. দক্ষিণ আফ্রিকার ছেলে

১৯৭১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেটোরিয়াতে এলন মাস্কের জন্ম। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের পর হাইস্কুল শেষে মা আর ভাই-বোনকে নিয়ে কানাডায় চলে যান মাস্ক। সেখানে অন্টারিও'র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও পরে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা আর অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেন।

২. শেষ করেননি শিক্ষাজীবন

স্নাতকোত্তর শেষে পিএইচডি'র জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পান। কিন্তু অর্থ উপার্জনের নেশায় পিএচইডি অধরা থেকে যায়। বর্তমানে উদ্যোক্তা হিসেবে বিশ্বের তরুণদের আইকন তিনি।

৩. প্রতিভাধর

মাত্র দশ বছর বয়সে কমোডর ভিআইসি-২০ কম্পিউটার ব্যবহার করতে গিয়ে কম্পিউটারের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। শেখেন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং। ১২ বছর বয়সে বেসিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে ব্লাস্টার নামে একটি ভিডিও গেম তৈরি করে ৫০০ ডলারে পিসি অ্যান্ড অফিস টেকনোলজি ম্যাগাজিনের কাছে বিক্রি করে দেন।

৪. জিপ-টু

উদ্যোক্তা হিসেবে ভাইকে সাথে নিয়ে তিনি জিপ-টু নামে একটি সফটওয়্যার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৫ সালে এর পথচলা শুরু হলেও সফল হতে সময় লেগেছিল। সেসময় অ্যাপার্টমেন্টে থাকার খরচ না থাকায় অফিসেই ঘুমাতেন। ১৯৯৯ সালে কমপ্যাক কোম্পানির কাছে ২২ মিলিয়ন ডলারে জিপ-টু বিক্রি করেন তিনি।

৫. পেপ্যাল

পেপ্যাল নামের টাকা লেনদেনের একটি ডিজিটাল সার্ভিস চালু করে তিনি সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে যান। ১৯৯৯ সালে তিনি এক্স.কম নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যা পরে পেপ্যালের সাথে একত্রিত হয়। ২০০২ সালে ই-বে'র কাছে পেপ্যাল ১.৫ বিলিয়ন ডলারে বিক্রি করে দেন। এই বিক্রি থেকে তার লাভ থাকে ১৬৫ মিলিয়ন ডলার।

৬. স্পেস এক্সের মঙ্গল অভিযান

রকেট নির্মাণপ্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স। গত ফেব্রুয়ারিতে স্পেসএক্সের তৈরি রকেট ফ্যালকন হেভির সফল উৎক্ষেপণের পর তুমুল আলোচিত হন মাস্ক। স্পেসএক্স থেকে ফ্যালকন ১ নামের রকেটটি উৎক্ষেপণ করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়েছিলেন কিন্তু হাল ছাড়েননি। ২০৫০ সালের মধ্যে মঙ্গলে একটি পরিপূর্ণ শহর স্থাপনের পরিকল্পনা মাস্কের।

৭. টেসলা

২০০৩ সালে যখন এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এর সাথে ছিলেন না মাস্ক। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে ইলন মাস্ক বোর্ড অব ডিরেক্টরসে যোগ দিলে কোম্পানিতে আমূল পরিবর্তন আসে। বর্তমানে বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানটি র প্রধান নির্বাহী এবং পণ্য প্রকৌশলী তিনি।

৮. দ্য বোরিং কোম্পানি

২০১২ সালে এই হাইপারলুপ প্রযুক্তির দৈনন্দিন ব্যবহারে সর্বপ্রথম আগ্রহ দেখান ইলন মাস্ক। হাইপারলুপ-এর জন্য সুরঙ্গ খুঁড়তে তিনি 'দ্য বোরিং কোম্পানি' নামক একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সম্প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার গতিবেগে চলা হাইপারলুপের প্রথম পরীক্ষা সফল হয়।

৯. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠায় ইলন মাস্কের কোম্পানি স্পেস এক্স। স্পেস-এক্স-এর সবচেয়ে আধুনিক ফ্যালকন রকেটের মাধ্যমে ২০১৮ সালের মে মাসে বঙ্গবন্ধু-১ টেলিকম স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হয়।

১০. নিউরালিঙ্ক

২০১৬ সালে মাস্কের প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানিটি সম্প্রতি একটি ব্রেইন-মেশিন ইন্টারফেস প্রকাশ করেছে, যা মানুষের মস্তিষ্কের সাথে কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন যুক্ত করবে।

১১. বেতন

কোম্পানির সিইও হিসেবে বছরে বেতন নেন মাত্র এক ডলার। নিজের অংশীদারিত্ব থাকা বিভিন্ন কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশসহ আরও কিছু সুবিধা পান মাস্ক, যার বেশিরভাগই আসে টেসলা থেকে। বছরে ১ ডলার বেতন নেওয়াটা আসলে সিলিকন ভ্যালির একটা ট্রেন্ড।

১২. বিতর্কিত চরিত্র

বিতর্কের জন্ম দিতে ভালোবাসেন মাস্ক। টুইটারে নানা বিতর্কিত টুইট করেন। নিজের প্রতিষ্ঠানের সহযোগীদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন নানা সময়। একবার কমেডিয়ান জো রোগান-এর সঙ্গে অংশ নেওয়া এক পডকাস্টে সরাসরি সম্প্রচারের সময় গাঁজা সেবন করেছিলেন।

কেমন আছেন খালেদা জিয়া

(প্রথম পাতার পর)

পাশাপাশি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদেরও। পারিবারিক ও চিকিৎসক সূত্রে জানা যায়, বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থা এখনো আগের মতোই। তিনি নিজে চলাফেরা করতে পারছেন না। ডায়াবেটিস এখনো কন্ট্রোলে আসেনি। মাঝেমধ্যে তিনি বারান্দায় এসে ব্রসেন। গৃহপরিচারিকা ফাতেমা তাকে হাত ধরে নিয়ে এসে বারান্দায় বসান। বিশেষ করে বিকাল বেলা বেগম জিয়া বারান্দায় বসে কিছুটা সময় কাটান।

শারীরিকভাবে এখনো কোনো ইমপ্রুভ হয়নি। ট্রিটমেন্ট আগের মতোই চলছে। তিনি আগের মতো একটু বেলা করে ঘুম থেকে ওঠেন। ফ্রেশ হয়ে এক গ্লাস জুস পান করেন। তারপর জোহরের নামাজ আদায় করেন। পরে দুধ আর কর্নফ্লেক্স বা সুপ খান। আর বিকালে চা পান করেন। রাত ১১টার দিকে ভাত খান। বাসায় প্রতিদিন তার পছন্দের খাবার রান্না করা হয়। মাঝেমধ্যে তার বোন সেলিমা ইসলাম ও ছোট ভাই শামীম এস্কান্দারের স্ত্রী কানিজ ফাতেমা তাদের বাসা থেকে খালেদা জিয়ার জন্য খাবার রান্না করে আনেন। বেগম জিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। নিয়মিত কোরআন শরিফ তিলাওয়াত ও অজিফা পড়েন। এ ছাড়া দিনের বাকি সময় টিভি দেখেন, পত্রিকা পড়েন আর স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটান।

সরকারের নির্বাহী আদেশে শর্তসাপেক্ষে গত বছর ২৫শে মার্চ মুক্তি পান খালেদা জিয়া। তিনি তার গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় ওঠেন। দলের চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল তাকে চিকিৎসা দিচ্ছেন। লন্ডন থেকে চিকিৎসায় সমন্বয় করছেন খালেদা জিয়ার বড় ছেলে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান। যে শর্তে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে প্রথমেই ছিল বাসায় বসে চিকিৎসা নিতে হবে। কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে পারবেন না।

জানা যায়, গুলশানের বাসভবন ফিরোজার দোতলায় তার রুমেই থাকেন খালেদা জিয়া। করোনাভাইরাসের কারণে দলের কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। তবে স্বজনরা তার বাসভবনে যান। বিশেষ করে খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম এস্কান্দারের স্ত্রী কানিজ ফাতেমা প্রতিদিন যান। বাসার সবকিছু তিনিই তদারকি করেন। মোবাইল ফোনে দুই কন্যা জাফিয়া রহমান ও জাহিয়া রহমানের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলেন খালেদা জিয়া। প্রায় দিন বিকালে ফিরোজায় যান তার মেজো বোন সেলিমা ইসলাম, ভাই শামীম এস্কান্দার, ভাতিজা শাফিন এস্কান্দার ও তার স্ত্রী অরণী এস্কান্দার, ভাতিজা অভিক এস্কান্দার ও ভাগ্নে শাহরিয়া হকসহ অন্য স্বজনরা। তাদের সঙ্গে দীর্ঘসময় গল্প করে কাটান খালেদা জিয়া। জরুরি কোনো প্রয়োজন হলে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বা দলের আইনজীবী কোনো নেতাকে তিনি ডেকে পাঠান। তখন তারা সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া মামলা সংক্রান্ত কাজে আইনজীবীরা তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে জানতে চাইলে তার বোন সেলিমা ইসলাম বলেন, ওনার শারীরিক অবস্থা আগের মতোই রয়েছে। তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। চিকিৎসাও আগের নিয়মেই চলছে। তিনি মানসিকভাবে খুব ভালো আছেন। বেগম জিয়ার সঙ্গে সর্বশেষ আপনার কবে সাক্ষাৎ হয়েছে জানতে চাইলে সেলিমা ইসলাম বলেন, আমি গত কয়েকদিন ধরে কিছুটা অসুস্থ। তাই তার সঙ্গে ইদানীং দেখা হয়নি। তবে আমি তার নিয়মিত খোঁজখবর রাখছি।

খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় গঠিত চিকিৎসক প্রতিনিধিদলের প্রধান ও বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা আগের মতোই রয়েছে। তার ডায়াবেটিস ওঠানামা করে। এছাড়া থেরাপি দেয়ার জন্য একজন নার্স রয়েছেন, তিনি নিয়মিত থেরাপি দেন। খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে রিউমাটিজ আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, চোখ ও দাঁতের নানা সমস্যায় ভুগছেন।

২০১৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় পাঁচ বছরের সাজায় কারাজীবন শুরু করেন বেগম খালেদা জিয়া। পরে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায়ও তার সাজার রায় হয়। তার বিরুদ্ধে আরো ৩৪টি মামলা রয়েছে। ২৫ মাসেরও বেশি সময় কারাবন্দি থাকার পর গত বছর ২৫শে মার্চ খালেদা জিয়া করোনাকালে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 'মানবিক বিবেচনায়' সরকারের নির্বাহী আদেশে শর্তসাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য মুক্তি পান। এরপর আরো এক দফায় তার জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হয়। তারপর থেকে তিনি গুলশানের বাসা 'ফিরোজায়' রয়েছেন।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-
Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ
সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY
Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষেনড়ৎড়ঁময় জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

কথাবার্তায় অসংযত হলে যত বিপদ

(শেষের পাতার পর

জিম্মাদার; আর যে ব্যক্তি তামাশার ছলেও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যখানে একটি ঘরের জিম্মাদার, আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের জিম্মাদার।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৮০০)

আলোচ্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) মুমিনদের বাক-সংযমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিশেষত তিনি ঝগড়া পরিহার ও হাসির ছলে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। মুমিন ভালো কথা ও জিকিরের মাধ্যমে তার জিহ্বাকে সজীব রাখে। মহানবী (সা.) বলেন, 'আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে তোমার জিহ্বাকে সজীব রাখো।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৭৫)

অসংযত বাক্য ব্যয়ের যত বিপদ: অসংযত ও অনিয়ন্ত্রিত বাক্য ব্যয় মানুষকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত এবং পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কোরআন ও হাদিসে সব ধরনের অসংযত বাক্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে, যার কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

মুখের উপার্জন জাহান্নাম: মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করেন, 'হে আল্লাহর নাবী, আমরা যে কথাবার্তা বলি এগুলো সম্পর্কেও কি পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, হে মুয়াজ, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষকে শুধু জিহ্বার উপার্জনের কারণেই অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৬১৬)

কথায় কথায় শপথকারী লাঞ্ছিত হয়: যারা কথায় কথায় শপথ করে তারা লাঞ্ছিত হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'অনুসরণ কোরো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত পেছনে মানুষের নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরকে লাগিয়ে বেড়ায়।' (সুরা কালাম, আয়াত : ১০-১১)

অভিশাপ করা নিন্দনীয়: মানুষকে অভিশাপ করা নিন্দনীয়। যে ব্যক্তি মানুষকে বেশি বেশি অভিশাপ করে আল্লাহ পরকালে তাদের সুপারিশ ও সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'বেশি বেশি অভিশাপকারী কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী ও সাক্ষ্যদাতা হবে না।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৯৮)

বিতর্ক-বিবাদ পথভ্রষ্টতার কারণ: বিতর্ক ও বিবাদ মানুষকে সত্য ও সুপথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোনো সম্প্রদায় সুপথ পাওয়ার পর আবার পথভোলা হয়ে থাকলে তা শুধু তাদের বিবাদ ও বাকবিতন্ডায় জড়িত হওয়ার কারণেই হয়েছে। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন- 'এরা শুধু বাকবিতন্ডার উদ্দেশ্যেই আপনাকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়।' (সুরা জুখরুফ, আয়াত : ৫৮; সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩২৫৩)

মুমিন কথাবার্তায় সংযত হয়: অর্থহীন কথাবার্তা পরিহার মুমিনের বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিনরা সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামাজে বিনয়ী, যারা অর্থহীন কথা-কাজ থেকে বিরত থাকে।' (সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১-৩)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৭)

মুমিন কাউকে বাক্যবাণে জর্জরিত করে না: মুমিন কথাবার্তায় সংযত হয়। সে কাউকে কথার মাধ্যমে আহত করে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'প্রকৃত মুসলিম সে, যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪৮৪)

যেসব কথায় কল্যাণ রয়েছে: পবিত্র কোরআনে আল্লাহ কল্যাণকর কথার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তাদের বেশির ভাগ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের; আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাংখায় কেউ তা করলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই মহাপুরস্কার দেবেন।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১১৪)

লেখক: সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

শেখ হাসিনা সরকারের যুগ পূর্তি

(৪৬ পাতার পর)

হয়েছে আওয়ামী লীগের হাত ধরে। যদিও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি বিগত দু'টি নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়নি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, দীর্ঘ এক যুগ ক্ষমতায় থাকায় সরকারের সাফল্য অনেক। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুতিও রয়েছে। সুশাসন নিশ্চিত করা, দল ও সরকারকে আলাদা রাখার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে আওয়ামী লীগের সামনে। এ ছাড়া নির্বাচন, নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে যে আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে তা দূর করাও ক্ষমতাসীন সরকারের সামনে বড় এক চ্যালেঞ্জ।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারী দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করে আওয়ামী লীগ সরকার। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সে বছরের ১২ জুনের সংসদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর ১২ জানুয়ারী শেখ হাসিনা তৃতীয়বারের মতো সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার টানা দ্বিতীয় মেয়াদে যাত্রা শুরু করে। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবারো নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের পর ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারী সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা টানা তৃতীয় মেয়াদসহ চতুর্থবারের মতো সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।



আওয়ামী লীগ সরকারের টানা এক যুগপূর্তিতে বাংলাদেশের জনগণকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা 'দিন বদলের সনদ রূপকল্প-২০২১' উপস্থাপন করেন। জনগণ নিরঙ্কুশভাবে নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করে। একইভাবে দেশের জনগণ ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা মার্কায় গণরায় দিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির চলমান অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখে। পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনগণের আস্থা, সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টানা একযুগ দায়িত্ব পালন করছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার গত ১২ বছরে বাংলাদেশ উন্নয়ন অগ্রগতির সব সূচকে যুগান্তকারী মাইলফলক স্পর্শ করেছে। ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বসভায় উন্নয়নের রোল মডেল। অর্থনীতি ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশকে ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে অগ্রগতির অভূতপূর্ব স্মারক বহন করছে। দেশের গণতন্ত্র ও সুশাসনকে করেছে শক্তিশালী। করোনার মতো বৈশ্বিক মহামারি নিয়ন্ত্রণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশ্বের বুকে আজ বিশেষভাবে অনুকরণীয় রাষ্ট্রের মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা, দৃঢ়তা, সাহসিকতা, সততা ও কর্মনিষ্ঠা আজ বিশ্বনন্দিত। দেশের আপামর জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ও শতভাগ সমর্থন আর আস্থার কারণেই বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে এই সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে শেখ হাসিনার এই ঐতিহাসিক অভিযাত্রায় আওয়ামী লীগ সরকারের টানা এক যুগপূর্তিতে দেশের জনগণকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

আমেরিকার জীবন মেশিনের মতো

(শেষের পাতার পর)

আমেরিকায় বসবাস করেন। দেড় বছর পর গত মাসে দেশে এসেছেন এ অভিনেত্রী। গত সপ্তাহ থেকে অভিনয়ও শুরু করেছেন। পরিকল্পনায় রয়েছে আরও কিছু কাজ। এসব বিষয় নিয়েই দৈনিক যুগান্তর-এর 'হ্যালো.....' বিভাগে কথা বলেছেন তিনি। লিখেছেন- সোহেল আহসান

* করোনা মহামারিতে দেশে এসে কেমন লাগছে?

** বেশ ভালোই লাগছে। কারণ আমেরিকায় করোনার তান্ডব চলছে। রীতিমতো বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সেখানে। সেই তুলনায় দেশে করোনার ব্যাপকতা তেমন দেখছি না। তাই অনেক স্বস্তিও লাগছে। এমনিতেই অনেকদিন দেশে আসা হয়নি। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই মূলত এসেছি। তবে এ অবসর সময়ের মধ্যে কয়েকটি নাটকে অভিনয় করব। মাসখানেক পর আমেরিকায় চলে যাওয়ার পরিকল্পনাও আছে।

* গত সপ্তাহে একটি নাটকে শুটিং করেছেন। সেটি কেমন ছিল?

** চয়নিকা চৌধুরীর পরিচালনায় 'মন কেমনের দিন' নামের এক খন্ডের একটি নাটকে কাজ করেছি। গল্পও বেশ সুন্দর। এ নাটকের মাধ্যমে পাঁচ বছর পর আনিসুর রহমান মিলনের সঙ্গে অভিনয় করেছি।

* আর কী কী নাটক হাতে নিয়েছেন?

** আরও অন্তত তিনটি নাটকে অভিনয় করার পরিকল্পনা আছে। এগুলো পরিচালনা করবেন এসএম শাহীন, চয়নিকা চৌধুরী। নাটকগুলোর গল্প আমার হাতে এসেছে। এছাড়া আরও কয়েকজন নির্মাতা অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন; কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে সেগুলো ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। আমি তো অনেকটা ঘুরতেই দেশে এসেছি। তাই কিছুটা সময় নিজের জন্যও রাখতে হচ্ছে।

* ক্যারিয়ারের তুঙ্গে থাকাবস্থায় আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছেন। এ নিয়ে কখনো অনুশোচনা হয় না?

** তা তো হয়ই। আমার স্বামী আমেরিকায় সরকারি চাকরি করেন। তাই সব কিছু ছেড়ে সেখানে যাই। এরই মধ্যে আমার দুটি সন্তানও হয়েছে। ওরা বড় হচ্ছে, শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছে। তাছাড়া আমেরিকার জীবন মেশিনের মতো। অনেক ব্যস্ত থাকতে হয় কাজ নিয়ে। মাঝে মধ্যে তাই দেশে এসে পরিবার পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে যাই। এ ফাঁকে কিছু নাটকে অভিনয়ও করি।

* বর্তমান টিভি নাটক নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

** আমি দেশে না থাকলেও নিয়মিতই টিভি নাটক দেখি। অল্প সংখ্যক নাটক ছাড়া বেশিরভাগই গতানুগতিক। প্রচার মাধ্যমের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সেভাবে ভালো নাটক নির্মিত হচ্ছে কম। তাছাড়া সব কিছুর দাম বাড়লেও নাটকের দাম কমেছে। এটি শিল্প বিকাশের অন্তরায়। আর সরকারকে এ সেক্টরের দিকে মনোযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। নাট্যাঙ্গনের নেতাদের নাটকের উন্নতির জন্য আরও গভীর মনোযোগ দিতে হবে।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER



প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

ডা. মেছের-মিলনসহ অনেকেরই অবস্থা গুরুতর

(শেষের পাতার পর)

অধ্যুষিত এলাকায় করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধির চিত্র রীতিমত আতঁকে উঠার মত এবং উদ্বেগজনক। বাংলাদেশীদের বসবাস বেশী এমন একটি জনপদ রিচমন্ডহিলে শতকরা ১৭ দশমিক ১৯, ওজনপার্কে করোনার সংক্রমণের হার ১৪ দশমিক ৮৩। শুধু রিচমন্ডহিল বা ওজনপার্ক নয় জ্যাকসনহাইটস, উডসাইড, রিচমন্ডহিল, কুইন্সভিলেজ, পার্কেচেস্টার সহ বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকায় করোনার বিস্তারের চিত্র ক্রমেই বাড়ছে। এই বৃদ্ধি পাওয়া চিত্র এখন কমিউনিটিতে নতুন করে তোলপাড় সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশীদের চলাফেরায় সতর্ক হওয়ার কারণে এখনো জনবহুল এলাকাগুলো বিরাজ করছে নীরবতা। অপরদিকে কমিউনিটির নানা শ্রেনীপেশার নেতৃত্বদানকারী অনেকেই আবারো করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন, অনেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। অসুস্থদের সুস্থতার জন্য সংশ্লিস্টদের পরিবারের পক্ষ থেকে কমিউনিটির সবার দোয়া কামনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ডেন্টাল এসোসিয়েশন ইউএসএ এর সভাপতি ডা. মেসের আহমেদ ডিডিএস করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি লং আইল্যান্ড জুইস (এলআইজে) হাস-পাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কাজী আজহারুল হক মিলন সহ অনেকেরই অবস্থা গুরুতর। তিনি হাসাপাতালে কোমায় অচেতন অবস্থায় আছেন। যুক্তরাষ্ট্র যুবদল-এর সহ সভাপতি আতিকুল হক আহাদ সহ একাধিক প্রবাসী ওজনপার্কে করোনা পরিস্থিতির অবনতিশীল অবস্থার কথা স্বীকার করে বলেন, অনেকের অসুস্থতার খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং গ্রোসারী, রেস্টুরেন্ট, ডেলীতে যাতায়াতকারীরা আক্রান্ত হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন কমিউনিটি অ্যাকিভিষ্ট মাওলানা রশীদ আহমদ।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন ও স্ত্রীসহ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শে বাসায় আইসোলেশনে আছেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম।

এদিকে মাঝে লম্বা বিরতির পর আবারো করোনার সংক্রমণ এবং মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়েছে বাংলাদেশীদের মধ্যে। নিউইয়র্ক-এর লং আইল্যান্ডে বসবাসকারী সমাজকর্মী গোলাম মাজকুর পাবেল জানান, করোনায় আতংকিত স্থানীয় বাংলাদেশী। শুক্রবার করোনায় বাংলাদেশী এক ব্যক্তির জানাজা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মেরী জোবাইদা। এক ফেসবুক পোস্টে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীরা যেসব এলাকায় বেশী বসবাস করেন সেসব এলাকায় করোনা সংক্রমণের চিত্র তুলে বলেছেন করোনা বিস্তারের চিত্র জানান পরও কমিউনিটির সতর্কতা ও সাবধানতা এবং সচেতনতা যার যার নিজস্ব ব্যাপার। তার দেয়া তথ্য মতে জ্যাকসন হাইটসে হার ৯.৪৪ ভাগ, কুইন্সভিলেজ ১১.৯ ভাগ ওজ-নপার্ক ১৪.৮৩ ভাগ রিচমন্ডহিল ১৭.১৯ ভাগ পার্কচেস্টার ১০.৯৯ ভাগ। তবে এস্টোরিয়া, লং আইল্যান্ড সিটি (এলআইসি), ইস্ট এলমহার্স্ট এলাকায় সংক্রমণ কিছু কম বলে তিনি উল্লেখ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর প্রথম সিআইও হলেন ভারতীয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ভারতীয়-আমেরিকান ড. রাজ ইয়েরকে সেনাবাহিনীর প্রধান তথ্য কর্মকর্তা (সিআইও) হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। গত বছরের জুলাই মাসেই প্রথম এই পদ তৈরি করা হয়। এরফলে প্রতিরক্ষা দপ্তরে আরো একজন উচ্চপদস্থ ভারতীয়-আমেরিকানের সংখ্যা বাড়ল। এ খবর দিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া।

ড. রাজ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি করেছেন। এর আগে তিনি সেনাবাহিনীর সংক্রান্ত দপ্তরের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এক বিবৃতিতে এ তথ্য দিয়েছে পেন্টাগন। এতে বলা হয়েছে, ড. রাজের পদমর্যাদা একজন তিন তারকা জেনারেলের সমান। মার্কিন সেনাবাহিনীর তথ্য-যোগাযোগ খাতে তিনি বছরে ১৬ বিলিয়ন ডলারের বাজেট তদারকি করবেন।

তার অধিনে বিশ্বের ১০০ দেশে ১৫ হাজারের বেশি কর্মী ও সামরিক কর্মকর্তারা কাজ করবে। চীন ও রাশিয়ার মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রযুক্তি সক্ষমতা বৃদ্ধির নেতৃত্ব দেবেন তিনি। সামনের দিনগুলোতে ক্লাউড কম্পিউটিং, রোবোটিক্স ও আর্টিফি-সিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে দ্রুত আগাতে চায় মার্কিন সেন-াবাহিনী। ২৬ বছরের ক্যারিয়ারে ড. রাজ প্রতিরক্ষা ও ব্যবসায়িক নানা ক্ষেত্র সামলেছেন।

ভারতের বেঙ্গালোরে বেড়ে ওঠা ড. রাজ পড়েছেন দেশটির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে যান তিনি উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য। সেখানে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পিএইচডি করেছেন।

DHAKA CITY APARTMENT
FOR SALE

3 bedrooms, 3 bathrooms,
kitchen, dining, 3 balconies
1200 sq ft (corner plot)
Location: Road #5, Block C,
House #39
Bonasree, Rampura,
Dhaka 1219
Contact No:
718-496-5455
718-838-0972
**Great schools,
mosques, banks nearby**

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com



পাখীর জন্য ভালোবাসা

(শেষের পাতার পর)

বাবদ তাদের ব্যয় হয়েছে প্রায় ১২০০ ডলার। পাখীটি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত গৃহকর্তী রোজা পালন করেছেন প্রতিদিন। তাদের এই পাখী প্রেম এখন এলাকায় সবার মুখে মুখে।

জানা গেছে, আট বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার কাকাটিয়েল প্রজাতির এই পাখিটি মেয়ের জন্য কিনেছিলেন ইউনিসেফের সাবেক কর্মকর্তা, ব্রঙ্কস প্রবাসী জালাল আহমেদ। দীর্ঘদিনে পাখীটি পরিবারের একজন সদস্যের মত হয়ে গিয়েছিলো। ডাইনিং টেবিলে বসে সবার সাথে খাবার খায়। সারা বাড়ীতে মনের সুখে ঘুরে বেড়ায়। ডাকলে কাছে আসে। বকলে অভিমান করে।

গত ৬ জানুয়ারী প্রতিদিনের মত সন্ধ্যায় কাজ থেকে ঘরে এসে দরজায় বেল টিপলে তার স্ত্রী দরজা খুলতে আসেন। এমন সময় পাখীটি উড়ে এসে তার কাঁধে বসতে চাইলে দরজায় আঘাত লেগে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অনেক্ষন তার জ্ঞান ফিরে না আসলে তাকে স্থানীয় একজন ভেটেনারী চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে তিন তাকে দ্রুত ম্যানহাটনের একটি বার্ড হাসপাতালের ইমারজেন্সীতে নিতে বলেন। তার পরামর্শ মত মানহাটানের ৫৬২ কলম্বাস এভিনিউএর একটি বার্ড হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে পরীক্ষানিরীক্ষার পর দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করে নেন। দুদিন হাসপাতালের ভর্তি থাকার পর পাখিটি সুস্থ হলে তাকে বাসায় ফিরিয়ে আনা হয়। এজন্য প্রতিরাতে হাসপাতালের বেড ভাড়া বাবদ ২৭৭ ডলার, এক্সরে, ডাক্তার ফি, ঔষধ এবং অন্যান্য খরচ বাবদ মোট ১১০১ .১৯ ডলার পরিশোধ করতে হয়। পাখীটি এখন সুস্থ আছে বলে জানা গেছে।

কীভাবে বোঝা যাবে করোনার

(প্রথম পাতার পর)

কার শরীর কোভিডের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য কোন জায়গায় রয়েছে? যুক্তরাষ্ট্রের ভিসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলের দেওয়া তথ্য এ বিষয়েই নতুন করে আলোকপাত করেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এ গবেষণাপত্রে চারটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে, এ লক্ষণগুলো দেখা গেলে বোঝা যাবে শরীরে ভালো মাত্রায় অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ১১৩ জন কোভিড আক্রান্তের লক্ষণ দেখে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন গবেষকরা। তাদের দাবি, যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে কোভিডের চিকিৎসা করান, তাদের শরীরে অ্যান্টিবডি অনেকটাই বেশি থাকে। যারা বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করান, তাদের শরীরে সেই অ্যান্টিবডির পরিমাণ তুলনায় কম। এ ছাড়া বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে, যা দেখে বোঝা যাবে শরীরে অ্যান্টিবডির মাত্রা কেমন। যেমন– জ্বর বা পেটের গ-গোল থাকলে তার অর্থ আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করছে। কিন্তু শ্বাসকষ্ট আর গন্ধ না পাওয়ার লক্ষণ মানেই আক্রান্তের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরির মাত্রা খুবই কম।

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অ্যান্টিবডির মাত্রা বেশি কিনা, তা বোঝার জন্য যে চারটি লক্ষণের দিকে খেয়াল রাখতে হবে বলে গবেষকরা জানাচ্ছেন। যেমন শরীরে যে কোনো ধরনের সংক্রমণ হলেই জ্বর আসে। কারণ শরীর নিজের উত্তাপ বাড়িয়ে সেই রোগের সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা করে। কোভিডের ক্ষেত্রেও তাই। আবার শরীরের কোথাও প্রদাহ হলেই জ্বর আসবে। কিন্তু কোভিডের ক্ষেত্রে প্রচ-দ্রুত হারে অ্যান্টিবডি তৈরির সময়ও

উত্তাপ বেড়ে যায়। ফলে যেসব কোভিড আক্রান্ত জ্বরে ভুগেছেন, তাদের অনেকেরই শরীরে অ্যান্টিবডির মাত্রা বেশি বলে দাবি করা হচ্ছে এই গবেষণাপত্রে।

গবেষকরা আরও বলেন, যে কোনো ধরনের সংক্রমণেই খিদে কমে যায়। কোভিডের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। খিদে কমে যাওয়ার মানেও শরীর দ্রুত হারে অ্যান্টিবডি তৈরি করছে। তাই জ্বরের পাশাপাশি যদি কোনো কোভিড আক্রান্তর খিদে কমে যায়, তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তার শরীর লড়াইর জন্য বেশি পরিমাণে প্রস্তুত হচ্ছে।

ডায়রিয়া বা পেটের গ-গোলও কোভিডের অন্যতম লক্ষণ। যদিও গবেষকরা বলছেন, এই লক্ষণের বহু ক্ষেত্রেই অর্থ হলো শরীরে বেশি পরিমাণে অ্যান্টিবডি। তারা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন, যেসব কোভিড আক্রান্ত হাসপাতালে ভর্তি হন, তাদের পেটের গ-গোল সাধারণত বাড়ে না। কিন্তু যারা বাড়িতেই চিকিৎসা করান, তাদের ক্ষেত্রে পেটের সমস্যা বাড়তে পারে। এর পেছনে কাজ করে বিপুল পরিমাণে অ্যান্টিবডির উৎপাদন। অর্থাৎ কোভিডের মধ্যে পেটের গ-গোল থাকলে ধরে নেওয়া যায়, শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করছে। পেটের গ-গোলের মতোই পেট ব্যথার মানেও শরীর বিপুল পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরি করছে। তবে গবেষকরা বলছেন, এ বিষয়ে আরও গবেষণার দরকার। তবেই একটা সুসংহত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে।

নিউইয়র্কে ২৪ ঘন্টা করোনা ভ্যাকসিন কেন্দ্র

(শেষের পাতার পর)

রোববার (১০ জানুয়ারী) থেকেই সিটির বিভিন্ন কেন্দ্রেরই ভ্যাকসিন দেয়া শুরু হয়েছে। সরে জমিনে গিয়ে দেখা গেছে মানুষ দলে দলে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে উৎসবের আমেজ নিয়ে কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহন করছেন। মনে হচ্ছিলো যেন ভোটের আমেজ। এখানে সেখানে মিডিয়ার লোকজন দাঁড়িয়ে লোকদের প্রতিক্রিয়া নিচ্ছে। অনেক সিনিয়র সিটিজেনদের দেখা গেলো লাঠিতে ভর দিয়ে বা হুইল চেয়ারে বসে কেন্দ্রে এসেছেন ভ্যাকসিন নিতে। সকলের চোখে মুখে আনন্দের উচ্ছাস।

ব্রঙ্কসের ৭০১ সেন্ট এ্যানস এভিনিউ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা হলো খলিল বিরিয়ানী হাউজের স্বত্বাধিকারী খলিলুর রহমানের সাথে। তিনি তার একদল বন্ধু বান্ধব নিয়ে ভ্যাকসিন নিতে এসেছেন। খলিলুর রহমান জানান, আমাদের এক বন্ধু এ ইসলাম মামুন রাতেই এই ইনফরমেশন নিয়ে এলে আমরা যেসব বন্ধু একত্রে বসে আড্ডা দিই তারা সবাই একসাথে একই কেন্দ্রে ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করি। সে হিসাবে আজ দুপুরে সবাই এসেছি ভ্যাকসিন নিতে। আমাদের সাথে একই লাইনে আছেন সিপিএ জাকির চৌধুরী, কামরুজ্জামান বাবু, এ ইসলাম মামুন, মো: মামুনুর রশীদ,স্বপন তালুকদার এবং ব্যাংকার আবু সাদেক ও সাংবাদিক হাবিবুর রহমান।

ব্রঙ্কসের কমিউনিটি নেতা এইসলাম মামুন বলেন, আমরা সবাই একত্রে আড্ডা দিই। তাই একত্রেই এসেছি ভ্যাকসিন নিতে। বাঁচলে এক সাথেই বাঁচবো। আঁর মরলেও এক সাথেই।

সিপিএ জাকির চৌধুরী বলেন, সুযোগটা পাওয়ার সাথে সাথেই লুফে নিয়েছি। সবাই ওয়েবসাইটে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে যত দ্রুত সম্ভব ভ্যাকসিন নিবেন আশা করছি।

ভ্যাকসিন নেয়ার পর কোন পার্শপ্রতিক্রিয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে কামরুজ্জামান বাবু বলেন, ভ্যাকসিন নেয়ার পর অন্য একটি রুমে সবাইকে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করতে বলা হয়। এই সময়ে আমার নিজের কোন সমস্যা হয়নি। বা অন্য কারো কোন সমস্যা হতেও দেখেনি।

এখানে কোন কোম্পানির ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছে জানতে চাইলে মো: মামুনুর রশীদ জানান, তাকে মর্ডানার ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে। আরেক বাংলাদেশী স্বপ্ন তালুকদার বলেন, এই কেন্দ্রে সবাইকেই মর্ডানার ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।

এলোমেলো ভাবনা

(শেষের পাতার পর)

নিচ্ছো কিছু। - হ্যাঁ টায়লানোল কোল্ড এন্ড ফ্লু চলছে।

সেরে যাবে ইনশাল্লাহ। সাবধানে থেকো। সময় ভালো না। শেষমেষ কি প্রেসিডেন্টকে টেনেহিচঁড়ে নামানো হবে ক্ষমতা থেকে!

- হয়তো বা। এটাই তাঁর নিয়তি। কিন্তু তিনি যে অপরাধ করেছেন সোজা কথায় তা রাষ্ট্রদ্রোহীতা !

- তাঁর কি কোন বিচার হবে? নিজেকে নিজে ক্ষমা করে দেওয়ার পরও?

- এতো কঠিন প্রশ্ন। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি হওয়া উচিত। আর হ্যাঁ তিনি নিজে নিজেকে ক্ষমা করার পরও। কথা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট নিজেকে নিজে পারডন (ক্ষমা) করতে পারেন কি না। এনিয়ে রয়েছে প্রশ্ন সর্বত্র। ইতিহাসে এমন নজির খুঁজে পাওয়া যায় না।

-একমত তোমার সাথে। দেখেছো কী ভয়ংকর কতোটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে ক্যাপিটল হিলে। এই আমেরিকার বুকে একজন ক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্ট এমন সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়াতে পারেন ভাবাই যায়না। এখন ইমপিচমেন্টের শেষ অবস্থা কি?

- ডেমোক্র্যাটরা একাট্টা, রিপাবলিকানদের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে দেশপ্রেম। মানে অভিশংসনের পক্ষে

সমর্থন বাড়ছে, তবে ধীরে। অনেকে আবার তাঁর পদত্যাগ দাবী করেছেন রিপাবলিকান শিবির থেকে।

- টুইটার প্রেসিডেন্টের একাউন্ট স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এই খবর শুনে তিনি নাকি ক্ষেপে যান। নিজে এখন একটা প্লাটফর্ম গড়তে চাইছেন।

-এত তাঁর ক্ষ্যাপারই কথা কারণ টুইটার তাঁর সবকিছু। হুমকি ধমকি, হায়ার ফায়ার, প্রচার প্রোপাগান্ডা সব কাজের মাধ্যম ছিল এই টুইটার। তিনি আগেও ২৩০ ধারা বাতিল বা শিথিল করার চিন্তা করেছিলেন। এই ২৩০ ধারা সোসাল মিডিয়ার স্বাধীনতা ও সুরক্ষা দিয়েছে। ক্ষতিকর যে কোন

পোষ্ট সম্পাদনা এমন কি প্রত্যাহার করে নেয়ার সম্পন্ন অধিকার রয়েছে তাঁদের। প্রেসিডেন্টের আঁতে ঘা লাগাতে এতো হম্বিতম্বি।

- আচ্ছা এতো কিছুর পরও যে সকল আইনপ্রণেতা ট্রাম্পের পক্ষ নিয়ে ইলেক্টোরাল ভোট গননায় বাঁধার সৃষ্টি করলেন, অ্যারিজোনা, পেনসেলভেনিয়ার ভোটের ব্যাপারে আপত্তি জানালেন ।এরা এখন কি বলবেন?

- এই তালিকা খুব ছোট নয়। সাতজন সিনেটরের সাথে কংগ্রেসের সদস্য রয়েছেন ১শ ৪০ জন। সব মিলিয়ে ১শ ৪৭ এই সংখ্যা। তবে এতে এগিয়ে আছেন মিসৌরি ও টেক্সাসের সিনেটর। মিসৌরির জশ হাউলিতো এককাঠি সরস। হামলার ঘটনার সামান্য আগে ক্যাপিটলের বাইরে হাত উঁচিয়ে সন্ত্রাসীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে ক্যামেরায় বন্দি হন। আর টেক্সাসের টেড ক্রুজের ভূমিকা সেতো খোলাসা সকলের কাছে। জশ হাউলিকে ১ নম্বর গণশত্রু বলে লিখেছে একটি পত্রিকা। তাঁর হোম টাউনের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংবাদপত্র তাঁর পদত্যাগ দাবী করে কঠোর সমালোচনা করেছে। এই কাগজের প্রকাশক তাঁর সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। একটি বই প্রকাশের বিষয়ে হাউলির সাথে আগ থেকে নির্ধারিত একটি বৈঠক বাতিল করে

দিয়েছেন।

- এখন ধর পাকড় শুরু হয়েছে দেখছি। এফবিআই অনেক এরেষ্ট করেছে।

- হ্যাঁ ঠিক শুনেছো। অনেকের বিরুদ্ধে চার্জ আনা হয়েছে ফেডারেল আইনের আওতায়। ছবি, ভিডিও ফুটেজ ও সেল ফোনের ডেটা পর্যালোচনা করে সন্ত্রাসীদের সনাক্ত করা হচ্ছে। অনেককে ধরা হয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে।

শুনলাম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রধান আইনজীবী এই ঘটনায় অভিযুক্ত হয়েছেন?

- তিনি হোয়াইট হাউসের সামনে সভায় বক্তব্য দিয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে নির্বাচনী ফলাফল পাল্টে দেয়ার আহবান জানান সন্ত্রাসীদের। তিনি আগুনে ঘি ঢেলেছেন। প্রেসিডেন্টের চেয়ে তিনি একধাপ এগিয়ে। দুইজন আইনপ্রণেতা নিউইয়র্ক বার কাউন্সিলে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত ও তাঁর সনদ বাতিল করার আবেদন জানিয়েছেন। বার কাউন্সিল ব্যবস্থা নেবে নিশ্চই।

এই সন্ত্রাসীদের নাকি ভয়ংকর সব পরিকল্পনা ছিল। এক ট্রাক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। কয়েকি পাইপ বোমাও। ওহ মাই গড! যেনো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলো সন্ত্রাসী গৌষ্ঠী! প্রেসিডেন্ট তাঁর বক্তব্যে সন্ত্রাসীদের উস্কানি দিয়ে বলেন, তোমরা ক্যাপিটলে যাও আমিও সাথে যাবো। তিনি নাকি যেতেও চেয়েছিলেন। তাঁক দমিয়ে রাখা হয়েছে। চিন্তা করো কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

- সাংঘাতিক তো বটেই! আসলে তাঁরা একটা গন অ্যভ্যুত্থান ঘটাতে চাইছিলেন এটা পরিস্কার। নিউইয়র্ক টাইমসে তাঁদের প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের বর্ণনা পড়লে গাঁ শিউরে উঠে। কি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন!

- আচ্ছা ২০ তারিখে কি শান্তিপূর্ণ হবে বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠান? নাকি আবার কোন গন্ডগোল বাঁধানো হবে?

- মনে হয়না এরকম কিছু হবে। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপর বিশ্বাস করা কঠিন।

ঠিকই বলেছো। ট্রাম্প এখন কি করবেন? কোথায় যাবেন?

ডেটলাইন আগামী সপ্তাহের শেষ কোন একদিন। এয়ারফোর্স ওয়ান অজানা গন্তব্যে পাড়ি দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের তাঁর পরিবার সহ বোডিং শেষ। খবর পেয়ে জুলিয়ানী সহ সাঙ্গ পাঙ্গরা এয়ারপোর্টে জড়ো হয়েছেন। তাঁরাও সফর সঙ্গী হতে চান। সবই সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। যেই দরোজায় পৌঁছালেন অমনি প্রেসিডেন্ট সরিয়ে দিলেন সিঁড়ি।

বাই বাই বলে বন্ধ করে দিলেন দরোজা। আর মাথার উপর দিয়ে সাঁই করে উড়ে গেল বিশাল ৭৪৭ বিমান! (চলবে)

পরপারের ডিপারচার লাউঞ্জ!

(শেষের পাতার পর)

হাসপাতালে আম-জনতার চিকিৎসাসেবা নেয়ার সুযোগ নাই। শো শা পোচপাচ করে এগুলো তৈরীই করা হয় ভিআইপি সিআইপি বিত্তবান অর্থশালী বা টাকার কুমীরদের জন্য। এই শ্রেণীর মানুষগুলো- যাদের ইওরোপ আমেরিকা বা নিদেনপক্ষে ব্যাঙ্কক সিঙ্গাপুরে যাওয়ার সময় বা ফুরসুৎ হয়না তারাই এসব হাসপাতালের কাস্টমার বা বোর্ডার হন। টাকা এদের কাছে কোন ব্যপার না, এরা চিকিৎসা চান। সুস্থ হতে চান, বাঁচতে চান। বেঁচে যাবেন বা সুস্থ হয়ে উঠবেন এই আশায় অনেক বিশিস্টজনকেও নেয়া হয় এসব জায়গায়।

কিন্তু করোনাকালের শুরু থেকেই দেখছি- ভিআইপি সিআইপি যারাই এই হাসপাতালগুলোয় চিকিৎসা নিতে আসছেন, অধিকাংশই ওপারে চলে যাচ্ছেন! আমার পরিচিত বা জানাশোনা যে কয়জন ভিআইপি বা বিশিষ্টজনকে করোনা বা অন্যন্ন শারিরীক সমস্যায় নেয়া হয়েছিল তাদের পচানব্বই শতাংশই মৃত্যুবরন করেছেন। নিয়েই আইসিইউ তারপর লাইফ সাপোর্ট, সেখান থেকে খাটিয়া! একই কাহিনী! মারাই যদি যেতে হবে তাহলে এতসব নামী-দামী, বিশেষায়িত স্পেশিয়ালিস্ট তারকা হাসপাতালের দরকার কি! গালভরা সব তকমাআঁটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা কি ছেড়েন! গলাকাটা দাম নিয়ে এরা চিকিৎসাটা দেন! এদের চাইতে তো দেখছি আমাদের গরীবের ঢাকা মেডিকেল ন্যাশনাল মিটফোর্ড বা পিজি বারডেম শত গুন ভাল! চিকিৎসাসেবা যা-ই হোক এসব হাসপাতালে তো এত মৃত্যুর কথা শোনা যায় না! রোগী নিয়ে গেলেই লাশ- এমন অবস্থা তো এসব জায়গায় না! রাজধানী শহরের বাইরে-জেলা বা অন্যান্ন শহরেও স্থানীয়ভাবে ছোট-বড় অনেক হাসপাতাল আছে। সে সব সেবাকেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। কিন্তু ভর্তী হলেই মৃত্যু- এমন কি দেখা যায়!

বলা হয় শেষ সময়ে নেয়া হলে করার কি থাকে! হাসপাতাল তো শেষ সময়েই নিয়ে যাওয়ার জন্য! সুস্থ মানুষ বা লক্ষণ নিয়ে তো কেউ হাসপাতালে ভর্তী হয় না। যারা রেস্ট চেকআপ বা চিত্ত বিনোদনের জন্য যান তাদের কথা আলাদা। লক্ষণ নিয়ে রোগী বাসায় থেকেই চিকিৎসা নেবে, যখন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরনের দরকার হয়ে পড়ে বা রোগীর অবস্থা জটীল হয়ে ওঠে তখনই হাসপাতালে ভর্তী করানো হয়- এটাই তো নিয়ম। হাসপাতালের দায়িত্ব হচ্ছে অসুস্থ রোগীকে সুস্থ্য করে তোলা, মৃত্যু-পথযাত্রীকে ফিরিয়ে আনা। চূড়ান্ত বিচারে মৃত্যু অবধারিত, সেখান থেকে কাউকে ফিরিয়ে আনা যায় না। তারপরও মানুষ আর কয়েকটা দিন বা একটু সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যই হাসপাতালে যায়। অকাতরে টাকা ঢালে, চিকিৎসক বা চিকিৎসাসেবার ওপর আস্থা স্থাপন করে। কিন্তু হাল যদি এই হয় তাহলে আর এসব বিশেষায়িত ফাইভ স্টার সেভেন স্টার হাসপাতালের কি দরকার! অতসব তকমাধারী বিশেষজ্ঞ এক্সপার্ট কনসালট্যান্টেরই বা কি কাজ! এমনিতেই 'গলাকাটা' 'কসাইখানা' বা 'স্পেশিয়ালাইজড স্লটারিং হাউস'- ইত্যাদী নামে এসব স্টার হাসপাতালের বিশেষ সুখ্যাতি আছে, তার ওপর রোগী ভর্তী হলেই যদি পরপারের বোর্ডিং পাশ ধরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এ প্রশ্ন তো উঠবেই! আমার কখনই এসব তথাকথিত বিশেষায়িত বা স্টার হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর আস্থা নাই। বরাবরই মনে হয় এক একটা চীটার বাটপারের আস্তানা। কৌশলে শুধু রোগীর পকেট কাটা। মানুষের জীবন বাঁচানোর প্রশ্নে মফস্বল এলাকার একটা সাধারন হাসপাতালের সাথে এদের পার্থক্য শুধু এটুকুই- শো শা চাকচিক্য তকমাধারী ডাক্তার আর কিছু আধুনিক মেশিনপত্র, ফাইভ স্টার সেভেন স্টারের সুযোগ সুবিধা আরাম আয়েশ! কথাগুলো বলছি বড় দু:খে। এই করোনাকালে আমার জানাশোনা পরিচিত বা দেশের বিশিস্টজনদের বেশ কয়েকজন এইসব তারকা হাসপাতালে ভর্তী হয়ে মারা গেছেন। কিচ্ছু করতে পারে নাই। এখনও যাকে খবর পাই কোন স্টার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, মনটা দুরুদুরু করতে থাকে কখন শুনবো উনি আর নাই! হাসপাতাল থেকে সবাই জান নিয়ে ফিরবেন এটা আশা করিনা কিন্তু ভর্তী হলেই ওপার, এটাও মেনে নেয়া যায় না।

এখনও যারা মনে করেন স্টার হাসপাতাল মানেই প্রাণের গ্যারান্টি বা এসব জায়গায় ভর্তী হলেই বেঁচে যাবেন, এদের সাম্প্রতিককালের পারফরমেন্স দেখার পর- আশা করি তাদের মোহমুক্তি ঘটবে!

কমিউনিটিতে 'জুম' ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে

(শেষের পাতার পর)

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ থাকার পর প্রবাসী বাংলাদেশীদের মনে ব্যাপক হতাশা, শঙ্কা আর উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। বিশেষ করে করোনা কালীন সময়ে কমিউনিটির পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাত মেলামেশা বন্ধ হবার পর কমিউনিটিতে ব্যাপকহতাশা আরো ব্যাপক হয়ে ওঠে। অত্মীয়-স্বজন পরস্পর পরস্পের সাথেও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু সেল ফোনে যোগাযোগ থাকে। ফলে কমিউনিটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

সে সময় মানুষ ফেইস বুক, টুইটার, ফেইস টাইমের মাধ্যমে যোগাযোগ করলেও অনেকে একত্রে একসাথে কথা বলার সুযোগথেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। সে সময় অনেক সংগঠক, সাধারণ ব্যক্তি বিশেষ সাময়িক হতাশ হলেও অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই গুগল, ফেসবুক এবং সবশেষে 'জুম নেট ওয়ার্ক' তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে ।

ইতিপুর্বে সাধারন জনগন অথবা প্রবাসীরা নিজেদের মধ্যে ফেসটাইম, ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, ভাইবারের মাধ্যমে যোগাযোগ করেচললেও সবশেষে জুমের মাধ্যম এই যোগাযোগকে আরো সুনিশ্চিত করে দেয়।

সাধারন মানুষ অথবা সংগঠকরা যেখানে আগে স্কুল বা মিলনায়তন ভাড়া নিয়ে সাউন্ড লাইটস-এর ব্যবস্থা করে অনুষ্ঠান করত এখন শুধুমাত্র জুমের মাধ্যমে সেলফোন দিয়েই তা করতে পারছেন। সেল ফোনে 'জুম ডাউন লোড 'করে সংগঠকরা ৫০/৬০জন অথবা শতাধিক ব্যক্তি পরস্পরের সাথে অন্তত ৪৫ মিনিট ফ্রি আলাপ আলোচনা করতে পারেন। এমনকি জুমের মাধ্যমে একক বা একাধিক ব্যক্তির লাইভ গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে। বর্তমানে 'জুমের মাধ্যম শতাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জুমে মাসিক ১৫ ডলারের বিনিময়ে একজন সংগঠক এক শতাধিক ব্যক্তিকে সংযুক্ত এক ঘন্টার ও বেশী সময় অনুষ্ঠান করতেপারেন!

এখন বাংলাদেশ, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে একই পদ্ধতিতে সেমিনার, মিটিং, সভা সংবাদ সম্মেলন সবই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমনকি জুমের মাধ্যমে কয়েকটি দেশ যেমন- বাংলাদেশ, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালীর শিল্পীরা একত্র সঙ্গীতানুষ্ঠান ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান করছে।

জুমকে অবলম্বন করে বাংলাদেশ ইন্সটিউট অব পারফর্মিং আটস-বিপা বিদায় বছরে অন্তত ১৩টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এখন জুমের মাধ্যমে স্বরণ সভা এবং শোকসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কমিউনিটিতে অনেকে অসুস্থ থাকার কারণে তাদের জন্যবিশেষ দোয়াও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সব মিলিয়ে আমাদের কমিউনিটিতে জুম অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে পড়েছে!

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের ১১২ স্ট্রীট ও ৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ড হীলে নতুন কাজ করা ২ বেডরুম, ১ বাথরুম-এর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে এ, জে ট্রেন এবং কিউ৮ কিউ২৪ ও কিউ৩৭ বাস, মসজিদ কাছে। যোগাযোগঃ ১ (৭১৮)-২৯৬-০৩০৬
জা-১১/১৮/২৫

রুম ভাড়া

সুন্দর, ভালো পরিবেশে কর্মজীবি স্বামী/স্ত্রী বা একা প্রয়োজনে ফার্নিচারসহ বড় স্টুডিও রুম (রুমের এক পাশে কিচেন, বাথরুম, ফ্রীজ ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ) ভাড়া দেয়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স ষ্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ করুন বা মেসেজ রাখুন। ফোন: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২
জা-১১/১৮

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭৮ ষ্ট্রীট এবং ২৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যাম্যাইকায় অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশে, এক ব্লকের মধ্যে কিউ-৬, কিউ-১১ বাস। জেএফকে এয়ার পোর্টের নিকট রকওয়ে বুলেভার্ড ১২৯ এভিনিউ, ১৫৪ ষ্ট্রিট দোতলায় নতুন রেনোভেটেড তিন বেডরুম, দুইবাথ রুম, বড় লিংভিং রুম, বড় কিচেন, ফ্রি পার্কিং সহ ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: খন্দকার জাকির হোসেন। ফোন: ৩৪৭-৫৩৬-০১০৯, অথবা ৭১৮-৫৫৮-৪৩৪৭
জা-০৪

বাসা ভাড়া

জ্যাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউতে (ই ট্রেন সাবওয়ের কাছে) বিশাল ফাস্ট ফ্লোর, ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং, লিভিং রুম-এর বাসা অতিসত্তর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯৫০ ডলার। যোগাযোগ: সুলতান আহমেদ। ফোন: ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১ অথবা নাহিদা বেগম, **ফোন: ৩৪১-৬২৪-৮৮০০**
জা-০৪/১১

বাসা ভাড়া

১৯৬ স্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউর জ্যামাইকা হলিসে হিলসাইড এভিনিউর পাশে বেসমেন্টে এক বেডরুমের সঙ্গে লিভিং, কিচেনসহ একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬৪-২০ ৮৬ রোডে এফ ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে প্রাইভেট হাউসের দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুম, এক লিভিংরুম এক বাথ এবং কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৯৬-৭০০০
ডি-২১/২৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউ-তে ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং এবং লিভিং রুম (১১০০ স্কয়ার ফুট) ফাস্ট ফ্লোর বাসা এবং ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন, লিভিং রুম (১১০০ স্কয়ার ফুট) সেকেন্ড ফ্লোর বাসা এবং বিশাল ২ বেডরুম, কিচেন, লিভিং রুম, বিশাল বাথরুম-এর সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। ই ট্রেন সাবওয়ে থেকে ৮মিনিটের দূরত্ব। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬২৪-৮৮০০ অথবা ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১
ডি-২১/২৮

বাসা ভাড়া

কুইন্সে একটি প্রাইভেট বাসার ৩ বেড, ২ বাথ, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং ও বেলকলি সহ ফাস্ট ফ্লোরের বাসা ভাড়া হবে। প্রাইভেট এনট্রেন্স, একটি গাড়ী পার্কিং-এর সুবিধা, সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি, কুইন্স কলেজ, সাবওয়ে/বাস ষ্টেশন, গ্রোসারী, এলিমেন্টারী হাই স্কুলের দূরত্ব ওয়াকিং ডিসটেন্স। ভাড়া ২৭০০ ডলার। যোগাযেগ: ৭১৮-৬৫৭-৩৭০৯
ডি-২১/২৮

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

সানিসাইডের ৫০-৩৯ ৪৫ স্ট্রীট, নিউইয়র্ক-১১৩৭৭ ঠিকানায় এক বেডরুমের নতুন রেনোভেটেড অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: রফি অহমেদ।
ফোন: ৩৪৭-৯৭২-৩৮৪৯ অথবা ৩৪৭-৩৩৫-৮০৫৪
ডি-২১/২৮

ফারনিশড বেডরুম ভাড়া

জ্যামাইকা এষ্টেট, এফ ট্রেন সংলগ্ন তিন তলা এপার্টমেন্টের সম্পূর্ণ ফারনিশড এক বেডরুম-বাথরুম (শেয়ার কিচেন-লিভিং) স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন অধুমপায়ী স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া হবে। অবশ্যই রেফারেন্স লাগবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮২৯-৩৫৪৯.
ডি-২১/২৮

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্টের ৯৪ স্ট্রীটে দুই বেডরুম, ওয়ান বাথরুম, কিচেন-ডাইনি রুম সহ একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। ইউটিলিটি সংযুক্ত। যোগাযোগ: ৯১৭-৯৩৫-১৭৯০
ডি-১৪/২১

বাসা ভাড়া

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো, ২ বেডরুম ১ বাথরুম। এষ্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

কন্ডো বিক্রয়

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো ২ বেড রুম ১ বাথরুম, এষ্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় E, J, LIRR, Air Train এর নিকটে 107 Ave. এবং Inwood St. এ প্রাইভেট হাউজের দোতলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং রুম, বেলকনি ও কিচেনসহ ১লা জানুয়ারি থেকে বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৫৮-৪২৮৪।

লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক

নিউজার্সীতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের এক ছেলে ও এক শিশু বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক জানুয়ারি মানস থেকে। বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ ৪০৪-৫৩৬-২১৯৪
৪০৪-৫৩৮-৪৮৭৫

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীট-এর উপরে দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
ডি-০৭/১৪/২১/১৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউড-এর ডেনিয়েলস স্ট্রীট ও ৮৪ এভিনউ এর কর্ণারে দুই রুমের একটি রেনোভেটেড ঝলমলে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ২ সদস্যের ফ্যামিলি আবশ্যক। এফ ট্রেন সাবওয়ে সাতফিন বুভেভার্ড থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
যোগাযোগ: ৭১৮-২১৯-৮১৭৮
ন-৩০/ডি-০৭

বাসা ভাড়া

সানিসাইডের ৪৬ ষ্ট্রীট এবং ৪৮ এভিনিউতে অধুমপায়ী মুসলিম পরিবারের জন্য সেকেন্ড ফ্লোরে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরী দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ২০০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

বাসা ভাড়া

কুইন্সের মনোরম পরিবেশে নিউ রেনোভেটেড ওয়াইড বেসমেন্টের এক বেডরুম, লিভিং রুম ও কিচেন সহ বাসা জানুয়ারী মাস থেকে ভাড়া হবে। সাইড এন্ট্রেন্স আছে। বাসার কাছেই ব্যাংক আর লং আইল্যান্ড রেলরোড। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৮৩-৫৬৩৭
জা-১১/১৮

বাসা ভাড়া

উডসাইডের সাবওয়ের পাশে ৫৮ স্ট্রিট ও নর্দান বুলুভারডে ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম সম্বলিত বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত বেসমেন্টের একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: (৯১৭) ৪১২-৭৭৩৯.
ন-০৯/১৬/২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৮৪ ষ্ট্রীট এবং ২৫ এভিনিউতে বেসমেন্টে থাকার জন্য একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

বাড়ি বিক্রয়

Jamaica Hills: 2F family walkup 3 family brick 3 bed rooms 2 bath rooms 3 apartments also full finished basement 1320 Sq.ft প্রতি ফ্লার জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার থেকে ১ ব্লক। Close to Park, Hospital. St. Hhons College, Subway. Price $1.3 millions. Call: 917-749-4143.

এপার্টমেন্ট ভাড়া

এস্টেরিয়ার ২৩-০২ ৩০ ড্রাইভ-এ সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, ডাইনিং, লিভিং রুম ১৫০০ স্কয়ার ফুট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
অ-১৯/২৬

টেনেসিতে জরুরী লোক আবশ্যক

টেনেসির ম্যাম্পীস শহরে বাঙালী মালিকানাধীন গ্যাস ষ্টেশনে জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে কাজ শেখানো হবে।
যোগাযোগ: মাসুদ হাসান তুর্ন।
ফোন: ৪০৪-৭১৭-৩২৫৫
ডি-১৪/২১

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৩২ বছর বয়সী, জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। পাত্র ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি থেকে বিজন্যাস এন্ড ফাইন্যান্সে গ্রাজুয়েট। বর্তমানে নিউইয়র্কে একটি নামী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে সুপারভাইজার লেভেলে কর্মরত। পাত্রীকে জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক, গ্রাজুয়েট বা পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে থাকতে হবে। পাত্রীর গড়ন হাল্কা পাতলা এবং সুন্দরী হতে হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭ ২৮৮ ১৮৩৫
(সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা)

হাউজ কিপিং জব চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)। **ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রীধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন

ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: **201-839-7579**
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ ষ্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রক্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

করোনায় আরো

(শেষের পাতার পর)

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। গত ৮ জানুয়ারী শুক্রবার সকাল ৯টা ১০ মিনিট এলআইজে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে, এক নাতি ও ২ পুত্রবধু সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। তার গ্রামের বাড়ী সিলেটের বিশ্বনাথ থানার চানবরাক। উল্লেখ্য, মরহুম সাব্বির আহমেদ চৌধুরী প্রবীণ প্রবাসী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটর অন্যতম উপদেষ্টা ছদরুন নূরের ভায়েরা।

জানা গেছে, সাব্বির আহমেদ চৌধুরী ১৯৯৮ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। নিউইয়র্কের জ্যামাইকার ৯০-৩৩ ১৯৫ প্লেসে বসবাসকারী মহামারী করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৮দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ৯ জানুয়ারী বাদ জোহর ১৯৫ প্লেস মসজিদে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পারিবারিক সিদ্ধান্তে তার মরদেহ দেশে গ্রামের বাড়ীতে মা-বাবার কবরের পাশে দাফন করা হবে। এজন্য মরহুমের মরদেহ ১১ জানুয়ারী সোমবার রাতে আমিরাত এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে। পিতার মরদেহের সাথে তার এক পুত্র ও পুত্রবধু বাংলাদেশে যাচ্ছেন।

ওহিদুর রহমান চৌধুরী: নিউইয়র্কে বসবাসকারী কৃষিবিদ ওহিদুর রহমান চৌধুরী আর নেই। সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিনি কুইন্স হাসপাতালে ভর্তি হন। শনিবার (৯ জানুয়ারী) সকালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। করোনা চিকিৎসার পাশাপাশি তার কিডনি ডায়ালাইসিস চলছিল। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। ১৯৬৬ সালে তিনি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সাবেক কৃষি কলেজ) ভর্তি হন। ১৯৭৩ সালে গ্রাজুয়েশন করেন এবং কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাও ছিলেন। তিনি নিউইয়র্কের জামাইকায় স্বপরিবারে বসবাস করতেন। তার মৃত্যুতে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার কার্যকরি সভাপতি এম এ রশীদ ও সাধারন সম্পাদক রেজাউল করিম গভীর শোক প্রকাশ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছেন।

ডা. মুস্তাফিজুর রহমান: যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ডা. মুস্তাফিজুর রহমান নামে এক প্রবাসী বাংলাদেশী চিকিৎসক মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ৮ জানুয়ারী শুক্রবার বেলা ২টায় রাজ্যের হার্টফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান বলে জানা গেছে। করোনা সংক্রমণের পর থেকে দীর্ঘ এক মাস তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী লুলু রহমান ও ছেলে রাইদসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। ডা. মুস্তাফিজুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে কানেকটিকাটের সাউথ উইন্ডজোর শহরে বসবাস করতেন। তিনি হার্টফোর্ড হাসপাতাল ও ইস্ট হার্টফোর্ডের সাফা মেডিকেল সেন্টারে কর্মরত ছিলেন। উল্লেখ্য, মরহুম ডা. মুস্তাফিজুর রহমান লন্ডন থেকে এমআরসিপি ডিগ্রি এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডক্টর অব মেডিসিন ডিগ্রি লাভ করেন। তার দেশের বাড়ি ময়মনসিংহে।

শনিবার (৯ জানুয়ারী) দুপুর ১টায় কানেকটিকাটের ইনফিল্ডের মুসলিম কবরস্থান মাঠে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানেই তার মরদেহ দাফন করা হয় বলে কানেকটিকাট প্রবাসী গোলাম আহমেদ জানিয়েছেন।

আতাউল গনি আসাদের মাতৃবিয়োগ: যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গনি আসাদ এর মা রোকেয়া গনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত ৩১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার জ্যামাইকা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

এদিকে আতাউল গনি আসাদ এর পিতা ওজন পার্ক জামে মসজিদের সভাপতি, বিশ্বনাথ উপজেলা দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল গনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় লংআইল্যান্ড জুইস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার সুস্থ্যতায় সবার দোয়া কামনা করা হয়েছে।

রমেশ সাহা: জর্জিয়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী, সংগঠক, জর্জিয়া বাংলাদেশ সমিতির নির্বাচিত সহ সভাপতি ও জর্জিয়া আওয়ামী যুব লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রমেশ সাহা গত ১ জানুয়ারী শুক্রবার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে জর্জিয়ার নর্থ সাইট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

শোক প্রকাশ: এদিকে আতাউল গনি আসাদ-এর মা রোকেয়া গনি ও রমেশ সাহার মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সামাদ আজাদ সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

এদিকে সিটির ওজনপার্কে আব্দুল মান্নান নামের এক মুক্তিযোদ্ধা করোনায় মারা গেছেন। গত শনিবার (৯ জানুয়ারী) সকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাংলাদেশে অবস্থানকালে তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

শরীরে কোভিডের অ্যান্টিবডি বুঝবেন ৪

(শেষের পাতার পর)

অ্যান্টিবডির পরিমাণ বেশি, কারও কম। কার শরীর কোভিডের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য অ্যান্টিবডি কেমন আছে, সেটি বুঝবেন কীভাবে?।

আমেরিকার ভিসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলের দেয়া তথ্য এ বিষয়ে আলোকপাত করেছে। প্রকাশিত এই গবেষণাপত্রে চারটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এই লক্ষণগুলো শরীরে দেখা গেলে বোঝা যাবে, শরীরে ভালো মাত্রায় অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। আমেরিকার ১১৩ জন কোভিড আক্রান্তের লক্ষণ দেখে গবেষণার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন দলের সদস্যরা। তাদের কথায়, যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে কোভিডের চিকিৎসা করান, তাদের শরীরে অ্যান্টিবডির পরিমাণ অনেকটাই বেশি থাকে। যারা বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করান, তাদের শরীরে সেই অ্যান্টিবডির পরিমাণ তুলনামূলক কম থাকে। এ ছাড়া বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে, যা দেখে বোঝা যাবে, শরীরে অ্যান্টিবডির মাত্রা কেমন।

যেমন- জ্বর বা পেটের সমস্যা থাকলে বুঝতে হবে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করছে। কিন্তু শ্বাসকষ্ট আর গন্ধ না পাওয়ার লক্ষণ মানেই, আক্রান্তের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরির মাত্রা খুবই কম। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অ্যান্টিবডির মাত্রা বেশি কিনা, তা বোঝার জন্য যে চারটি লক্ষণের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১. শরীরে যে কোনো ধরনের সংক্রমণ হলেই জ্বর আসে। কারণ শরীর নিজের উত্তাপ বাড়িয়ে সেই রোগের সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা করে। কোভিডের ক্ষেত্রেও তাই। করোনা আক্রান্ত যারা জ্বরে ভুগেছেন, তাদের অনেকেরই শরীরে অ্যান্টিবডির মাত্রা বেশি বলে দাবি করা হচ্ছে একটি গবেষণাপত্রে।

২. ক্ষুধা কমে যাওয়াও একটি লক্ষণ। যে কোনো ধরনের সংক্রমণেই খিদে কমে যায়। কোভিডের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়।

৩. ডায়রিয়া বা পেটের সমসস্যা কোভিডের অন্যতম লক্ষণ। যদিও ভিসকনসিনের গবেষক দল বলছে, এই লক্ষণের বহু ক্ষেত্রেই অর্থ হলো শরীরে বেশি পরিমাণে অ্যান্টিবডি।

৪. পেটব্যথার মানেও শরীর বিপুল পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরি করছে, এমনটিই জানাচ্ছেন গবেষকরা। যদিও তাদের মতে, এই বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

ওয়েস্ট ইন্ডিজ

(শেষের পাতার পর)

শেষ দিকে সচল হয় ক্রীড়াঙ্গন। গত নভেম্বরে নেপালের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সিরিজ খেলে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। সেই তুলনায় দেশের ক্রিকেটারদের অপেক্ষা একটু দীর্ঘ হয়েছে। ক্রিকেটাঙ্গন সক্রিয় হয় গত অক্টোবরে। পরপর দুটি ঘরোয়া টুর্নামেন্টের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে যাচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দল। করোনায় ১০ মাসের বিরতি কাটিয়ে চলতি মাসেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হোম সিরিজ খেলবেন তামিম-সাকিবেরা। তিন ওয়ানডে ও দুই টেস্ট খেলতে রোববার বাংলাদেশ সফরে আসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

শনিবার (৯ জানুয়ারী) বিসিবির লজিস্টিকস বিভাগ থেকে জানা গেছে, রোববার সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছায় উইন্ডিজদের দলটি। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি হোটেলে চলে যান তারা। হোটেলে সাত দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে সফরকারী দলকে, যার মধ্যে টানা তিন দিন নিজ নিজ রুমে কোয়ারেন্টাইন। সিরিজ জুড়ে জৈব সুরক্ষা বলয়ে থাকবে দলটি, যেখানে মোট পাঁচবার করোনা পরীক্ষা হবে ক্যারিবিয়ানদের।

করোনাকালে এটিই বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক সিরিজ। তবে ক্যারিবিয়ানদের শীর্ষ ১২ জন ক্রিকেটার না আসায় সিরিজের উত্তাপ কিছুটা কমে যাচ্ছে। হোল্ডার-পোলার্ডদের ছাড়া উইন্ডিজদের দলটা খর্ব শক্তির। বাংলাদেশ অবশ্য প্রতিপক্ষ নিয়ে না ভেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার উপলক্ষ্যকেই বড় করে দেখছে। আজ মিরপুর স্টেডিয়ামে শুরু হবে হোম সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দলের অনুশীলন। বিকেলে অনুশীলন শেষে হোটেলে উঠে যাবে গোটা দল। ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব গোপন করে পাওয়া নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে এই সিরিজেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হবে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের।

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

"House For Sale, As-is"

ON CLOSE BITS

39 Ashley St. Buffalo, NY 14212

6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. **Duplex House.**

Need : 716-544-3646

TASLIMA MARRIAGE MEDIA

বিয়ের জন্য বাংলাদেশী বা প্রবাসী সিটিজেন পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন?

কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের সিটিজেন পাত্র-পাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, ডক্টরেট, বিসিএস ক্যাডার, ডিফেন্স কর্মকর্তা, মাল্টিন্যশনাল কোম্পানীর কর্মকর্তা, প্রফেসর, ফার্মাসিস্ট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সহ অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ১নং ম্যারেজ মিডিয়া।



তাসলিমা ম্যারেজ মিডিয়া

হেড অফিসঃ উত্তরা বিএনএস সেন্টার, রুম- ৯২৩, সেক্টর- ৭, ঢাকা

কর্পোরেট অফিসঃ বাসা নং- ৫৯, হুদা এপার্টমেন্ট, ৪র্থ তলা, রোড নং- ৪, ব্লক- সি, বনানী, ঢাকা

ব্রাঞ্চ অফিসঃ 9 Crescent Pl East York ON M4C 5L8 Toronto

মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপঃ ০১৯৭২০০৬৬৯৪ ০১৭৮২০০৬৬১৫

ই-মেইলঃ taslimamedia@gmail.com

ওয়েবঃ www.taslimamarriagemedia.com

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St Buffalo, NY 14222

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, সিটিজব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।

সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

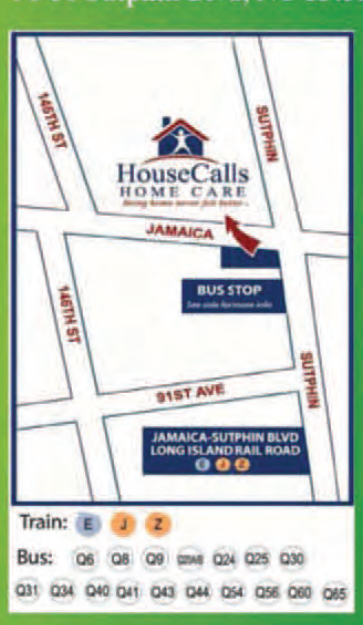
Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday //January 11 // 2021

শেখ হাসিনা সরকারের যুগ পূর্তি



ঢাকা ডেস্ক: ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের টানা এক যুগ পূর্তি হলো। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়ে ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারী টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। এই মেয়াদের দুই বছর পূর্তিও ৭ জানুয়ারী। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকির কারণে সরকারের বর্ষপূর্তিতে আওয়ামী লীগ ও সরকারের বড় কোনো কর্মসূচি নেই। তবে সীমিত পরিসরে কর্মসূচি পালন করা হবে। টানা এক যুগ ক্ষমতায় থাকায় দেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি আওয়ামী লীগের। দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধের বিচার, পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন, মেট্রোরেলসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়



ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে নিষিদ্ধ ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জো বাইডেনের কাছে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট বন্ধ থাকছে। এজন্য কমপক্ষে আগামী দুই সপ্তাহের জন্য এ সিদ্ধান্ত থাকবে। ৭ জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার ফেসবুকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জাকারবার্গ এ কথা বলেছেন বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে।

ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে মার্ক জাকারবার্গ লিখেছেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, এই সময়ে প্রেসিডেন্টকে (ট্রাম্প) আমাদের সেবা ব্যবহার করতে দেয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। তাই আমরা তার ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে জারি করা নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অন্তত পক্ষে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর শেষ না হওয়ার আগের দুই সপ্তাহ এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।' এর আগে আরেক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট সাময়িক সময়ের জন্য ব্লক করেছিল। তবে বৃহস্পতিবার সকালে ১২ ঘণ্টা পর তার অ্যাকাউন্ট খুলে দেয়া হয়েছে।

টুইটার হুঁশিয়ার করে দিয়ে জানিয়েছিল, নিয়ম লঙ্ঘন করলে এবং নির্বাচন নিয়ে কোনো ভুল তথ্য দিলে তাকে স্থায়ীভাবে ব্লক করে দেয়া হবে। ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট থেকে টুইট মুছে ফেলে টুইটার। আগামী ২০ জানুয়ারি ডেমেক্র্যাট নেতা বাইডেনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা ট্রাম্পের।

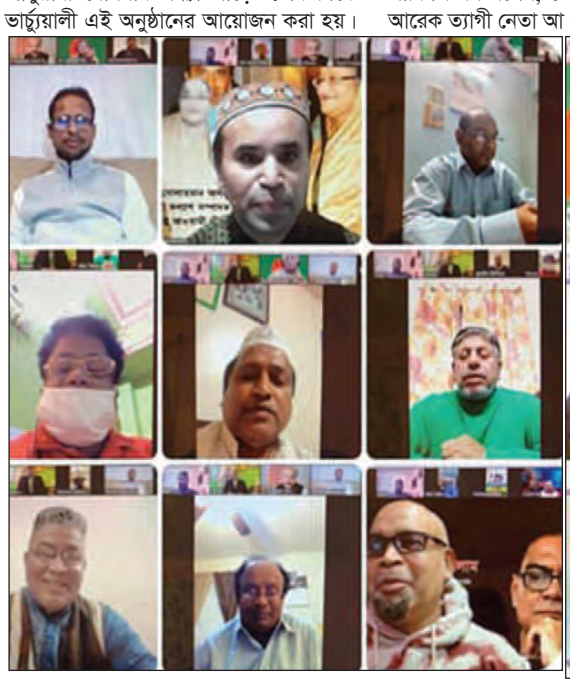
জো বাইডেনের জয়ের স্বীকৃতি দিতে বুধবার (৬ জানুয়ারী) কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে নির্বাচনের ফল ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টায় তান্ডব চালায় ট্রাম্প সমর্থকরা। এতে একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একের পর এক মিথ্যা পোস্ট দিচ্ছিলেন ট্রাম্প। পোস্ট করেন একটি ভিডিও ক্লিপ। এসব পোস্টে ট্রাম্পের দাবি, ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে তার কাছ থেকে জয় চুরি করে নিয়েছে জো বাইডেন। তবে সেই বক্তব্যের ভিডিও ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউব সরিয়ে নিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে ভিত্তিহীন তথ্য ছড়িয়ে আসছিলো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর সমর্থকরা। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বেশ কিছুদিন ধরেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর উপর চাপ প্রয়োগ করে আসছিলো ব্যবহারকারীরা। অনেক ব্যবহারকারীরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের অ্যাকাউন্টগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধের দাবিও জানান। তবে ফেসবুক, টুইটার এবং ইউটিউব মাঝে মধ্যে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল।

সৈয়দ আশরাফ, আ খ ম জাহাঙ্গীর ও ড. সিদ্দিকের মাতা স্মরণে

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের দোয়া মাহফিল ও শোকসভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং তৎকালীন জন প্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি'র দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের মাতা শামীমা খাতুনের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী এবং সদ্য প্রয়াত সাবেক প্রতিমন্ত্রী আ খ ম জাহাঙ্গীর স্মরণে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ দোয়া মাহফিল ও শোক সভার আয়োজন করেছে। গত ৩ জানুয়ারী রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ভার্চুয়ালী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।





এতে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক সংগঠনের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান এবং সভা পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন বাইতুল ইসলাম জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের ঈমাম ও খতিব মাওলানা রহমত উল্লাহ। খবর ইউএনএ'র।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী, পটুয়াখালী-৩ নির্বাচনী এলাকার সাবেক সংসদ সদস্য আ খ ম জাহাঙ্গীর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দোয়া মাহফিল ও শোক সভা অনুষ্ঠানে ড. সিদ্দিকুর রহমান তার স্বাগত বক্তব্যে স্মৃতিচারণ করে বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। আওয়ামী লীগের ঘরেই যাঁর জন্ম, যাঁর শূন্যতা কখনোই পূরণ হবার নয়। তিনি মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের পুত্র। যাঁদের নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। তিনি বলেন, তেমনী আওয়ামী লীগের আরেক ত্যাগী নেতা আ খ ম জাহাঙ্গীর। আমরা তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারন করে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ফরাসত আলী, সহ-সভাপতি সামসুদ্দীন আজাদ ও ডা. মুহাম্মদ আলী মানিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক দেওয়ান মহিউদ্দিন, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান বজলু, প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ সোলায়মান আলী, উপ-দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক, কার্যকরী সদস্য সাহানারা রহমান, খুরশেদ খন্দকার প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে নিউজার্সী ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দে বাবলু, কানেকটিকাট ষ্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি জেহাদুল হক জিহাদ ও সাধারণ সম্পাদক, হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী, পেনসিলভেনিয়া ষ্টেট আওয়ামী লীগের, সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ খান, সহ-সভাপতি লোকমান হোসেন রাজু, নিউ ইংল্যান্ড ষ্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ চৌধুরী, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুন নবী বাকী, মিশিগান ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবু মুসা, মিশিগান মাহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোতালিব, ক্যালোফোর্নিয়া ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডা. রবি আলম, জর্জিয়া ষ্টেট আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল তালুকদার নাহিদ, সাউথ জার্সি মেট্রো আওয়ামী লীগের সভাপতি সামছুল ইসলাম শাহাজান, বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাখাওয়াত বিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা শাহ সেলিম, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ কিবরিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল হাসান রাকিব, প্রচার সম্পাদক সাইফুল আলম, ষ্টেট স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি গাজী লিটন, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবদীন জয়, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সহিদুল হক রাসেল প্রমুখ নেতা-কর্মী যোগ দেন।





নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বিবৃতি

সাংবাদিক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান ও ইব্রাহীম চৌধুরীর সুস্থ্যতা কামনা

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসাম এক বিবৃতিতে সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান এবং প্রথম আলো'র আবাসিক সম্পাদক ও প্রেসক্লাবের সদস্য ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন সহ দেশ ও প্রবাসে করোনায় আক্রান্তদের আশু রোগমুক্তি কামনা করেছেন। এছাড়াও যারা করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করেছেন।

বিবৃতিতে মহামারী করোনাকালে সর্বোচ্চ সতর্কতায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি একে অপরের সাহায্যে পাশে থাকার বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়। উল্লেখ্য, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান সপরিবারে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্কর জ্যামাইকার নিজ বাসায় আর ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন নিউজার্সীতে নিজ বাসায় আইসোলেশনে রয়েছেন।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited
Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale

ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429

1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আলোচনা সভার আয়োজন করে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও ডেটাকার্ড প্রকাশ করেছে ডাক অধিদপ্তর।

এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে রোববার আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যারা ব্যর্থ করতে চেয়েছিল, আজ তারাই ব্যর্থ।। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওই সভায় বক্তব্য রাখেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, আজকে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে সারাবিশ্বে যে মর্যাদা পেয়েছে, এই মর্যাদা ধরে রেখে আমরা বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব। তিনি বলেন, "জঙ্গিবাদ,সন্ত্রাস এগুলোর হাত থেকে দেশকে মুক্ত রেখে ক্ষুধামুক্ত,দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব। জাতির পিতার এই প্রত্যাবর্তন দিবসে এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা যে এই জাতি বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবে।"

সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলেও তখনও পাকিস্তানে বন্দি ছিলেন স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার মুক্তি দিলে যুদ্ধে বিজয়ের ২৪ দিন পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী নিজের স্বপ্নের স্বাধীন দেশে পা রাখেন বঙ্গবন্ধু। তখন থেকে দিনটি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

অনুষ্ঠানে শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ে জাতির পিতার আজীবন সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা। ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার কথাও বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা এই জাতিকে ভালোবেসেছেন। আমাদের একটাই চিন্তা যে জাতির জন্য আমাদের মহান নেতা জীবন দিয়ে গেছেন সেই জাতির কল্যাণ করা, তাদের জীবন সুন্দর করা। এটাই আমাদের লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমি কিন্তু কাজ করে যাচ্ছি। দেশের উন্নয়নে সরকারের নেওয়া ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে তিনি বলেন, "২১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন কীভাবে হবে, সেই



পরিকল্পনা ডেল্টা প্ল্যান করে দিয়েছি। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ২০৪১ সালে বাংলাদেশ কেমন হবে সেটা দিয়েছি।"

শেখ হাসিনা বলেন, "২০৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন হবে। আমাদের আগামী প্রজন্ম কীভাবে তা উদযাপন করবে, সেই কথা চিন্তা করেই আমরা কিন্তু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। সেগুলো আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলারও নির্দেশ দেন তিনি।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন স্মরণে ডাকটিকিট অবমুক্ত

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও ডেটাকার্ড প্রকাশ করেছে ডাক অধিদপ্তর। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার রোববার ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাক-টিকিট ও ১০ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন। এছাড়া ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডেটাকার্ড এ সময় উদ্বোধন করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম এবং ডেটাকার্ড রোববার থেকে ঢাকা জিপিওর ফিলাটেলিক ব্যুরো থেকে এবং পরে দেশের অন্যান্য জিপিও এবং প্রধান পোস্ট অফিস থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ

(শেষের পাতার পর)

মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। কিন্তু আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এই মর্টগেজ আপনার জন্য কি সঠিক অপশন?

প্রতিটি মর্টগেজ ঋণের ক্ষেত্রেই হোক সে ১০, ১৫ বা ৩০ বছরের জন্য। সবগুলোতেই যেমন কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, সেই সাথে কিছু ভালো দিকও আছে। তবে এগুলোর মধ্যে আপনার জন্য কোনটি সেরা হবে সেটা নির্ভর করে আপনার পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত যে মর্টগেজ ঋণগুলো কম সময়ের জন্য যেমন ১০ বা ১৫ বছরের জন্য সেগুলোর ইন্টারেস্ট রেইট তুলনামুলকভাবে ২০ বা ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণের ইন্টারেস্ট রেইট থেকে কিছুটা কম। সেই সাথে আপনি যদি ডলার মূল্যে সবকিছু বিবেচনা করেন তবে ১৫ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনাকে যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে তা হবে ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনি যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতেন তার অর্ধেক মাত্র। এসব বিষয়ে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। প্রয়োজনে ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নম্বারে যোগাযোগ করুন।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

হেলাল উদ্দীন রানার কলাম



এলোমেলো ভাবনা

ফোন তুলতেই ডালিয়া জানতে চাইলো কেমোন আছো?
- খুব ভালো না। সিজোন্যাল ফ্লু। জ্বর জ্বর ভাব। তবে জ্বর নেই। ঔষুধ ---(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



পাখীর জন্য ভালোবাসা

হাবিব রহমান: একটি অসুস্থ পাখীকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিয়ে সারিয়ে তুলেছেন একজন প্রবাসী বাংলাদেশী দম্পতি। এজন্য চিকিৎসা (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

পরপারের ডিপারচার লাউঞ্জ!



বাংলাদেশের ফাইভ স্টার সেভেন স্টার হাসপাতালগুলো কি এক একটা পরপারের ডি-পারচার লাউঞ্জ! প্রাণে বাঁচার জন্য যে-ই এসে ভর্তী হচ্ছে, একেবারে খাটিয়ায় তুলে দিচ্ছে! সাধারনত: এসব (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ



এম কামাল: বাড়ি ক্রেতা এবং রিফাইন্যান্সকারীদের জন্য ৩০ বছরের মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

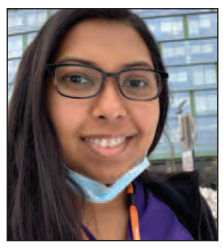
ক্যাপিটাল ভবনে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

ট্রাম্পকে অপসারণ দাবী প্রবাসীদেরও

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ক্যাপিটল ভবনে ট্রাম্প সমর্থকদের নজিরবিহীন হামলার ঘটনায় আমেরিকানদের মতো প্রবাসী বাংলাদেশীরাও ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, লজ্জিত। তারাও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে বিলম্বে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অপসারণ করার দাবী জানিয়েছেন। প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের প্রতিক্রিয়ায় এমন দাবীই করেন। নিউইয়র্ক সিটির কর্মকর্তা ---(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

ডা. আফসানা শরীয়তপুরে গড়তে চান হাসপাতাল

স্বামী-স্ত্রী মিলেই লড়ছেন করোনা রোগীদের সুস্থ্যতায়



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিধি বাড়ার সাথে সাথে আমেরিকার মূলধারার বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশীদের অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে। আমেরিকায় বাংলাদেশী প্রথম প্রজন্ম পেরিয়ে দ্বিতীয় প্রজন্ম ---(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

করোনায় আরো বাংলাদেশীর মৃত্যু


সাব্বির আহমেদ


ওয়াহিদুর রহমান


ডা. মুস্তাফিজুর রহমান


রমেশ সাহা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মহামারী করোনায় নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। আতংক বিরাজ করছে জনমনে। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যে আরো বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে। **সাব্বির আহমেদ চৌধুরী:** নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকায় বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশী সাব্বির আহমেদ চৌধুরী (৬৫) ---(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

রেজিস্ট্রেশন করুন : টিকা নিন

নিউইয়র্কে ২৪ ঘন্টা করোনা ভ্যাকসিন কেন্দ্র

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির হেলথ ডিপার্টমেন্ট কোভিড ভ্যাকসিন এখন সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কোন ক্যাটাগরি ছাড়াই এখন যে কেউ এই ভ্যাকসিন নেয়ার উপযুক্ত। সিটির নির্ধারিত ওয়েভ সাইটে গিয়ে নাম রেজিস্টেশন করে সে মোতাবেক নির্ধারিত কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ে গিয়ে কোভিড ভ্যাকসিন দিয়ে আসতে পারবেন। ১৮ বয়সের বেশী যে কেউ এই ভ্যাকসিন দেয়ার জন্য উপযুক্ত। ওয়েভ সাইটটি হচ্ছে: vaccinepod.nyc.gov(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



রোববার ব্রঙ্কসে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণকারী বাংলাদেশীদের একাংশ। ছবি- বাংলা পত্রিকা

প্রবাসীদের সহযোগিতায়

বাংলাদেশ সেন্টারের উদ্যোগে দেশে শীতবস্ত্র ও বই বিতরণ

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের বাংলাদেশ সেন্টারের উদ্যোগে চলতি শীত মৌসুমে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় ৫ শতাধিক শীতার্ত মানুষের মাঝে হাল্কা কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত এলাকাগুলো হলো জামালপুরের সরিষাবাড়ী, গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা এবং ঢাকার কেরাণীগঞ্জের অটি ও ঢাকার হাজারীবাগ। ---(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

নিউইয়র্কে করোনার সংক্রমণ বৃদ্বি উদ্বেগজনক

ডা. মেছের-মিলনসহ অনেকেরই অবস্থা গুরুত্বর

এমদাদ চৌধুরী দীপু: নিউইয়র্ক ফের উদ্বেগ আতংকের জনপদ। করোনার সংক্রমণ বৃদ্বি অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশী ---(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



ডা. মেছের ও মিলন

কমিউনিটিতে 'জুম' ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে

শেখ সিরাজুল ইসলাম: গত বছর করোনা ভাইরাসের কারণে নিউইয়র্কে সকল ধরনের ---(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)













কথাবার্তায় অসংযত হলে যত বিপদ

মো. আবদুল মজিদ মোল্লা

আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে আমি তার জন্য জান্নাতের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ঘরের ---(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সাক্ষাৎকারে রিচি সোলায়মান

আমেরিকার জীবন মেশিনের মতো



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের একসময়ের জনপ্রিয় মডেল, অভিনেত্রী রিচি সোলায়মান। বর্তমানে পরিবারসহ স্থায়ীভাবে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়

হেলথ টিপস

শরীরে কোভিডের অ্যান্টিবডি বুঝবেন ৪ লক্ষণে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোভিড ১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা সবার শরীরে সমান থাকে না। কারও ---(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

খেলার খবর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ঢাকায়

স্পোর্টস ডেস্ক: করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত বছরের মার্চে স্থবির হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন। মহামারির ধাক্কা সামলে বছরের ---(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com